পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 15 Monday, 15 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা ✱ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এখনই দোষারোপে নারাজ মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি তদন্ত কমিটি

‘যথাসময়ে সব জানানো হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাত, ১৪ ডিসেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে যুবভারতী স্টেডিয়ামে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলার তদন্ত শুরু করেছে। সেই সূত্রে রবিবার মাঠ ও গ্যালারির একাধিক জায়গা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তদন্তকারী দলের সদস্যেরা। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, এখনই কোনও সিদ্ধান্ত বা দোষারোপের পর্যায়ে যেতে চান না তাঁরা। স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময় অসীম রায় বলেন, ‘‘এখনই কাটাছেঁড়া করবেন না। আমরা সক্রিয় ভাবে গোটা বিষয়টি তদন্ত করছি। যা যা দেখেছি, তার সব নোট নেওয়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফিও হয়েছে। রিপোর্টে সব কিছুরই উল্লেখ থাকবে।’’ কার গাফিলতিতে শনিবার অমন পরিস্থিতি তৈরি হল- এই প্রশ্নে তিনি জানান, তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, তাই এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। পরিদর্শনের সময় বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের

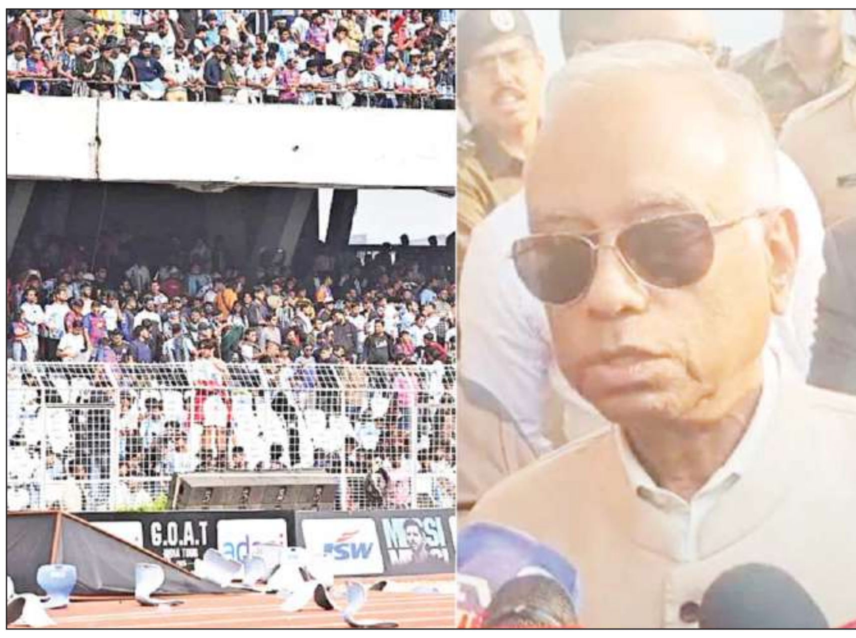

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁরাও এই তদন্ত কমিটির সদস্য। যদিও তাঁরা কেউই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেননি। মেসির কলকাতা সফর ঘিরে শনিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার কারণ খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়। এ ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পার্বত্য বিষয়ক সচিব। মেসি যে পথ দিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পথ ধরেই তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে যান। পরিদর্শন শেষে তাঁরা বৈঠকেও বসেন। সব মিলিয়ে বেলা ৩টে ১৫ নাগাদ তদন্ত কমিটি স্টেডিয়াম ছাড়ে। উল্লেখ্য, শনিবার যুবভারতীতে মেসিকে এক ঝলক দেখার আশায় হাজার হাজার দর্শক মোটা অঙ্কের টিকিট কেটেছিলেন। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মেসির গাড়ি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো ডি পল। কিন্তু অনুষ্ঠান জুড়ে ফুটবল তারকাদের ঘিরে রাখেন আয়োজক ও রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। গ্যালারি থেকে মেসিকে স্পষ্টভাবে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকেরা। মেসি মাঠ ছাড়ার মিনিট কুড়ির মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বোতল ছোড়া, চেয়ার ভাঙচুরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। এই ঘটনার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে পরে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ। রবিবার তাঁকে আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে রবিবার যুবভারতী পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। পরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ঘটনাস্থল ঘুরে যা যা দেখেছেন, তার ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

শতদ্রুর ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যুবভারতীতে ঘটে যাওয়া তুমুল বিশৃঙ্খলার মামলায় বড় নির্দেশ আদালতের। মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত দিল বিধাননগর আদালত। স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় রবিবার তাঁকে পেশ করা হয়। মেসির কলকাতা সফরের সময় যুবভারতী কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্যাপক ভাঙচুর, অশান্তি আর হিংসার ছবি সামনে আসে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতেই বিধাননগর কমিশনারেট (দ্রুত পদক্ষেপ করে। একাধিক ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়। মেসিকে কলকাতায় আনার মূল আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন শতদ্রু দত্ত। ঘটনার পরই তাঁকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর রবিবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে

যখন এদিন আদালতে তোলা হচ্ছিল, তখন বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। জড়ো হন ভুক্তভোগীরাও। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অশান্তি সৃষ্টি, ভাঙচুর, হিংসা ছড়ানো, নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯২, ৩২৪ (৪)(৫), ৩২৬ (৫), ১৩২, ১২১ (২), ৪৫ ও ৪৬ ধারায় মামলা রুজু হয়। এই সব ধারাতেই বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। শনিবার রাতে শহরে পা রাখেন লিওনেল মেসি। তাঁর কর্মসূচি ছিল ঠাসা। যুবভারতীতে শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে দর্শকরা জমায়েত হন। আসেন অসম-ওড়িশা বা প্রতিবেশী রাজ্যের লোকজনও। তবে যুবভারতীতে মেসি ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। দর্শকদের অভিযোগ, মেসিকে ঘিরে ছিলেন ভিআইপিরা। তাঁদের সংখ্যা কমিয়ে ১০০ করা হলেও, গ্যালারি থেকে প্রায় ২০ মিনিট মেসিকে দেখা যায়নি। এই নিয়েই ক্ষোভ জমতে থাকে। একসময় বোতল ছোড়া শুরু হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে মেসি ও তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত মাঠ ছেড়ে চলে যান। এরপরই যুবভারতীজুড়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় শতদ্রু দত্তকে। এবার সেই মামলায় ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে গিয়ে তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

মেক্সিকোর ৫০ শতাংশ শুল্ক-চাপে পাল্টা প্রস্তুতি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বরঃ ভারতের উপরে মেক্সিকোর একতরফা শুল্ক সিদ্ধান্ত ঘিরে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন করে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেক্সিকো সরকার। আর এই সিদ্ধান্তের পর নয়া দিল্লি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বাণিজ্যের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ‘উপযুক্ত ব্যবস্থা’ নিতে পিছপা হবে না। শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের এক আধিকারিক এমনই বার্তা দিয়েছেন। ওই আধিকারিক বলেন, ‘‘ভারত গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টা চালাবে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ভারতীয় রফতানিকারকদের স্বার্থ রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকারও ভারতের আছে।’’ পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিলটি প্রাথমিকভাবে উত্থাপনের সময় থেকেই মেক্সিকোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত। ওই আধিকারিক জানান, ‘বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক সমাধান খুঁজতে মেক্সিকোর অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে কাজ করছে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রক।’’ এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল এবং মেক্সিকোর উপমন্ত্রী লুইস রোসেন্দোর মধ্যে

উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে। আগামিদিনে আরও বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত সরকার জানিয়েছে, আগাম কোনও আলোচনা ছাড়াই ‘একতরফাভাবে’ শুল্ক বাড়ানো সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একই সঙ্গে এটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পূর্বানুমানযোগ্যতা ও স্বচ্ছতার নীতিরও পরিপন্থি। জাতীয় শিল্প ও উৎপাদকদের সুরক্ষার নামে আরোপ করা এই শুল্ক ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। ওই আধিকারিক আরও বলেন, ‘‘ভারত মেক্সিকোর সঙ্গে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয় এবং উভয় দেশের ব্যবসা ও ভোক্তাদের স্বার্থে একটি স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে যৌথভাবে কাজ করতে প্রস্তুত।’’ মেক্সিকোর দৈনিক পত্রিকা এল ইউনিভার্সাল-এর তথ্য অনুযায়ী, নতুন শুল্কের আওতায় যেসব পণ্য পড়ছে তারমধ্যে রয়েছে- অটো পার্টস, হালকা যানবাহন, পোশাক, প্লাস্টিক, স্টিল, গৃহস্থালি সামগ্রী, খেলনা, বস্ত্র, আসবাব, জুতো, চামড়াজাত পণ্য, কাগজ ও কার্ডবোর্ড, মোটরসাইকেল, অ্যালুমিনিয়াম, ট্রেইলার, কাচ, সাবান, সুগন্ধি ও প্রসাধনী। যেসব দেশের সঙ্গে মেক্সিকোর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নেই, সেসব দেশ এই শুল্কের মুখে পড়বে। এরমধ্যে ভারত ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াও রয়েছে। এদিকে, ভারত ও মেক্সিকোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরুর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের চুক্তি হলে ভবিষ্যতে ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে এ ধরনের শুল্ক-ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

‘মেসিকে এনে ১০০ কোটির ব্যবসা, নেপথ্যে বড় মাথা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ মেসিকে ভারতে নিয়ে এসে নাকি ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এমনই অভিযোগ করলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এই আবহে অর্জুনের দাবি, মাঠে দর্শকদের জলের বোতল ১৫০-২০০ টাকা করে কিনতে হয়েছিল বলে মনে অসন্তোষ জন্মেছিল। আর এছাড়া মেসিকে ‘চুরি করাতেও’ আপত্তি ছিল সমর্থকদের। এই সবের মাঝে ইডি তদন্তের দাবি তুললেন অর্জুন। অর্জুন সিং বলেন, ‘‘স্টেডিয়ামটা হয়ত পাঁচ টাকা, এক টাকা দিয়ে প্রতীকীভাবে বুক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি একটা জায়গা রয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের আপত্তি ছিল, ১০ টাকার জলের বোতল বিক্রি হয়েছে ১৫০-২০০ টাকায়। মেসিকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, তাতে আপত্তি রয়েছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। সাধারণ মানুষ বলছে, যাঁদেরকে দেখা গিয়েছে মাঠে, তাঁদের দেখতে ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খাওয়া হয়েছে। তার জন্য দ্রুত ইডি তদন্তের প্রয়োজন। কী চুক্তি হয়েছিল, কী চুক্তি হয়েছিল, কত লাভ-লোকসান হল, তা বলতে হবে।’’ উল্লেখ্য, ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির ট্যুর ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মেসি প্রায় ২০ মিনিট মাঠে ছিলেন। সেই সময় তাঁকে ঘিরে ছিলেন প্রায় ৮০ জনের মতো মানুষ। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও

পুলিশের বড় বলয় ছিল সেখানে। এবং এই সবের জেরে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা সাধারণ মানুষ মেসিকে দেখতে পাননি। সেই সময় আয়োজক শতদ্রু দত্তকে সবাইকে মেসির পাশ থেকে সরে যেতেও বলা হয়। তবে কেউ কথা শোনেনি। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মেসিকে জড়িয়ে ধরে ছবি তোলাতে ব্যস্ত ছিলেন। এবং বাকিরাও মেসির পাশেপাশেই ঘুরঘুর করছিলেন। এতে একটা সময় ধৈর্য হারিয়ে দর্শকরা ‘বু’ করতে শুরু করেন। যে মাঠে বোতল নিয়ে ঢোকার অনুমতি ছিল না, সেখানেই ২০ টাকার বোতল ১৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়। সেই বোতলই উড়ে যায় মাঠে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেসিকে টানেল দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় মাঠ থেকে। তারপর রেলিংয়ের গেটে তালা ভেঙে জনতা ঢুকে পড়ে মাঠে। গ্যালারি থেকে বাকেট সিট ভেঙে তা মাঠে ফেলা হয়। ছেঁড়া হয় ফ্লেক্স। এমনকী ভিআইপিদের জন্য মাঠের পাশে রাখা চেয়ারে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয় দর্শকদের। পুলিশ লাঠিচার্জ করে দর্শকদের মাঠ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। এরই মাঝে অনেক দর্শক বারপোস্টের জাল কেটে ‘স্মৃতিচিহ্ন’ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারপর দেখা যায় কেউ চেয়ার নিয়ে যাচ্ছেন তো কেউ কার্পেট কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় সল্টলেক স্টেডিয়ামের দিকেই যাচ্ছিলেন। তবে মেসি মাঠ ছাড়ার পর তিনি আর স্টেডিয়ামে যাননি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি মেসির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এই গোটা চিত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে মুখ পুড়েছে বাংলার।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই শুরু নতুন ভোটারের নাম তোলার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ ইনিউমারেশন পর্ব শেষ হওয়ার পর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই শুরু হবে ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার পর্ব। কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ৩ লক্ষ ২২ হাজার ২১২টি ফর্ম জমা হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এই ফর্মগুলি যাচাই করে তালিকায় নাম তোলার কাজ শুরু হবে। সেই সঙ্গে ওই দিন থেকেই শুরু হবে নতুন নাম তোলার কাজ। অর্থাৎ ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে নাম তোলার আবেদন করা যাবে। এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গে ভোটার তালিকা ‘ফ্রিজ’ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ঘোষণা করা হচ্ছিল, এসআইআর চলাকালীনই ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করা যাবে এবং খসড়া তালিকাতেই প্রকাশিত হবে সেসব নাম। পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে কমিশন। ফলে যে সমস্ত ভোটার ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে নাম তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, সেই ফর্মগুলি প্রক্রিয়াকরণের কাজ স্থগিত রাখে কমিশন। জানা যাচ্ছে, মোট ৩ লক্ষ ২২ হাজার ২১২টি ফর্ম ৬ জমা রয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই এই ফর্মগুলি যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। এছাড়াও খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন থেকেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ৬ নম্বর ফরম পূরণ করে আবেদন জানানো যাবে। কমিশন সূত্রে খবর, অফলাইন এবং অনলাইন উভয় পদ্ধতিতেই নতুন

নাম তোলার জন্য আবেদন করা যাবে। কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করতে হবে। অফলাইনে ফর্ম পূরণ করার পর বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) মারফত তা জমা দেওয়া যাবে কি না, সেই ব্যাপারে এখনও কিছু জানায়নি কমিশন। তবে নতুন ভোটাররা বিডিও অফিস, এসডিও অফিস এবং জেলাশাসকের কার্যালয়ে পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে পারবেন বলে জানা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসে যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে, সেই তালিকায় আবেদনকারী নতুন ভোটারদের নাম থাকবে। এদিকে, ইতিমধ্যে জমা পড়া ফর্মের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই জেলায় নাম তোলার জন্য মোট ৪৭,৮১০ টি ফর্ম জমা পড়েছে এখনও পর্যন্ত। এরপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। এখানে ৪৪,৩১৫টি ৬ নম্বর ফর্ম জমা পড়েছে। এছাড়াও সীমান্তবর্তী জেলা মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়াতে প্রচুর সংখ্যক এই ফর্ম জমা পড়েছে। ন্যদিকে, ইনিউমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ হওয়ার পর এখনও সেগুলি খতিয়ে দেখার কাজ চলছে বলে খবর। পাশাপাশি চলছে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি। শনিবার রাজ্য এবং কেন্দ্রের ২২টি এজেন্সির সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ভোটের আগে মূলত নজরদারির কাজ করবে এই এজেন্সিগুলি। কীভাবে সেই কাজ হবে, তার প্রস্তুতি বৈঠকই ছিল এদিন।

শীতের মরশুমেও লাগামছাড়া সবজির দাম, বাজারে ঢুকতেই কপালে ভাঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ শীতের শুরুতে সবজির বাজারে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, তা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সবজি কেনা ক্রেতাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে যেখানে বেগুনের দাম ছিল প্রতি কেজি ৮০ টাকা, সেই একই বেগুন এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৬০ টাকায়। এতে দেখা যাচ্ছে যে, দাম কখনও বৃদ্ধি পায় আবার কমে আসে, কিন্তু স্বাভাবিক খরচের উপর চাপ কমেনি। শীতকালীন অন্যান্য সবজির দামের তুলনায় এই অস্থিরতা আরও বেশি চোখে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, ৪০ টাকার কুমড়ো এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়, ৪০ টাকার পেঁপে ৩০ টাকায়, এবং ৮০ টাকার গাজর বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকায়। যদিও এখানে কিছুটা দাম কমেছে, কিন্তু ক্রেতাদের মানসিক চাপ কমেনি। বিশেষত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য প্রতিদিনের বাজারের এই ওঠানামা বড় অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। তবে শীতকালীন অন্যান্য সবজির দাম তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল আছে। প্রতি কেজি ফুলকপি এখনও বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়। বাঁধাকপি ৪০ টাকা, করলা ১০০ টাকা, শসা ৮০ টাকা, শিম ৬০ টাকা এবং কাঁচা মরিচ ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ, কিছু সবজি এখনও ক্রেতাদের জন্য সাশ্রয়ী, তবে বাজারে কিছু জনপ্রিয় সবজির দাম বৃদ্ধিই স্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে শাক-সবজির দাম বাড়ার পিছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। শীতের মরশুমে চাহিদা বেড়ে যায়, তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় সরবরাহ সীমিত থাকে, এবং পরিবহণ খরচও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, কিছু সবজির মৌসুম সীমিত হওয়ায় উৎপাদন কমে যায়, যা সরাসরি বাজারে দাম বাড়ায়। এদিকে, ক্রেতাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশ বাজারে প্রভাবিত হয়, কারণ তারা প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে হয়।

বিজেপিতে বড় রদবদল

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বরঃ বিহার ভোটের পর বিজেপির কেন্দ্রীয় সংগঠনে বড় রকমের রদবদল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। হলও তাই। দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হল বিহারের মন্ত্রী নীতিন নবীনকে। রবিবারই দলীয় সংসদীয় বোর্ডের অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সিডনির বিচে নৃশংস হামলা, এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত কমপক্ষে ১০, আহত ১১

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ১৪ ডিসেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি বিচে ইহুদিদের উৎসব চলাকালীন নৃশংস হামলা। দুই বন্দুকধারীর এলোপাথাড়ি গুলিতে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অন্তত ৫০ রাউন্ড গুলি চলেছে। পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক বন্দুকবাজের মৃত্যু হয়েছে। অন্য বন্দুকবাজের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ-সহ ১১ জন আহত হয়েছেন। বন্ডি বিচে হামলার ঘটনার নিঃদা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। বন্ডির ঘটনাকে ‘মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘‘পুলিশ ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ঘটনাস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।’’ হামলায় আহত ও নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানান তিনি। নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের সঙ্গে তাঁরা কাজ করছেন জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি আশপাশের সবাইকে এনএসডব্লু পুলিশের তথ্য অনুসরণের জন্য অনুরোধ করছি।’’ বন্ডি বিচে আটদিন ব্যাপী ইহুদি উৎসব হানুক্কা শুরু হয়েছে এদিন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইহুদি এই উৎসবে সূচনা উপলক্ষে শত শত মানুষ সমুদ্র সৈকতে জড়ো হয়েছিলেন। তখনই কালো পোশাক পরা দুই বন্দুকধারী এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। মুহূর্তে উৎসবের আনন্দ বদলে যায় আতঙ্কে। হামলার একটি ভিডিয়োও সামনে এসেছে। এদিন ভারতীয় সময় দুপুর ২টা ১৭ মিনিটে (অস্ট্রেলিয়ায় সন্ধে ৭টা ৪৭ মিনিট) নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে হামলার ঘটনার কথা জানায়। সেখানে বলা হয়, ২ জন বন্দুকবাজ বন্ডি বিচে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশ। নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ১০ জনের মধ্যে হামলাকারী এক বন্দুকবাজ রয়েছে। কেন এই হামলা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই হামলার সঙ্গে জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এক হাজার কোটি টাকার সাইবার ক্রাইম চক্র! বড় সফলতা পেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ সাইবার ক্রাইমের একটি বড়সড় চক্রের পর্দাফাঁস করল সিবিআই। এই মামলায় চারজন চিনা নাগরিকসহ মোট ১৭ জন ব্যক্তি এবং ৫৮টি সংস্থার নাম রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রটি শেল কোম্পানি ও ডিজিটাল প্রতারণার জালের মাধ্যমে ১,০০০ কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছে। গত বছরের অক্টোবরে এই প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস হওয়ার পর সিবিআই তদন্ত চালিয়ে জানতে পারে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট। এই চক্রটি জটিল ডিজিটাল ও আর্থিক পরিকাঠামো ব্যবহার করে একাধিক ধরনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালাত। এর মধ্যে ছিল বিভ্রান্তিকর অনলাইন লোন অ্যাপ, ভুয়ো বিনিয়োগ প্রকল্প, পঞ্জি ও মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিম, জাল পার্ট-টাইম চাকরির প্রস্তাব এবং প্রতারণামূলক অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম। সিবিআই-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চক্রটি ১১১টি শেল কোম্পানির মাধ্যমে বেআইনি অর্থের লেনদেন করত। প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘোরানো হয়েছে। তদন্তে দেখা যায়, একটি মাত্র অ্যাকাউন্টে অল্প সময়ের মধ্যেই ১৫২ কোটিরও বেশি টাকা জমা পড়েছিল। সিবিআই জানিয়েছে, এই শেল কোম্পানিগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল ভুয়ো পরিচালক, জাল বা বিভ্রান্তিকর নথি, ভুয়ো ঠিকানা এবং মিথ্যা ব্যবসার কাজ করার জন্য। এক সিবিআই মুখপাত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, এই শেল

সংস্থাগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়েতে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যবহার করা হত। এরফলে দ্রুত অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, এই প্রতারণা চক্রের সূত্রপাত ২০২০ সালে, যখন দেশ কোভিড-১৯ মহামারির ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সিবিআই-এর দাবি, চারজন চিনা নাগরিক-ঝৌ ই, হুয়ান লিউ, ওয়েইজিয়ান লিউ এবং গুয়ানহুয়া ওয়াং-এই শেল কোম্পানিগুলি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের ভারতীয় সহযোগীরা নিরীহ মানুষের কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করত। এগুলিকে ব্যবহার করে শেল কোম্পানি ও মিউল অ্যাকাউন্ট খোলা হত। তদন্তে এমন ডিজিটাল যোগাযোগ ও অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ মিলেছে, যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে চিনে বসেই এই প্রতারণা চক্রের মূল মাথারা পুরো নেটওয়ার্কটি পরিচালনা করছিল। সিবিআই জানিয়েছে, দুটি ভারতীয় অভিযুক্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত একটি ইউপিআই আইডি ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিদেশ থেকে সক্রিয় ছিল। এটি প্রমাণ করে যে ভারতীয় সীমার বাইরে থেকেই রিয়েল-টাইমে এই প্রতারণা ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ চালানো হচ্ছিল। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, এই চক্রটি গুগল বিজ্ঞাপন, বাল্ক এসএমএস ক্যাম্পেন, সিম-বক্স ভিত্তিক মেসেজিং সিস্টেম, ক্লাউড, ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম এবং একাধিক মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করত। প্রতিটি ধাপেই ভুক্তভোগীকে লোভ দেখানো থেকে শুরু করে অর্থ সংগ্রহ ও স্থানান্তর করা হত। গোটা বিষয়টি এমনভাবে সাজানো ছিল যাতে প্রকৃত মাথাদের পরিচয় গোপন থাকে এবং প্রশাসনের চোখ এড়ানো যায়। এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথমে এটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ বলে মনে হলেও সিবিআই একই ধরনের অ্যাপ, অর্থ লেনদেনের প্যাটার্ন, পেমেন্ট গেটওয়ে ও ডিজিটাল প্রমাণ খুঁজে পায়। অক্টোবরে তিনজনকে গ্রেফতারের পর কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানার ২৭টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল ডিজিটাল ডিভাইস, নথি ও আর্থিক রেকর্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়। এরপরই নিজের জাল গোটাতে শুরু করে সিবিআই।

সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার তিন দেশ সফর শুরু করবেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জর্ডনে গিয়ে রাজা আবদুল্লা বিন আল হুসেনের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করবেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্কের এটি ৭৫ তম বর্ষ। এরপর ১৬ তারিখ তিনি ইথিওপিয়া যাবেন। এটি হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেদেশে প্রথম সফর। দক্ষিণী বিশ্বের অংশীদার হিসেবে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। সফরের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী ওমানে যাবেন। সফরকালে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে। এটি প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ওমান সফর।

মল্লিক ফটকে ভস্মীভূত দোকান, বহু টাকার ক্ষয়ক্ষতির দাবি মালিকের

হাওড়া, ১৪ ডিসেম্বর ঃ গত শনিবার গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হাওড়ার মল্লিক ফটকের একটি ব্লাউজের দোকান। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি দোকান মালিকের। কোনওমতে রক্ষা পেয়েছে দোকানের উপরে থাকা বাড়ি। কী করে আগুন তা খতিয়ে দেখছে দমকল। আগুন আরও ছড়িয়ে পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হাওড়ার জিটি রোডে মল্লিক ফটকে একটি ব্লাউজের দোকান থেকে ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন দোকানের উপরের তিনতলা বাড়িতে থাকা মালিক কার্তিক কুণ্ডুকে। তিনি নিচে নেমে এসে দেখেন দোকানে আগুন জ্বলছে। প্রাথমিকভাবে তিনি আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানটি। তীব্রতা এতটাই ছিল যে, পাশের একটি একটি পানের দোকান ও শাড়ির দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই দু'টি দোকানও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পায় ব্লাউজের দোকানের উপর তিনতলা বাড়িটি। হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

তদন্ত কমিটি কারণ খুঁজে বের করবে, বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সৌগত

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ তদন্ত কমিটি কারণ খুঁজে বের করবে, লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে বললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ তাঁর। কলকাতায় আর্জেন্টিনার ফুটবলার লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় রবিবার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করেছেন। কমিটি যে কোনও কিছু খুঁজে বের করবে। তাই এই বিষয়ে মন্তব্য করা আমাদের কাজ নয়। একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানে রাজনীতি আনার জন্য আমি বিজেপির নিন্দা জানাই।উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফরের সময়ে শনিবার চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ব্যাপক ভাঙচুর ঘটেছিল। ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। রবিবারই এই ঘটনায় অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। রবিবার তাঁকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দিন তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভোট চুরি থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যু-কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণে সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেসকে নিশানা করে ফের আক্রমণাত্মক সুরে মুখ খুললেন বিজেপির সাংসদ ও জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। রবিবার রাজধানীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ভোট চুরি, এসআইআর, সংসদীয় আচরণ এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে কংগ্রেসের দ্বিচারিতা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আন্দোলনের অভিযোগ।সম্বিত পাত্র বলেন, ভোট চুরির অভিযোগ তুলে রামলীলা ময়দানে কংগ্রেস যে সমাবেশ করছে, তা স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টা। তাঁর দাবি, কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোক এনে এই সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। অথচ একই বিষয় ইতিমধ্যেই সংসদে আলোচিত হয়েছে। সংসদে এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনার জন্য কংগ্রেস নিজেই আবেদন জমা দিয়েছিল এবং সেই আলোচনায় সব দলের সদস্যরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবুও কংগ্রেস আবার রাজপথে নেমে একই অভিযোগ তুলছে, যা তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।বিজেপি মুখপাত্রের বক্তব্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষের সুর ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেন, সংসদের ভেতরে এক ধরনের বক্তব্য আর বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলা কংগ্রেসের পুরনো অভ্যাস। সংসদে আলোচনার সময় এক নেতা খাদি ও আদর্শের কথা বললেও বাস্তবে সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের আসল চেহারা প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি করেন সম্বিত। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস একটি কাল্পনিক গল্প তৈরি করার চেষ্টা করেছে, অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একের পর এক পয়েন্ট ধরে তার জবাব দিয়েছেন।সম্বিত পাত্র আরও বলেন, কংগ্রেস দল সংসদে সমস্ত বিষয় মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। কিন্তু আলোচনার পরেও তারা বাইরে গিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কংগ্রেস যখন তেলেঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ বা কর্ণাটকে ক্ষমতায় আসে, তখন কোথাও ভোট চুরির অভিযোগ শোনা যায় না। কিন্তু যেখানে বিজেপি জয়ী হয়, সেখানেই ভোট চুরির অভিযোগ সামনে আনা হয়। এই দ্বৈত মানসিকতা কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়েও সরব হন বিজেপি মুখপাত্র। তিনি বলেন, সংসদে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ তোলেন, তখন কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে অচলাবস্থা তৈরি করে এবং ওয়াকআউট করে। সম্বিতের অভিযোগ, এই আচরণ স্পষ্ট করে দেয় যে কংগ্রেস কার্যত অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। তাঁর মতে, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে যে সমাবেশ ডাকা হয়েছে, তার আসল উদ্দেশ্য গণতন্ত্র রক্ষা নয়, বরং অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা।সব মিলিয়ে সম্বিত পাত্রের বক্তব্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশল, সংসদীয় ভূমিকা এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন উঠে এসেছে। বিজেপির তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, ভোট চুরি বা গণতন্ত্রের কথা বলে রাজপথে আন্দোলন করলেও কংগ্রেসের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এই দ্বিচারিতাই তাদের রাজনীতির মূল সমস্যা বলে দাবি করেছে বিজেপি।

প্রত্যন্ত সীমান্ত গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া, মিলামে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে চালু কমিউনিটি হল ও পলিহাউস

ধারচুলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার পথে আরও এক ধাপ এগোল উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার মুন্সিয়ারির ব্লকের প্রত্যন্ত মিলাম গ্রাম। সীমান্তবর্তী এই দুর্গম পাহাড়ি গ্রামে সেনাবাহিনীর কুমায়ুন স্কাউটস ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে শনিবার গ্রামবাসীদের জন্য উৎসর্গ করা হল একটি নবনির্মিত কমিউনিটি হল এবং একটি পলিহাউস। সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপকে এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, মিলাম গ্রামে তৈরি হওয়া কমিউনিটি হলটি গ্রামবাসীদের নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সীমিত, সেখানে এই কমিউনিটি হল গ্রামের মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে বিভিন্ন সভা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে এই হলটি সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।এই কমিউনিটি হলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংযোজন। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যু সরবরাহ প্রায়ই অনিশ্চিত থাকে। সেই পরিস্থিতিতে সৌরশক্তিনির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে। সেনা কর্তৃপক্ষের মতে, এই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা শুধু পরিবেশ বান্ধবই নয়, দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।একই সঙ্গে গ্রামে চালু করা হয়েছে একটি পলিহাউস, যা কৃষি ও স্বনির্ভরতার পথে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। এই পলিহাউসের মাধ্যমে সারা বছর সবজি উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হবে, যা গ্রামবাসীদের আয়ের নতুন উস হিসেবে কাজ করতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে চাষাবাদের সুযোগ সীমিত, সেখানে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির এই প্রয়োগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য শুধু পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়, বরং স্থানীয় মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে।স্থানীয় গ্রামবাসীরাও সেনাবাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, কমিউনিটি হল ও পলিহাউসের মতো পরিকাঠামো মিলাম গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দুর্গম সীমান্ত গ্রামের মানুষজন উন্নয়নের মূলস্রোতে আরও সহজে যুক্ত হতে পারবেন।সেনা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও গ্রামীণ উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। মিলাম গ্রামের এই উদ্যোগ সেই বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণেরই একটি অংশ, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উন্নয়ন ও নিরাপত্তার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলছে।

বিষাক্ত বাতাসে ঢেকে দিল্লি, একিউআই ৫০০ ছুঁইছুঁই পৌঁছে চরম বিপজ্জনক স্তরে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃমারাত্মক বায়ুদূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। রবিবার সকালে আগের দিনের তুলনায় দূষণের মাত্রা আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। দিল্লির আকাশজুড়ে ছিল ধোঁয়া ও বিষাক্ত ধুলোর ঘন চাদর, যার ফলে স্বাভাবিক দৃশ্যমানতাও অনেক জায়গায় কমে আসে। রাজধানীর একাধিক এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৪০০-এর গণ্ডি পেরিয়ে যায়, যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে চরম বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে।সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে দিল্লির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একিউআই ৪৮০ থেকে প্রায় ৫০০-র কাছাকাছি পৌঁছে যায়। গাজীপুর এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক রেকর্ড করা হয়েছে ৪৯৭, যা কার্যত ' স্তরের সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি। একইভাবে কনৌট প্লেস এলাকায় একিউআই ছিল ৪৮৩ এবং ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও দূষণের মাত্রা ৪৮৩-এ পৌঁছায়। কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকা, আইটিও-সহ রাজধানীর কেন্দ্রীয় ও পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়ে।রবিবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে শ্বাস নেওয়াই হয়ে উঠেছিল কষ্টকর। বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও বিষাক্ত গ্যাসের আধিক্যের কারণে চোখে জ্বালা, গলা শুকিয়ে যাওয়া এবং শ্বাসকষ্টের অভিযোগ বা।তে থাকে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভোগা মানুষদের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাত্রার দূষণ দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব প।তে পারে। বায়ুদূষণের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে কড়া পদক্ষেপের পথে হেঁটেছে প্রশাসন। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হওয়ায় কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় গ্র্যাপ বা গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের চতুর্থ স্তর কার্যকর করেছে। গ্র্যাপের এই সর্বোচ্চ স্তর কার্যকর হওয়ার অর্থ হল দূষণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হবে।এই পর্যায়ে নির্মাণকাজ, ভাঙাচোরা সংক্রান্ত কাজ এবং ধুলা উপন্নকারী একাধিক কার্যকলাপে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। পাশাপাশি, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, ডিজেলচালিত ভারী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং শিল্পক্ষেত্রে নির্গমন কমানোর নির্দেশ কার্যকর করা হয়। প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকেও অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং দূষণজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি এ।াতে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালীন আবহাওয়া, বাতাসের গতি কমে যাওয়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ। পোড়ানোর প্রভাব মিলিয়ে দিল্লির বায়ুদূষণ পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণকাজ থেকে নির্গত ধুলা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে। আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত এই দূষণ থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন তাঁরা।সব মিলিয়ে, রবিবার দিল্লির বায়ুদূষণ পরিস্থিতি ফের একবার রাজধানীর পরিবেশগত সঙ্কটকে সামনে এনে দিয়েছে। একিউআই ৫০০ ছুঁইছুঁই পৌঁছনো মানে শুধু পরিসংখ্যানগত বিপদ নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি আঘাত। প্রশাসনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা ছাড়া যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল রাজধানীর বিষাক্ত বাতাসে।

আপনারা কাঁদতে থাকুন, কিন্তু ভোট পাবেন না, বিরোধীদের কটাক্ষ রবিশঙ্করের

পাটনা, ১৪ ডিসেম্বর ঃআপনারা কাঁদতে থাকুন, কিন্তু ভোট পাবেন না, বিরোধীদের কটাক্ষ করে বললেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবিশঙ্কর বলেন, রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস, আরজেডি ভোট পায় না, কারণ জনগণ নীতীশ কুমার, নরেন্দ্র মোদীর কাজ দেখেছে এবং তারা ভারতের উন্নয়ন দেখেছে। আপনারা কাঁদতে থাকুন, কিন্তু ভোট পাবেন না। দিল্লির রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের সমাবেশে ভোট চুরি স্লোগানের বিষয়ে তিনি বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আমরা এর তীব্র নিন্দাা জানাই। এটা খুবই ভুল এবং দুর্ভাগ্যজনক।

কাশ্মীর উপত্যকায় শীতের দাপট অব্যাহত, সামান্য বাড়লেও তাপমাত্রা রয়ে গেল হিমেল

শ্রীনগর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ তীব্র শীতের দাপটে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এসেও উপত্যকার সর্বত্র শীতের প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে। শ্রীনগর, পহেলগাম থেকে শুরু করে গুলমার্গ-প্রায় সব জায়গাতেই রবিবার কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। যদিও এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগের দিনের তুলনায় সামান্য বে।ছে এবং উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের উপরে উঠেছে, তবুও শীতের কাম। থেকে রেহাই মেলেনি।আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীনগর শহরে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। একইভাবে পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপত্যকার অন্যান্য এলাকাতেও রাতের দিকে তাপমাত্রা কম থাকায় শীতের অনুভূতি ছিল তীব্র।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সকালের দিকে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে কুয়াশার ঘনঘটা বাড়তে পারে, যার ফলে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।আবহাওয়াবিদদের মতে, ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও ব। পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অর্থা সামান্য ওঠানামা হলেও সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর উপত্যকায় শীতের দাপট বজায় থাকবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও প্রভাব পড়ছে। সকাল ও রাতের ঠান্ডা এ।াতে মানুষ গরম পোশাক ও হিটার ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও শীতের আবহে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।সব মিলিয়ে, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের উপরে উঠলেও কাশ্মীর উপত্যকার শীত এখনও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন উপত্যকাবাসীকে এই শীতের সঙ্গেই দিন কাটাতে হবে।

ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই স্বচ্ছ জ্বালানি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবসে নতুন দিল্লিতে জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ পুরস্কার ২০২৫ এবং শক্তি সংরক্ষণ বিষয়ক জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর বিজয়ীদের সংবর্ধনা করেছেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লালও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।রাষ্ট্রপতি সকল নাগরিককে ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত, পরিষ্কার এবং সমৃদ্ধ বসুন্ধরা নিশ্চিত করে শক্তি সংরক্ষণকে জীবনের একটি উপায় হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি পৃথিবীর সুস্থায়ী ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য শিশু এবং যুবকদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, শক্তি সাশ্রয় মানে কেবল কম ব্যবহার করা নয়, বরং বুদ্ধিমানের সঙ্গে দায়িত্বের সঙ্গে ও দক্ষতার সঙ্গে শক্তি ব্যবহার করা। তিনি বলেন, ভারত সরকার জ্বালানি সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছ জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই স্বচ্ছ জ্বালানি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। জ্বালানি দক্ষতা এবং কার্বনমুক্তকরণের লক্ষ্যে এটি আমাদের একটি বড় অর্জন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের জ্বালানি পরিবর্তনের সাফল্যের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্র এবং নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা অর্জনের জন্য আচরণগত পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিরুঅনন্তপুরমের পুরনিগমে জয়ী এনডিএ, উচ্ছ্বসিত মোহন যাদব

তিরুঅনন্তপুরম, ১৪ ডিসেম্বর ঃ কেরলের তিরুঅনন্তপুরমের পুর নিগমে জয়ী হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। বামেদের গড়ে বিজেপির এই জয়লাভে উচ্ছ্বসিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রবিবার আত্মবিশ্বাসী মোহন যাদব দাবি করেছেন, কেরলে তাঁর দল আরও বেশি সাফল্য অর্জন করবে। এ দিন তিনি বলেন, তিরুঅনন্তপুরমপুর নিগম নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম দল হয়ে উঠেছে।এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, কেরলে বিজেপির জয় হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ওপর জনসাধারণের আস্থা এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাংগঠনিক দক্ষতার ফল। তিরুবনন্তপুরমের পুর নিগমের নির্বাচনে এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয়ের জন্য নাগরিকদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। যেসব কার্যকর্তার নিষ্ঠা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টায় কেরলে এই জয় হয়েছে ও অগ্রগতির নতুন অধ্যায় স্থাপন হলো, তাঁদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

যুবভারতীতে তদন্ত কমিটি, ময়ূখ ভবনে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে শনিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মাথায় রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়। এ ছাড়া, মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ কমিটিতে রয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে তাঁরা তৎপর। ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করতে সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছেন যুবভারতীতে।সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার সকাল সকাল পৌঁছে যান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীও। ঘটনাস্থল সরেজমিনে ঘুরে দেখছেন তাঁরা। মেসি সফরের প্রধান উদ্যোক্তা ধৃত শতদ্রু দত্তকে রবিবারই বিধাননগর মহকুমা আদালতে হাজির করিয়েছে বিধাননগর পুলিশ। তাই সল্টলেকের ময়ূখ ভবনের সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

কংগ্রেস নিজেদের কাজের জন্যই হেরে যাচ্ছে, কটাক্ষ শাহনওয়াজের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃকংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। রবিবার শাহনওয়াজ বলেন, কংগ্রেস দল নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে হেরে যাচ্ছে, এবং তারা এটা ভালো করেই জানে। তারা ইভিএম, এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনের উপর দোষ চাপাতে চায়।শাহনওয়াজ আরও বলেন, কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই প্রশ্ন তুলছেন এবং তাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হওয়া রোধ করার জন্য, তারা এই সমাবেশ করছে। সমাবেশের জন্য ভিড় জমালেও কিছুই হবে না। কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত, এই দিল্লির মানুষ তদের শূন্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং বিহারের মানুষ তদের মাত্র ছয়টি আসন দিয়েছে।

বন্ডাই সৈকতে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের উৎসব হনুক্কার প্রথম দিন উদযাপনকারী লোকজনকে লক্ষ্য করে চালানো ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে, আমি যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন এমন পরিবারের প্রতি

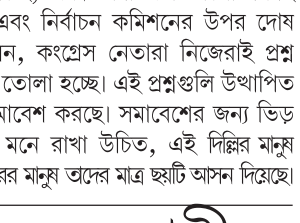

Narendra Modi
@narendramodi

Strongly condemn the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones. We stand in solidarity with the people of Australia in this hour of grief. India has zero tolerance towards terrorism and supports the fight against all forms and manifestations of terrorism.

আন্তরিক সমবেদনা জানাই। এই শোকের মুহূর্তে আমরা অস্ট্রেলিয়ার জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। সন্ত্রাসবাদের প্রতি ভারতের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ এবং প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে।

টি-২০ তে ডাবল সেঞ্চুরি, ডাচ অধিনায়কের এক ইনিংসে ২৩ ছক্কা ও ১৪ চার!

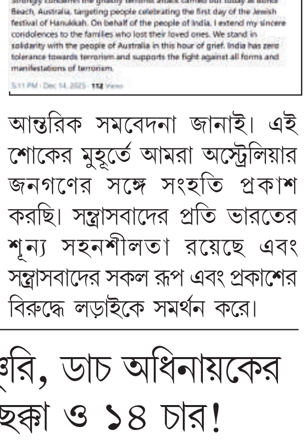

ভিক্টোরিয়া, ১৪ ডিসেম্বর ঃ টি-২০ তে এক অসাধারণ নজির গড়লেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডস। তিনি টি-২০ তে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন। অস্ট্রেলিয়ার একটি টি-২০ টুর্নামেন্টে মাত্র ৮১ বলে ২২৯ রানের ইনিংস খেলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন অ্যাডওয়ার্ডস। তবে স্বীকৃত টি-২০ না হওয়ায় স্কট অ্যাডওয়ার্ডসের অবিশ্বাস্য ইনিংসটি রেকর্ড বুকে জায়গা পাচ্ছে না।অস্ট্রেলিয়ার ডিভিশন ওয়ান ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে ভিক্টোরিয়ার আলটোনা স্পোর্টস ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ঝড় তুলেছিলেন নেদারল্যান্ডসের অধিনায়ক অ্যাডওয়ার্ডস। উইলিয়ামস ল্যান্ডিং এসসির বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে ২৩ ছক্কা ও ১৪ চারে খেলেছেন এমন বিধ্বংসী ইনিংস। ডাবল সেঞ্চুরি ছাড়ানো ইনিংসটার স্ট্রাইকরেট ২৮২.৭১!

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি খুব ভাল দিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার সম্পর্কগুলো মধুর ও ভাল থাকবে, যা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোকে আনন্দদায়ক করে তুলবে। আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

বৃষঃ রাশি আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকারা কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবেন। এই সময়টি কিছুটা চাপের হতে পারে এবং আপনার পক্ষে আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশও আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনার জীবন ইতিবাচকতা এবং উৎসাহে ভরে উঠবে। এটি এমন একটি সময় যখন আপনি আপনার আবেগ প্রকাশ করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করবেন। আপনার চারপাশের মানুষ আপনার উষ্ণতা এবং শক্তি অনুভব করবে, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। এই সময়ে আপনার সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে ।

কন্যা ঃ কোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব ভাল দিন হতে চলেছে! এটি আপনার জীবনের সমস্ত ছোট ছোট বিষয়গুলিতে ভারসাম্য আনার সময়। কাজের সুযোগ আছে।

বৃশ্চিকঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে।

মকরঃআজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে। আপনার একজন পুরানো বন্ধু আপনাকে কীভাবে আজ ব্যবসায়িকভাবে আরও বেশি লাভ অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন হবে। এই সময়টি সামাজিকতা এবং একতার সময়। শুভ দিন হবে

মীনঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িযে. তুলতে পারে। আপনি অফিসে অতিরিক্ত সময়.ব্যয়.করলে আপনার গার্হস্থ্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রেমের জীবন আশা

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শীতের আমেজ বজায় রয়েছে। রবিবার মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। শীতের দাপট অনেকটাই বেশি রয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত উত্তুরে হাওয়ার গতি অবাধ। ফলে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাজ্যের সর্বত্র আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় সকালের দিকে কুয়াশা থাকতে পারে। তার ফলে দৃশ্যমানতাও সামান্য কমে আসতে পারে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় খুব বড় কোনও হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৪টা ১০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মনিটে হতে পারে।

রাজ্যপালের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্যপাল আমি একেবারে ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এখানে এসেছিলাম। আমি এলাকাটি দেখেছি। ভক্তদের কাছে মেসি হলেন মাসিয়া। তাঁর সফরটি অবিশ্বাস্যভাবে বিশৃঙ্খল হয়েছিল। সংস্থা, সরকার, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা;সবকিছুর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে। আমি গঠিত কমিটির সাথে দেখা করেছি, তারা বিস্তারিত তদন্ত করছে, এর পেছনে আরও অনেক কিছু আছে যা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এই ঘটনাটি কলকাতার মানুষের জন্য অবর্ণনীয় লজ্জা এনে দিয়েছে। একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর থাকা উচিত। আমি ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলার পর আমার প্রতিবেদন জমা দেব। যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে - ১। এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত। ২। আয়োজকদের গ্রেপ্তার। ৩। টিকিটের টাকা ফেরত। ৪। আয়োজকদের অ্যাকাউন্ট জব্দ। ৫। এসওপি প্রণয়ন। ৬। বীমা প্রকল্প। ইত্যাদি। এখানে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা রয়েছে। আমি ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেব। গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক। দর্শকদের সাধারণ অনুভূতি ছিল যে তাদের অনুভূতিগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, আর এটাই তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

গঙ্গাসাগর প্রস্তুতিতে রাজ্য সরকারের বৈঠকের সম্ভাবনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আগামীকাল বিকালে নবান্নে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পূর্ত, সেচ দমকল বিদ্যুৎ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব দের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি রেল, বি এস এন এল এর মত কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত সড়কপথে সরাসরি গঙ্গাসাগর পৌঁছানোর জন্য মুড়িগঙ্গার উপরে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের কাজ আগামী মাসেই শুরু হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন।

রাঁচি-পাটনা হাই ওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাঁচি-পাটনা হাইওয়েতে এন এইচ/৩৩-তে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্রেক ফেল করা একটি ট্রেলার অর্ধ ডজনেরও বেশি ছোট যানবাহনকে ধাক্কা দিয়েছে, এতে অর্ধ ডজন মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার মৃত্যু উপত্যকা নামে পরিচিত চুতুপালু উপত্যকায় আরেকটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এই সড়ক দুর্ঘটনায়, একটি ব্রেক ফেল করা ট্রেলার সামনে থেকে আসা অর্ধ ডজনেরও বেশি ছোট যানবাহনকে পিষে ফেলে। দুর্ঘটনার ফলে উপত্যকায় বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনায় ছোট যানবাহনগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলেও, অর্ধ ডজন মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। এই সড়ক দুর্ঘটনার পর মহাসড়ক সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং রাস্তার দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। ট্রেলারটি রাঁচি থেকে রামগড়ের দিকে আসছিল, ঠিক সেই সময় চুতুপালু উপত্যকায় হঠাৎ ব্রেক ফেল করে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

মেয়াদ শেষের পর ৭২ জন হাকিমপুর চেকপোস্টে ৪৫ জন বাংলাদেশি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর সীমান্তে লাগাতার অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের প্রবেশ করার পর হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ফেরার চেষ্টা করছেন। ১১ই ডিসেম্বর পাঁচটি রাজ্যে এস আই আর জারি হওয়া লাগু শেষ হয়েছে। ছবিটা একটুও বদলায়নি রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শিশু মহিলা পুরুষ সহ ৪৫ জন হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশ ফেরার অপেক্ষায়। আজকে সকাল থেকে ৪৬ জন চলতি মাছের শুক্রবার অর্থাৎ ১১ই ডিসেম্বর এসআইআর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সীমান্তে বাংলাদেশীদের ভিড়এসে দাঁড়ালো ৪৫জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার জন্য সীমান্ত এলাকায় এসে ভিড় জমিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই আত্মসমর্পণকারী বাংলাদেশীদের আদৌ কি তারা দেশে ফিরতে পারবে না আইনের বেড়াজালে আটকে যাবে এই নিয়ে আইনি জটিলতার দ্বন্দ্বে পড়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কোন আইনি প্রক্রিয়ায় বিএস এফ তাদেরকে বাংলাদেশে ফিরছে এ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছ।

দরজা বন্ধে বাধা দিলেই জরিমানা - কড়া ব্যবস্থার পথে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মেট্রোয় চড়ে যাত্রা করার সময় অনেকেই ভাবেন, কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে কিছু হবে না। কিন্তু বাস্তবে মেট্রো পরিষেবা সময়মতো সচল রাখতে প্রতিটি সেকেন্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর দরজা জোর করে বন্ধ হওয়া আটকানো, বা ব্যাগ ও শরীর দিয়ে দরজার মাঝে বাধা সৃষ্টি করলে আর কোনও রকম ছাড় দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনার পর মেট্রো প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। কলকাতা মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর রুটে চলাচলকারী একটি মেট্রোয় এক মহিলা যাত্রীর আচরণের কারণে কয়েক মিনিটের জন্য পরিষেবা ব্যাহত হয়। ওই মহিলা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে মেট্রোয় ওঠেন। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা এক সঙ্গী সময়মতো মেট্রোয় উঠতে না পারায় তিনি দরজা বন্ধে বাধা দেন। মেট্রোর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দরজা আটকে রাখেন বলে অভিযোগ। ফলে মেট্রোটি কয়েক মিনিটের জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেই থমকে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোটরম্যানকে কেবিন থেকে নেমে স্টেশনে আসতে হয়। তিনি নিজে হাতে দরজা বন্ধ করার পরেই মেট্রো ফের চলাচল শুরু করে। এই ঘটনার জেরে ওই মেট্রোটি পরবর্তী প্রতিটি স্টেশনে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে পৌঁছায়। এর প্রভাব পড়ে পুরো লাইনের পরিষেবায়। কিছুক্ষণের জন্য আংশিকভাবে ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সাধারণ যাত্রীরা, যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর পরিকল্পনা করে মেট্রোয় উঠেছিলেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ধরনের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়ছে। কেউ সঙ্গী উঠতে না পারলে দরজা আটকে রাখছেন, কেউ আবার পিঠের ব্যাগ বা অন্য সামগ্রী দরজার মাঝে রেখে দিচ্ছেন। এতে শুধু একটি মেট্রো নয়, পুরো লাইনের সময়সূচি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক ও সময়ানুবর্তী রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, এবার থেকে কেউ জোর করে মেট্রোর দরজা বন্ধে বাধা দিলে, তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে জরিমানাও করা হবে। এমনকি কারও ব্যাগের জন্য যদি দরজা ঠিকমতো বন্ধ না হয়, সেই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে দায়ী করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মেট্রো প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই স্টেশন ও কোচে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিয়মভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

হাওড়া জেলায় ট্রাফিক ডিউটিতে বডি ক্যামেরা, স্বচ্ছতায় বড় পদক্ষেপ পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা পুলিশের পথ অনুসরণ করে এবার হাওড়া জেলাতেও ট্রাফিক ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল পুলিশ প্রশাসন। ট্রাফিক ডিউটিতে থাকা পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে কনস্টেবল, এমনকি হোমগার্ডদেরও এবার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে বডি ক্যামেরা। হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে এই পাইলট প্রোজেক্টের সূচনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে হাওড়া ট্রাফিক গার্ড এলাকায় এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সময় পুলিশকর্মীদের ভূমিকা, কর্তব্য পালনের ধরন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের আচরণ;এই সমস্ত কিছুই এখন থেকে বডি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারিতে থাকবে। ডিউটির সময় ক্যামেরায় ধরা পড়া ফুটেজের ভিত্তিতেই অভিযোগ বা বিতর্কের ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই করা হবে। এর ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়বে বলেই মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া সিটি পুলিশের অধীনে থাকা আটটি ট্রাফিক গার্ডেই ধাপে ধাপে এই নিয়ম কার্যকর করা হবে। এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র সাব ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর বা ইনচার্জ পদমর্যাদার আধিকারিকরাই বডি ক্যামেরা ব্যবহার করতেন। তাও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ক্যামেরা চালু রাখা হতো। তবে নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ট্রাফিক ডিউটিতে কর্মরত প্রত্যেক পুলিশকর্মীর জন্যই বডি ক্যামেরা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, ডিউটি শুরু হওয়ার আগে পুলিশকর্মীকে নিজের ইউনিফর্মের সামনের অংশে বডি ক্যামেরা লাগিয়ে সেটি চালু করতে হবে। ডিউটির পুরো সময়জুড়ে ক্যামেরা অন রাখা বাধ্যতামূলক। ডিউটি শেষ হলে ক্যামেরা বন্ধ করে তা নির্দিষ্ট ট্রাফিক গার্ডে জমা দিতে হবে। ক্যামেরা জমা দেওয়ার সময় একটি রেজিস্টারে নাম, সময় এবং ক্যামেরা নম্বর নথিভুক্ত করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাওড়া সিটি ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকদের মতে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদিনের ট্রাফিক ডিউটির একটি স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য নথি তৈরি হবে। কোনও পুলিশকর্মী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কি না, তা সরাসরি ফুটেজ দেখে যাচাই করা যাবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ যদি মৌখিকভাবে কোনও অভিযোগ জানান, তবে তার সত্যতা যাচাই করাও অনেক সহজ হবে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে হাওড়া ট্রাফিক গার্ডে আপাতত মোট ১২৫টি বডি ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও প্রায় ৩০টি ক্যামেরা স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হচ্ছে, যাতে কোনও ক্যামেরা খারাপ হলে বা প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবহার করা যায়। ক্যামেরায় ধারণ করা ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য আলাদা করে পর্যাপ্ত ডিজিটাল স্টোরেজ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্তা জানিয়েছেন, ‘পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে হাওড়া ট্রাফিক গার্ডে মোট ১২৫টি বডি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও প্রায় ৩০টি ক্যামেরা স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রাখা হচ্ছে। ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে রাখার জন্য স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

ভাঙড়ে গড়ে উঠছে আধুনিক ফুড প্রসেসিং হাব, চাঙ্গা হবে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের আনাজ ও ফল উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ভাঙড়ে গড়ে উঠতে চলেছে আধুনিক মানের একটি ফুড প্রসেসিং হাব। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের নিউ বামনঘাটায় সরকারি জমির উপর নির্মিত হবে পাঁচতলা এই নতুন ভবন। আনুমানিক ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের রূপায়ণ করা হচ্ছে। পুরো উদ্যোগের তত্ত্বাবধানে থাকবে রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর, আর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেএমডিএ-কে। এই ফুড প্রসেসিং হাবে একই ছাদের তলায় একাধিক ছোট ও মাঝারি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে উঠবে। আধিকারিকদের মতে, এতে করে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের একটি সমন্বিত পরিকাঠামো তৈরি হবে। শুধু ভাঙড় নয়, সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিং, মিনাখা, হাড়োয়া, রাজারহাট-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার ফল ও সবজি চাষিরা সরাসরি উপকৃত হবেন। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘ভাঙড়ের নিউ বামনঘাটাতে সরকারি জমির উপরে এই ফুড প্রসেসিং হাব গড়ে উঠবে। একসময় জমিটি জবরদখল হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেটাকে দখলমুক্ত করেছি। একটি পুরোনো বিল্ডিং ছিল, সেটাকেও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানেই খুব শিগগির নতুন বিল্ডিং বানাবে কেএমডিএ।’ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে বহু বছর আগে ভাঙড়ের বামনঘাটায় হাদিয়া মৌজার একটি প্লটে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার বর্গফুটের দোতলা একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সময় কৃষি বিপণন ও উদ্যান পালন দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জমিটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের হাতে হস্তান্তর না হওয়ায় প্রকল্পটি কার্যকর হয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক কোন্দলের জেরে বিল্ডিংটি বছরের পর বছর অব্যবহৃত পড়েছিল। বাসন্তী রাজ্য সড়কের কাছেই প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই বিল্ডিং খালি পড়ে থাকায় সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছিল। চলতি বছরের ১১ জুন খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তার পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে ভাঙড় ২ ব্লকের বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়। এরপর প্রশাসনিক উদ্যোগে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয় এবং পুরোনো বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলা হয়। ওই জায়গাতেই নতুন পাঁচতলা ফুড প্রসেসিং হাব নির্মাণ করা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যেই নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ভাঙড়কে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের একটি নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এর ফলে চাষি থেকে ব্যবসায়ী;সব পক্ষই লাভবান হবেন বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

বাংলাদেশে বন্দী স্ত্রীকে ভারতে ফেরাতেই প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন এই স্বামী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ বাংলাদেশে বন্দী স্ত্রীকে ভারতে ফেরাতেই প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন এই স্বামী। ভারতীয় বৈধ পরিচয় পত্র নিয়ে বাংলাদেশে গেলেও, প্রতিবেশী দেশে গিয়েই পড়েন চরম সমস্যায় আর তারপরই হতে হয় জেলবন্দী। হে স্ত্রীকে এখন এ দেশে নিয়ে আসার জন্যই লড়াই চালাচ্ছেন এক অসহায় স্বামী। সরকারি হস্তক্ষেপের দাবী জানাচ্ছেন এই যুবক। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার বোয়ালদহ এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ চৌধুরী। তাঁর স্ত্রী ফাল্গুনী রায়কে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দফতরে আবেদন জানালেও এখনো পর্যন্ত কোনও সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাঁর দাবি, ফাল্গুনী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং বৈধ নথিপত্র নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই বিপদে পড়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়। তবুও ভারত সরকার তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রসেনজিতের অভিযোগ অনুযায়ী, ফাল্গুনী রায়ের প্রথম বিবাহ হয়েছিল বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনির এক ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি ভারতীয় পরিচয় ব্যবহার করলেও আসলে ছিলেন বাংলাদেশি। বিবাহিত জীবনে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। পরে ফাল্গুনী জানতে পারেন তাঁর স্বামী বাংলাদেশি নাগরিক। সেই থেকেই দাম্পত্য জীবনে বিবাদের সূচনা। কিছুদিন পরে প্রথম পক্ষের স্বামী চোরাপথে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়, ছেলে নিয়ে ফাল্গুনী একাই থাকতে শুরু করেন। পরে ফের ভারতে ফিরে এসে কিছুদিন সংসার করলেও পুনরায় বিবাদের জেরে ওই ব্যক্তি আবার ছেলেকে নিয়ে চোরাপথে বাংলাদেশে চলে যায়। এরপরই ফাল্গুনীর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রসেনজিতের। দু’জনেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৩ সালে ছেলে সম্পর্কে খোঁজ নিতে ভারতীয় পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যান ফাল্গুনী। অভিযোগ, সেখানে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী তার পাসপোর্ট ও অন্যান্য ভারতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেয় এবং প্রাণে মারার হুমকি দেয়। বিপদের মুখে তিনি প্রসেনজিতকে খবর দেন এবং প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ বিডিআর-এর কাছে ছুটে যান। কিন্তু বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় তাঁকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রসেনজিৎও বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে ঝিনাইদহে পৌঁছে বাংলাদেশের থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে জানতে পারেন, ফাল্গুনী জেলবন্দি। আদালতে তিনি ফাল্গুনীর বৈধ প্রবেশের নথিপত্র দেখালে আদালত সাজা মুকুব করে দেন। এরপর প্রসেনজিৎ ভারতে ফিরে বিদেশ মন্ত্রক, জেলা শাসক ও এসপি অফিসে একাধিকবার আবেদন করেন ফাল্গুনীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু তাঁর দাবি, আজ পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তার স্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রসেনজিতের আক্ষেপ, তার স্ত্রী একজন ভারতীয় নাগরিক। বৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়ে বিপদে পড়েছে। ভারত সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ করেছি যেন তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখন দেখার কতদিনে টনক নড়ে প্রশাসনের, আর স্ত্রীকে ফিরে পান এই অসহায় স্বামী।

মালদায় কার্নিভাল বিতর্ক, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদাঃ মালদায় কার্নিভাল বিতর্ক। তৃণমূল বিজেপি তরজা। চাপ সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয় অভিযোগ ব্যবসায়ী সংগঠনের। প্রতি বছরের মতন এ বছরও ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ থেকে জানুয়ারি মাসের ১ তারি পর্যন্ত হতে চলেছে কার্নিভাল। জেলায় যেকটি কার্নিভাল হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কার্নিভাল হয় ইংরেজ বাজারে। ইংরেজ বাজার পৌরসভা ও কার্নিভাল কমিটির উদ্যোগে শহরের বিবেকানন্দ ময়দানে বিগত কয়েক বছর ধরে, জাকজমক করে কার্নিভাল করা হয়। এ বছরও শুরু হয়ে গেছে কার্নিভালের প্রস্তুতি। ইংরেজবাজার শহরজুড়ে, কার্নিভালের গেট, আলোকসজ্জার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ ময়দানে মঞ্চ বাধার কাজ চলছে জোর কদমে। এই বছর ফকিরা, মানসী ঘোষ, জাবেদ আলি সহ বেশকিছু বিখ্যাত গায়ক গায়িকারা কার্নিভালে, অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। পুরসভা কার্নিভালের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে, পাশাপাশি কার্নিভাল কমিটি বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে কার্নিভাল করবে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, কার্নিভালের চাদা বাবদ ব্যবসায়ী , কন্ট্রাকটর ও প্রোমোটার দের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করা হয়। ব্যাবসায়ী ও প্রোমোটার দের ওপর জোর জুলুম করা হয় বলে অভিযোগ মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডুর। তার দাবি, এই আনন্দের দিনে ব্যবসায়ীদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয় সেই চাপ আনন্দটাকেই মাটি করে দেয়। সেই চাপ যাতে কিছুটা কমানো হয়। ইংরেজ বাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা, তথা বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ীর অভিযোগ, আগে আমরা দেখতাম কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট বা অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের কার্নিভাল হত। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি জেলাগুলিতেও হচ্ছে।

সিবিআই তৎপরতার মাঝেই সাক্ষী ভোলা ঘোষের নিরাপত্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সন্দেশখালি ঃ সন্দেশখালিতে সিবিআই তৎপরতার মাঝেই শাহাজানের সাক্ষী ভোলা ঘোষের নিরাপত্তায় জেলা পুলিশ। দুর্ঘটনার পর থেকেই ভোলা ঘোষ বার বার দাবি তুলে এসেছে তাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, খুন করার পরিকল্পনা করেছে শেখ শাহজাহান, তাই তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, এরপর তার বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত বুধবার শেখ শাহজাহানের কেসের অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষের গাড়ির সাথে সামনাসামনি ধাক্কা মারে একটি ১৬ চাকা ট্রাক । যার কারনে ভোলা ঘোষের ছোট ছেলে এবং ভোলা ঘোষের গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়, ভোলা ঘোষ ও তার আরেক ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়। ঘটনার পরেই ভোলা ঘোষ এবং ভোলা ঘোষের ছেলে বারবার অভিযোগ তুলেছিল যে তাদেরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। তার কারণ ভোলা ঘোষ শেখ শাহজাহানের কেসের অন্যতম সাক্ষী। আর সেই কারণেই বসিরহাটের মহকুমা আদালতে আসার পথে ষোল চাকা ট্রাক দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাদেরকে খুন করার চেষ্টা হয়। আর এই নিয়ে যখন টানাপোড়েণ চলছে যে খুন না দুর্ঘটনা তারই মধ্যে গতকাল দুজনকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। আর আজ দেখা গেল তার বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা। যদিও ভোলা ঘোষ এখনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তার কারণ ঘাতক ড্রাইভার সহ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তারা সকলেই এখনো অধরা, তাই পুলিশি নিরাপত্তা দিলেও তার নিজের মন থেকে এখনো আতঙ্ক কাটছে না।

ফরাক্কায় তৃণমূলে যোগ শতাধিক ব্যক্তির

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত ফারাক্কা বিধানসভার অন্তর্গত বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেস-বিজেপি এবং সিপিএম দলে বড়সড় ভাঙন ধরালো রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার রাতে সাহানাগর এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের হাত ধরে বিজেপি এবং কংগ্রেস দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন কয়েক’শ গ্রামবাসী সহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস এবং বিজেপি নেতৃত্ব। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা বাবলু ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্যা অনজুমারা খাতুন একাধিক তৃণমূল নেতা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলে বড়সড়ো এই ভাঙন তৃণমূলকে সুবিধা করে দেবে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র বরাবরই কংগ্রেসের শক্ত গড় হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিচিত। তবে ২০২১-এর বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী মনিরুল ইসলাম কংগ্রেসের মইনুল হককে হারিয়ে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথমবারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের খাতা খোলেন। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস খাতা খুলতে পারলেও বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি এবং কংগ্রেসের শক্তি বরাবরই বেশি ছিল। শনিবার রাতে ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের হাত ধরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলে যোগ দিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য রতন হালদার সহ প্রায় ৫০০ জন গ্রামবাসী। যোগদানকারী অনেক মধ্যে অনেকেই বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে এসেছেন বলে তৃণমূল সূত্রের দাবি। তৃণমূলে যোগদানকারী বাম-বিজেপি ও কংগ্রেস সমর্থকরা বলেন, কংগ্রেস বিধায়কের আমলে ফরাক্কা বিধানসভা এলাকায় উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে গত পাঁচ বছরে ফরাক্কার বিভিন্ন এলাকায় বিপুল উন্নয়ন হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফরাক্কায় আরও উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আমরা সকলে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলাম। পঞ্চায়েতের প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য রতন হালদার বলেন,দকংগ্রেস দলের সঙ্গে থেকে ফরাক্কা বিধানসভার বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমি কোনও উন্নয়ন করতে পারছিলাম না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নমূলক কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।দ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদেরকে তৃণমূলে স্বাগত জানিয়ে বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন,দ এই এলাকা এক সময় বিজেপির ‘গড়’ হিসেবে পরিচিত ছিল। রতন হালদারের নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং বিজেপি থেকে কয়েক’শ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের শক্তি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়ল। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখে সকলে তৃণমূলে যোগ দিতে চাইছে। যারা তৃণমূলে যোগ দিলেন তাদের সকলকে দলে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি রতন হালদারকে দলের অঞ্চল ‘কোর কমিটি’তে জায়গা করে দেওয়া হবে। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ম-নীতি মেনে এলাকার সকলের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্দেশনা শিবির টাকীতে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী টাকী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংসদের তরফে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের, পরীক্ষা নির্দেশনা বিষয়ক একদিনের শিবির উড়ান অনুষ্ঠিত হলো টাকী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেরিটেজ কক্ষে। রবিবার সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয় এই শিবির। প্রাক্তনী সংসদ আয়োজিত তৃতীয় বর্ষের এই শিক্ষা ও পরীক্ষা নির্দেশনা বিষয়ক শিবিরে মোট ১৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় একশত চল্লিশ জন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহন করে।কেলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাত জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এই শিবিরে পৃথক সাতটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় ভালো করতে ছাত্র ছাত্রী দের কি কি করনীয় সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন তারা। শিবির শেষে অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীরা জানান এই শিবিরের টিপস ও শিক্ষক দের উৎসাহ তাদের পরীক্ষায় ভালো ফল করতে সাহায্য করবে। উক্তোরা রা জানান বিগত দুই বছরেও উড়ানের কর্মসূচী যথেষ্ট সফল হয়েছিলো, শিবিরের সুফল ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমিকের ফলাফলে প্রতিভাত হয়েছিলো। এবারও সেই উদ্দেশ্য কে সামনে রেখেই এই আয়োজন।

বিধ্বংসী আগুনে ছাই ব্লাউজের দোকান, মল্লিক ফটকে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার ব্যস্ত এলাকা মল্লিক ফটকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ব্লাউজের দোকান। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা দোকানটিকে গ্রাস করে নেয়। খবর পেয়েই দমকলের দু’টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকলকর্মীরা। তবে ততক্ষণে দোকানটির প্রায় সব সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকান মালিকের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার সময় দোকানের উপরের তিনতলার বাড়িতেই ছিলেন দোকানের মালিক কার্তিক কুণ্ডু ও তাঁর পরিবার। অল্পের জন্য রক্ষা পায় ওই বাড়িটি। যদি আগুন আরও কিছুটা ছড়িয়ে পড়ত, তবে বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার জিটি রোড সংলগ্ন মল্লিক ফটক এলাকায় হঠাৎই একটি ব্লাউজের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখতে পান আশপাশের লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দোকানের উপরের বাড়িতে থাকা মালিক কার্তিক কুণ্ডুকে। তিনি দ্রুত নিচে নেমে এসে দেখেন দোকানের ভেতরে আগুন জ্বলছে। প্রাথমিকভাবে কার্তিকবাবু নিজেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তাঁর একার পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো দোকান আগুনে পুড়ে যায়। দোকানে থাকা ব্লাউজ, কাপড়, সেলাইয়ের সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনের তাপ ও তীব্রতার কারণে পাশের একটি পানের দোকান এবং একটি শাড়ির দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই দু’টি দোকান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় দমকলের দু’টি ইঞ্জিন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানোর কাজ চালায়। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে দোকান মালিক কার্তিক কুণ্ডুর অভিযোগ, এটি কোনও দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড নয়। তাঁর দাবি, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগেনি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ বা কারা তাঁর দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতির রহস্যজনক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ঃ শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত কঙ্কালতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোল্টিকুড়ি গ্রামে রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতি মদন লোহা (৫০) এর নিথর দেহ গ্রামের মাঝ মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন মদন লোহা। আজ সকালে তার দেহ উদ্ধার হতেই পুরো এলাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। মৃতদেহের অবস্থা এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি দেখে পরিবারের লোকজন বিশ্বাস করছেন, এটি সাজানো খুনের ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, মদন লোহাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহের অবস্থান ও পায়ে লাগা আঘাতের চিহ্ন সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দন্তে দেখা হবে, এটি কি রাজনৈতিক শত্রুতা নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে সংঘটিত হয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থেকে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ও ক্ষোভের ছায়া নেমে এসেছে। মানুষ ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না, কেউ কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। স্থানীয়রা বলছেন, ‘এত বড়ো ঘটনা আমাদের গ্রামে আগে কখনো হয়নি। কেউ নিরাপদ নয়।’ শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ পুরো এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করা হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মদন লোহার মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা একে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের মানুষ এখনো শোকে স্তব্ধ, এবং রহস্যজনক এই মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছায়া এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করবে বলে মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

চায়ে পে চর্চায় সংগঠন আরও মজবুত করার ডাক দিলীপ ঘোষের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর রামনগর ; সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘চায়ে পে চর্চা’ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা, ব্লক ও মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। চায়ের আড্ডার স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মতবিনিময়ে অংশ নেন দিলীপ ঘোষ। সংগঠনকে আরও শক্তপোক্ত করা, তৃণমূল স্তরে বিজেপির বিস্তার, কর্মীদের দায়িত্ব ও ভূমিকা;এই সব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যার কথা শোনা এবং সংগঠনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই এখন দলের প্রধান লক্ষ্য। দলের প্রতিটি কর্মীকে মাঠে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান তিনি। এই ‘চায়ে পে চর্চা’ কর্মসূচিতে বিজেপি নেতৃত্বরা দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন। কর্মসূচি জুড়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে;সংগঠনের ভিত মজবুত করাই আগামী দিনের প্রধান অগ্রাধিকার। এদিন পাশাপাশি যুবভারতী স্টেডিয়ামে সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলা কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ।

ডোমজুরের জালান কমপ্লেক্সে অভিযান গোয়েন্দাদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া ঃ ডোমজুর থানার অন্তর্গত জালান কমপ্লেক্সে অভিযান গোয়েন্দাদের। এখানে একটি ভোজ্য তেলের কারখানায় অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা।সঙ্গে ছিলো ডোমজুর থানার পুলিশ। অভিযোগ ওখানে একটি নামী কোম্পানীর নকল সরষের তেল তৈরী হতো। গোপন সূত্রে সেই খবর পায় পুলিশ। প্রচুর তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়। আটক করা হয়েছে দুজনকে। জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। মালদা জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হল বছর ৪০শের এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার গাজোল থানার তুলসীডাঙ্গা এলাকায়। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় সাহা। বাড়ি তুলসীডাঙ্গা এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, এদিন তিনি তার কাকার সাথে। জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছিলেন। কিন্তু অর্ধেক জমিতে স্প্রে করার পর হঠাৎ করেই সঞ্জয় অসুস্থ হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৫ সংখ্যা, সোমবার ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

দেশপ্রেমী ভগত রাম

সাল ১৯৪১। জানুয়ারি মাস। ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা থেকে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত এক দুর্গম পথে যাত্রা করছেন দুজন মানুষ। তাদের একজন ছদ্মবেশে থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আর অন্যজন তার বিশ্বস্ত সঙ্গী রহমত খান। তার আসল নাম ভগত রাম তলোয়ার । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অজানা এবং রোমহর্ষক চরিত্র। যাকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র 'কুইন্টুপল এজেন্ট'। একই সাথে পাঁচটি ভিন্ন দেশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা এক অসামান্য মাস্টারমাইন্ড। ভগত রাম তলোয়ার জন্মেছিলেন ১৯০৮ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান পাকিস্তান)। তার বড় ভাই হরি কিশন তলোয়ার ব্রিটিশ গভর্নরকে হত্যা চেষ্টার দায়ে ১৯৩১ সালে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন। ভাইয়ের আত্মত্যাগ ভগত রামের বুকে জ্বেলে দিয়েছিল স্বাধীনতার আগুন। তিনি যোগ দেন কীর্তি কিষাণ পার্টিতে এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করেন। ১৯৪১ সালে যখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গৃহবন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে জার্মানি যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন ভগত রাম হয়ে ওঠেন তার ছায়াসঙ্গী। তিনি নেতাজিকে নিরাপদে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে দেন এবং সেখান থেকে জার্মানি যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নেতাজি জানতেন ভগত রাম তার বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু তিনি জানতেন না যে এই ভগত রাম তলে তলে ব্রিটিশদের হয়েও কাজ করছেন! ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাকে কোডনেম দিয়েছিল-'সিলভার'। ভগত রামের খেলা ছিল সাপের সাথে লুডু খেলার মতো। তিনি একই সাথে জার্মানি, জাপান, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করেছেন। প্রথমে সুভাষ চন্দ্র বসু তাকে ইতালির সাথে কাজ করার দায়িত্ব দেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি জার্মানির হয়ে কাজ শুরু করেন। হিটলারের নাৎসি বাহিনী এবং ইতালির মুসোলিনি;উভয় পক্ষই তাকে বিশ্বাস করত এবং প্রচুর অর্থ দিত। কিন্তু ভগত রাম ছিলেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। যখন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্য 'অপারেশন বার্বারোসা' শুরু করেন, তখন ভগত রাম সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি নাৎসিদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে গোপন খবর পাচার করতেন। একজন মানুষ একই টেবিলে বসে জার্মানি, ইতালি, জাপান, রাশিয়া এবং ব্রিটেনের হয়ে চাল চালছেন, অথচ কেউ কাউকে সন্দেহ করছে না! এমনকি জেমস বন্ডের স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং-এর ভাই পিটার ফ্লেমিং ছিলেন তার ব্রিটিশ হ্যান্ডলার বা নিয়ন্ত্রক। ভগত রাম তলোয়ারের এই অবিশ্বাস্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। তিনি জানতেন, এই পরাশক্তিগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেই ভারতের মুক্তি সম্ভব। তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে পাঠাতেন, আবার জার্মানদের ভুল তথ্য দিয়ে মিত্রশক্তির সুবিধা করে দিতেন। ১৯৮৩ সালে এই রহস্যময় মানুষটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু তার জীবন কাহিনী আজও গোয়েন্দা দুনিয়ায় এক বিস্ময়। মিহির বোস তার জীবনী নিয়ে লিখেছেন 'দ্য ইন্ডিয়ান স্পাই।। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন সাধারণ চেহারার মানুষ তার মগজের জোরে বিশ্বের বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থাকে নিজের হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছিলেন। ভগত রাম তলোয়ারের গল্প প্রমাণ করে, যুদ্ধের ময়দানে শুধু বন্দুক বা কামান দিয়ে লড়া হয় না। আসল যুদ্ধ হয় মগজে। আর সেই যুদ্ধে ভগত রাম ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্র্যান্ডমাস্টার। স্যালুট জানাই ভারতের এই অকুতোভয় সন্তানকে, যিনি নিজের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নেন।

ঠাকুর বাড়ির দাসদাসী

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে খুব প্রতাপের সঙ্গে থাকতেন ঝগড়ু বেহারা, তাঁর প্রতিপত্তি নেহাত কম ছিল না। অনেক সময় রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী পর্যন্ত ঝগড়ুকে বেশ সমীহ করে চলতেন। ঝগড়ু অনেক পুরনো চাকর, সে ঠাকুর বংশের অনেক ঘটনার সাক্ষী। উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর রবীন্দ্রনাথের কাছে ভৃত্যেরা কখনও অবহেলা বা উপেক্ষা পান নি, উপরন্তু তাদের মনিব কখনও তাদের পরামর্শদাতা, কখনও সুরসিক বন্ধু, কখনও বড় আপনজন। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথকে দেখাশোনা করা 'কালিদাস' থেকে শুরু করলে সংখ্যা তাদের নেহাত কম নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরবাড়িতে থাকতেন না তখন ঝগড়ুর কাজকর্ম থাকত না বলতে গেলে চলে। কার্যত ঘরে বসে বেতন পাওয়া। কাজ বলতে তেতলার ঘর কখনও-কখনও ঝাড়পোঁচ করা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কাহিনী বলতে বলতে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠতো ঝগড়ু, বলতো, বাবু এমন সোনার চাঁদ ছেলে মারা গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি খোকাকে কোলে করতাম। তার সেই মুখখানা প্রায়ই রাত্রে স্বপ্নে দেখিঞ্চ সেদিন আমার খেতে ইচ্ছা হয় না, কাজকর্ম করতেও ইচ্ছে হয় না। ঝগড়ু অনেক সময়ে বলে বসতো, রবিবাবুমশাই জীবনে এত শোক-তাপ পেয়েছেন যে, সে রকম কোনও বাবুই পান নি। আমি তাঁকে কোনওদিন কাঁদতে দেখিনি, সংসারের জন্য ভাবতে দেখিনি। আর দেখুন,ওই বুড়ো বয়সে একটু আরাম করবেন, তা না, 'বিশ্বভারতী' না কি যেন ওর নাম, তার জন্য একেবারে পাগল হয়ে ক্ষেপে গেছেন, সারা পৃথিবী দৌড়ে বেড়াচ্ছেনঞ্চ এতও সহ্য হয়? যত সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! এমন আর দেখিনি কোথাও! কবির আরেক ভৃত্য মহাদেব কম মজার মানুষ ছিলেন না। গরমকালে সে রবীন্দ্রনাথের ঘরের বাইরের বারান্দায় শুতো, আর শীতকালে কবির শোবার ঘরের পাশের ঘরে।কবি একবার মহাদেবএক বললেন, ওরে চাঁদটা ঢেকে দে তো। ঘুম হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

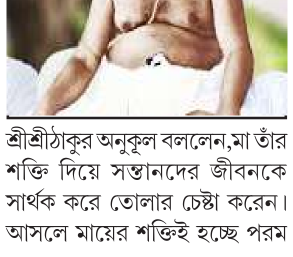

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন কর।মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দান করেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

রামকৃষ্ণ দর্শন

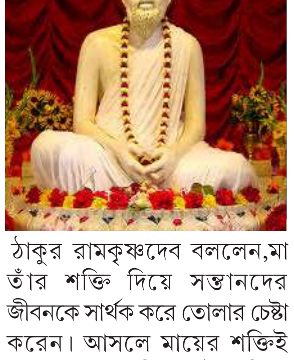

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। সৎ শিক্ষায় শক্তি নিহিত।

'আপনারা জনগণের সেবক' মেয়র সুভাষচন্দ্র কলকাতা পুরসভার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতা পুরসভার মেয়র পদের দায়িত্ব গ্রহণ কালে সুভাষ চন্দ্র বোস পুরসভার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন- ''কেরানী হোন বা অফিসার হোন আপনারা জনগণের সেবক। যতক্ষণ আপনারা আত্ম মর্যাদা নিয়ে কাজ করবেন ততক্ষণ আপনাদের গর্ব। প্রত্যেক কর্মচারীর উচিৎ জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ আচার ব্যবহার করা।

আপনারা জানেন, অনেকগুলি বিভাগ আছে- যেখানে কর্মচারীরা জনগণের সেবকের মত আচরণ করেন না। তারা জনগণের প্রভুর মত আচরণ করেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্য পুরসভার মত জায়গায় আপনাদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে তা জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ হয়ে ওঠে। বিভিন্নভাবে আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের পরিচয় হয়, আপনারা তাঁদের সঙ্গে ভদ্র ও আত্মমর্যাদাস্পন্ন মানুষের মত ব্যবহার করুন'' (৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রদত্ত ভাষণের অংশ)। এই বিশেষ বক্তৃতাটি শ্বেতপাথরে খোদাই করে কলকাতা পুরসভার প্রবেশ দ্বারে সমস্ত দর্শকদের জন্য উৎকীর্ণ করা আছে। তিনি নিজেকে একজন দেশ সেবক হিসাবে মনে করতেন। সারা জীবন সেই আদর্শের পথ ধরে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। এই কলকাতা পুরসভার থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি বলা যেতে পারে। কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু।

দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়ক সংগ্রহশালা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানি কলকাতা পুরসভা থেকে শুরু করে উড়িশার কটক(জন্মস্থান), দিল্লিতে অবস্থিত মিউজিয়াম এবং মণিপুরেও নেতাজির আইএনএ সংগ্রহশালা রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নেতাজির জন্ম ১২৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। নেতাজি সম্পর্কে গবেষণা এখনও শেষ হয় নি। তাঁর শেষ জীবন রহস্যে ঘেরা। তিনি জীবিত না মৃত্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। দেশনায়ক নেতাজি যেসব স্থানে ছিলেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা গড়ে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা পুরসভার সুভাষ বোসের মেয়র চেয়ার। তিনি ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি যে চেয়ারটিতে বসে পুরসভার কাজকর্ম দেখভাল করতেন তা সযত্নে রাখা রয়েছে। এর আগে তিনি কলকাতা করপোরেশনের সিইও ছিলেন।

মণিপুরে আইএনএ মিউজিয়াম আছে। নেতাজিকে বিশদে জানতে গেলে এই সব সংগ্রহশালাকে পরিদর্শন করা অবশ্যই উচিত। নাহলে নেতাজির কর্মদক্ষতা এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আজাদ বাহিনীর অধিকাংশ নথিকে নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে ব্রিটিশ শাসকেরা। তারা নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনও চিহ্নকে অটুট রাখতে দেয়নি। তারা মনে করতো আইএনএ ফৌজ ব্রিটিশ শক্তিকে এশিয়া থেকে বিতারিত করার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই কারণে আইএনএ'র কোনও চিহ্নকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। ব্রিটিশদের চোখে যুদ্ধাপরাধী নেতাজির বিষয়ক প্রদর্শন করাও অপরাধ ছিল। কিন্তু আইএনএ ফৌজ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য সম্পর্কে জানতে পারা যায় যদি কেউ মণিপুরে মইরাং বিষ্ণুপুর জেলায় স্থাপিত আইএনএ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী কতখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। যুদ্ধ জাদুঘর নামে পরিচিত। সেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দুর্লভ ছবি, আইএনএ মানচিত্র, চিহ্ন, কারেন্সি নোট, নেতাজির চিঠি, আইএনএ ব্যাজ এবং জাপানি তাবিজ সংরক্ষিত রয়েছে। এক হাজারটির বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় সম্পর্কিত নথি দেখতে পাওয়া যায়। মইরাং মাটিতেই প্রথম নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই স্থানে আইএনএ জাদুঘর বা আইএনএ শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। এটি স্থাপিত করে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল। আইএনএ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে শুরু করে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্ব এবং ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শন করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র, বেয়নেট, হেলমেট সহ বিভিন্ন বস্তু। যারা এখনও এই স্থানটি পরিদর্শন করেননি তাঁদের উচিত হচ্ছে এই স্থানটি দেখা। জাপানি সাম্রাজ্যের পতন এবং আইএনএ বিলুপ্তির সাথে বোস কোষাগারে ১৯৪৫ সালে আনুমানিক ৮০ কেজি সোনা এবং এক কোটি রুপি একটি বাক্সে প্যাক করে তিনি ভিয়েতনামের সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়াতে উড়ে গিয়েছিলেন একটি বিমানে করে। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ এ, জনপথের জাতীয় জাদুঘরে একদল সরকারি আধিকারিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে একটি টাইম ক্যাপসুল খোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখেছিলেন যে জাদুঘরের আধিকারিকেরা এমইএ-এর একটি সিল করা ক্যানভাস ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলেছেন। ভেতরে একটি স্টিলের অ্যাটাচি কেস খুলে সেখান থেকে ১৪টি পাকেজ বের করে। এর ভিতরে সোনার গহনা ছিল যা মহিলারা পরে থাকে। কানের দুল, নাকের স্ট্যাড, সোনার তার, নেকলেসসহ আরও সোনাদানা ছিল। এগুলি আইএনএ কোষাগারের গহনা। ১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে এসেছিল এই গহনাগুলি। ইতিহাসবিদ হগ টয় বলেছেন, নেতাজি চেয়েছিলেন জাপানের আর্থিক সহায়তার ওপরে না দাঁড়িয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আজাদ হিন্দ সরকার চলবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বহু ব্যক্তিরা আর্থিক সহায়তা এবং মহিলারা তাদের শরীরের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় মহিলাদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা এবং গায়ের গহনা দান করেছিল। ১৯৪৪ সালে ২১ আগস্ট আইএনএ তহবিল তৈরি করার জন্য একটি সভা ডাকা হয়। সংবাদপত্র মারফৎ খবর পেয়ে একজন ধনী মহিলা সহ বিভিন্ন বস্তু। যারা এখনও এই স্থানটি পরিদর্শন করেননি তাঁদের উচিত হচ্ছে এই স্থানটি দেখা। জাপানি সাম্রাজ্যের পতন এবং আইএনএ বিলুপ্তির সাথে বোস কোষাগারে ১৯৪৫ সালে আনুমানিক ৮০ কেজি সোনা এবং এক কোটি রুপি একটি বাক্সে প্যাক করে তিনি ভিয়েতনামের সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়াতে উড়ে গিয়েছিলেন একটি বিমানে করে। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ এ, জনপথের জাতীয় জাদুঘরে একদল সরকারি আধিকারিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে একটি টাইম ক্যাপসুল খোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখেছিলেন যে জাদুঘরের আধিকারিকেরা এমইএ-এর একটি সিল করা ক্যানভাস ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলেছেন। ভেতরে একটি স্টিলের অ্যাটাচি কেস খুলে সেখান থেকে ১৪টি পাকেজ বের করে। এর ভিতরে সোনার গহনা ছিল যা মহিলারা পরে থাকে। কানের দুল, নাকের স্ট্যাড, সোনার তার, নেকলেসসহ আরও সোনাদানা ছিল। এগুলি আইএনএ কোষাগারের গহনা। ১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে এসেছিল এই গহনাগুলি। ইতিহাসবিদ হগ টয় বলেছেন, নেতাজি চেয়েছিলেন জাপানের আর্থিক সহায়তার ওপরে না দাঁড়িয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আজাদ হিন্দ সরকার চলবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বহু ব্যক্তিরা আর্থিক সহায়তা এবং মহিলারা তাদের শরীরের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় মহিলাদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা এবং গায়ের গহনা দান করেছিল। ১৯৪৪ সালে ২১ আগস্ট আইএনএ তহবিল তৈরি করার জন্য একটি সভা ডাকা হয়। সংবাদপত্র মারফৎ খবর পেয়ে একজন ধনী মহিলা হীরাবেন বেতানি তেরোটি সোনার নেকলেস দিয়েছিলেন যার মূল্য ছিল ১.৫ কোটি টাকা। জাপান আত্মসমর্পন করলে আইএনএ এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছেদ হয়। তখন নেতাজি ৮০ কেজি সোনার গহনা যার মূল্য এক কোটি টাকার ওপরে তা নিয়ে সায়গন থেকে বিমানে উঠে মাঞ্চুরিয়ার দিকে রওনা হয়েছিলেন। শানওয়াজ কমিটি বলেছিল এই সব গহনা ছিল আইএনএ কোষাগারে সম্পদ। ১৯৫৩ সালে ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নেহরু তা দেখেছিলেন।

হাইব্রিড বীজ এখন সমস্ত কৃষি মাঠকে ঘিরে ফেলেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বীজের প্রশ্নে রাষ্ট্রের দায় কৃষির ভিত মজবুত না হলে খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত। কৃষির কথা উঠলেই সাধারণত আলোচনার কেন্দ্রে আসে সেচ, সার, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কিংবা বাজার ব্যবস্থা। অথচ এই সমস্ত কিছুরও আগে যে উপাদানটি সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে অপরিহার্য, তা হল বীজ। বীজ মানেই ভবিষ্যৎ ফসলের সম্ভাবনা, কৃষকের আশা এবং দেশের খাদ্যনিরাপত্তার ভিত্তি। সেই বীজের গুণমান যদি অনিশ্চিত হয়, যদি তাতে ভেজাল থাকে বা বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে তা উত্তীর্ণ না হয়, তবে তার প্রভাব শুধু একটি মৌসুমের ফসলেই সীমাবদ্ধ থাকে না;তা দীর্ঘমেয়াদে গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। এই বাস্তবতায় বীজের গুণমান নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি কেবল কৃষকের একার, না কি এখানে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য;এই প্রশ্ন নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভারতের কৃষি আজ বহুস্তরীয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, অন্যদিকে জমির খণ্ডীকরণ, উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যেও কৃষক যদি অন্তত ভালো মানের বীজ পান, তবে তিনি ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পান। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন। নানা রাজ্যে বারবার অভিযোগ উঠছে নিম্নমানের বা ভেজাল বীজ বাজারে ছড়িয়ে পড়ার। ফলস্বরূপ বপনের পর অঙ্কুরোদ্গম ঠিকমতো হয় না, ফসল দুর্বল হয়, রোগবালাই বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত কৃষক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। এই ক্ষতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিকও।

বীজের গুণমান আসলে বিজ্ঞান, নীতি এবং প্রশাসনের সম্মিলিত ফল। উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন গবেষণা, পরীক্ষাগারে মান যাচাই, মাঠপর্যায়ে ট্রায়াল এবং কৃষকের হাতে পৌঁছনোর আগে কঠোর নজরদারি। রাষ্ট্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু একই সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণও বেড়েছে। প্রতিযোগিতার বাজারে এই অংশগ্রহণ একদিকে যেমন নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এনেছে, অন্যদিকে তেমনি নিয়ন্ত্রণের অভাব হলে সমস্যা তৈরি করেছে। বীজ যদি শুধুমাত্র পণ্য হয়ে ওঠে, কৃষির সামাজিক দায় যদি সেখানে উপেক্ষিত হয়, তবে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

বীজের গুণমান নিশ্চিত করার প্রশ্নে আইনি কাঠামো থাকলেও তার প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা যদি দুর্বল হয়, যদি মাঠপর্যায়ে পর্যাপ্ত পরীক্ষা না হয়, তবে আইন কাগজে-কলমেই থেকে যায়। কৃষক অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না তিনি যে বীজ কিনছেন তা মানসম্মত কি না। বিজ্ঞাপন, মোড়ক এবং বিক্রেতার আশ্বাসের উপর ভরসা করেই তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই অসাম্য অবস্থানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না থাকলে কৃষক স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে বীজের সামঞ্জস্য। একটি অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু এবং চাষের পদ্ধতির সঙ্গে মানানসই বীজ না হলে ফলন ভালো হয় না। অনেক সময় সর্বভারতীয় বা বহুজাতিক সংস্থার বীজ স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না, অথচ বিপণনের জোরে তা কৃষকের হাতে পৌঁছে যায়। এর ফলে কৃষক দ্বিগুণ ক্ষতির মুখে পড়েন;একদিকে আর্থিক লোকসান, অন্যদিকে জমির উর্বরতার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্যতম কাজ হওয়া উচিত স্থানীয় কৃষি গবেষণাকে শক্তিশালী করা এবং অঞ্চল ভিত্তিক বীজ উৎপাদন ও বিতরণে জোর দেওয়া।

বীজের গুণমানের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। সীমিত জমিতে বেশি ও স্থিতিশীল উৎপাদনের জন্য ভালো মানের বীজ অপরিহার্য। যদি বীজের উপর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়, তবে খাদ্য উৎপাদনের গোটা পরিকল্পনাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই অনিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত শহর ও গ্রামের উভয় ভোক্তার উপর প্রভাব ফেলে, খাদ্যের দাম বাড়ায় এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে।

এখানে পরিবেশের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নমানের বীজ থেকে দুর্বল ফসল হলে কৃষক অনেক সময় অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভর করেন। এর ফলে মাটি ও জলের দূষণ বাড়ে, জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ বীজের গুণমান শুধু উৎপাদনের বিষয় নয়, তা পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রাষ্ট্র যদি টেকসই কৃষির কথা বলে, তবে সেই কথার বাস্তব ভিত্তি তৈরি করতে হবে বীজের স্তর থেকেই।

কৃষকের অধিকার ও তথ্যপ্রাপ্তির প্রশ্নও এখানে উঠে আসে। কৃষককে জানাতে হবে তিনি কী কিনছেন, তার বৈশিষ্ট্য কী, ঝুঁকি কোথায়। স্বচ্ছ লেবেলিং, স্থানীয় ভাষায় তথ্য এবং সহজ অভিযোগ ব্যবস্থার অভাব থাকলে কৃষক অসহায় হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু নীতি প্রণয়ন নয়, সেই নীতি মাঠে কার্যকর হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।

বীজের গুণমান নিশ্চিত করা কোনও বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক কাজ নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।

মেসি এ যুগের ফুটবল জগতের সেরা খেলোয়াড়

বিশেষ প্রতিবেদক

'মেসি মানব, বাবা ঈশ্বর' বললেন দিয়াগো মারাদোনার পুত্র সিনাগ্রা। সিনাগ্রা হঠাৎ করে কেন তাঁর বাবার প্রশংসা করতে গেলেন তা নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদের মনে প্রশ্ন এসেছে। মারাদোনা খেলার মাঠে যে সুনাম ছিল সেই সুনাম নষ্ট করেছে অতিরিক্ত মাদক সেবন করার ফলে। বহুবার তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এমনকী মাদক সেবনের জন্য বিপুল অর্থ জরিমানাও করা হয়েছিল। এক সময়ে ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তর্ক জুড়ে দেন। তাঁর বহু সমর্থকেরা মনে করেন যে ফুটবলের জাদুকর পেলের চেয়ে দিয়াগো মারাদোনা উন্নত মানের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল জগতটা পরিবর্তনশীল। প্রতিটা মূহর্তে ফুটবল খেলার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রতিটি খেলোয়াড়ের নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলে। পেলে যখন ফুটবল খেলতেন তখন তিনি নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলতেন। সেই সময়ে পেলের ফুটবল টেকনিকে কেউ ধরতে পারতো না। ফলে মাঠে পেলে ফুটবল খেলতে আসলেই তাঁকে ঘিরে রাখার জন্য একটি ছোট দল তৈরি হয়ে যেত বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। সবার লক্ষ্য থাকতো যে পেলে যাতে কোনও রকমভাবে পায়ে ফুটবল না পায়। পায়ে ফুটবল পেলেই নিশ্চিত পেলে গোল দিয়ে তবেই ফিরবে। সেই কারণে পেলে মাঠে নামলেই তাঁকে ঘিরে রাখতো বিপক্ষ ফুটবল দলে কয়েকজন খেলোয়াড়রা। পেলে যে ধরনের খেলা খেলতেন সেই খেলার মধ্যে কৌশল। কৌশলকে অবলম্বন করেই পেলে মাঠে ফুটবল খেলতেন।

তখন ফুটবল নিয়ে এতে গবেষনা হয়নি। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কীভাবে ফুটবল খেলছে বা আগামী দিনে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা পেলের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে তা নিয়ে এত প্রশিক্ষণ ছিল না। মাঠে নেমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো পেলে কী ধরনের এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে। পেলে সব সময়ে আক্রমনাত্ম ফুটবল খেলতে

ভালোবাসতেন। তিনি বল পেলেই কীভাবে এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে বিপক্ষ শিবিরের রক্ষণভাগকে একেবারে তছনছ করে দেবে সেটা মাঠের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আসলে পেলের মধ্যে একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা ছিল। মাঠে খেলতে নামলে তিনি বিপক্ষ শিবিরের দুর্বলতা দেখে তবেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিপক্ষ দলের ফাঁক দেখেই তিনি সেইখান দিয়ে বল নিয়ে ছুটতে প্রতিপক্ষকে গোল দেওয়ার জন্য। এই দুর্বলতাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন পেলে মাঠে খেলায় অংশ গ্রহণ করে। পেলের সমকক্ষ কোনও খেলোয়াড় সেযুগে বিরল ছিল বলেই পেলেকে সম্রাট বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে পেলে ব্রাজিলকে জুমে রিলে বিশ্বকাপ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। ব্রাজিল যে তিনবার বিশ্বকাপ জয় লাভ করে একেবারে জুলে রিমে কাপটা নিয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিল তাদের দেশে সেটা সম্ভব হয়েছিল ফুটবল খেলোয়াড় পেলের জন্য। সেই কারণে পেলেকে ফুটবলের জাদুকর বলা হয়ে থাকে। ব্রাজিল ১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল জয় করে জুলে রিমে কাপটা তাদের দেশে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ব্রাজিল তখন ফুটবল জগতের একটি কিংবদন্তি নাম বলা যেতে পারে। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে সব সময়ে ফুটবল নিয়ে দ্বন্ধ লেগে থাকতো। সারা বিশ্বটা তখন দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন লিগে নাপোলির বিরুদ্ধে মরণ বাঁচন ম্যাচের আগে লিয়োনেল মেসির উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন দিয়াগো মারাদোনার পুত্র জুনিয়র মারাদোনা। সিনাগ্রা মারাদোনা। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন লিওনেল মেসি দারুণ। কিন্তু তিনি মানুষ। আর তাঁর বাবা দিয়াগো মারাদোনা হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই মেসির সঙ্গে তাঁর পিতার কোনও তুলনা হতে পারে না। যে নাপোলিকে মারাদোনা বিখ্যাত করেছিলেন সেই ক্লাবের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নলিগের শেষ ষোল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে মাঠে নামছেন লিওনেল মেসি। ঠিক সেই সময়ে দিয়াগো মারাদোনার পুত্র সিনাগ্রা মারাদোনা বলে বসলেন, মেসি খুবই ভালো খেলোয়াড়। তবে আমরা বলতে পারি যে আমার পিতা দিয়াগো মারাদোনা হচ্ছেন ঈশ্বর। মানব সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেসি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে কারোর ক্ষমতা নেই আমার পিতার কাছে পৌঁছানোর এবং সেটা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু প্রতি বছর বছর খেলার কৌশল পরিবর্তন হয়ে থাকে। আজেন্টিনার হয়ে যখন মারাদোনা ফুটবল খেলেছে তখন যে কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলা হয়েছে। আজকে তার চেয়ে বেশি উন্নতমানের ফুবল খেলা খেলতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের। প্রতিটা বছর বছর নতুন নতুন ফুটবল খেলোয়াড় আবির্ভূত হচ্ছেন। মেসি যুগে মেসি শ্রেষ্ঠ। মারাদোনার যুগে মারাদোনা শ্রেষ্ঠ। পেলের যুগে পেলে ছিলেন ফুটবল জগতের সেরা খেলোয়াড়। কারোর যুগের ফুটবলের সঙ্গে কারোর মিল থাকে না। প্রতিটি সেরা খেলোয়াড় তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ফুটবল খেলতে ভালোবাসেন। ফলে প্রতিটা সময়ে ফুটবল খেলার কৌশল একেবারে বলতে গেলে ভিন্ন। অতীতে ভারতের ফুটবল জগতে বলরাম, পিকে চুনী যে ধরনের খেলা খেতলেন সেটা বর্তমান যুগে চিমার ফুটবল জগতে সঙ্গে কোনও রকমভাবে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না। অতীতের ফুটবল খেলার রীতি সঙ্গে আজকের ফুটবল খেলার রীতি একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অতীতে ফুটবল খেলার যে কৌশল ছিল আজকে তা নেই। যে দল যত ফুটবল কৌশলী সেই দল ততই ফুটবল খেলায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজকে যুগে ফুটবল খেলায় এসে গিয়েছে গতি। গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। স্পিডি ফুটবল খেলা চলছে। অতীতের ফুটল রীতির সঙ্গে বর্তমান ফুটবল রীতিটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। বর্তমান ফুটবল জগতে এসে গিয়েছে টাকার অঙ্ক। টাকার অঙ্ক দিয়ে হিসাব করা হয় ফুটবল খেলা। যে কোনও খেলা এখন টাকার অঙ্কে বিচার করা হয়।

পাঠকদের দরবার

বাংলার ফুটবল জগত

বিশেষ প্রতিবেদক

আজ কলকাতা সল্টলেক যুব ভারতীতে লিওনেল মেসির পদার্পন ঘিরে চরম বিশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখে মনে পড়ে গেল সেপ্টেম্বর ২০১১ সালের এই মাঠেই ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ ছিল আর্জেন্টিনা এবং ভেনেজুয়েলার। প্রায় ৭০/৮০ হাজার ফুটবল প্রেমীদের আনন্দ ও উচ্ছাস ছিল দেখার মতো। সেই ম্যাচ নিয়েই আজ বন্ধুদের আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু জানাতেই এই পোস্ট। সেই সময় নর্থ ২৪ পরগানার পুলিশ সুপার ছিলেন মিঃ চম্পক ভট্টাচার্য্য। খেলার এক দিন আগে আমাদের briefing এ পুলিশ সুপার নিজে উপস্থিত থেকে নানা নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার এই পুলিশ ড্রেস পরেই ডিউটি ছিল)IP গ্যালারীতে, মেসি মাঠে প্রবেশ করতেই আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে একটিই শব্দ ব্রহ্ম 'মেসি মেসি...। হঠাৎ পুলিশ সুপার আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে মেসির সিকিউরিটির দায়িত্ব দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন খেলা শেষে মেসিকে মাঠ থেকে একদম ড্রেসিং রুম পর্যন্ত পৌঁছে দেবার, সঙ্গে প্রায় ৩/৪ জন অফিসার কিছু ফোর্স ও দিয়ে ছিলেন। আমি আমার সমস্ত অফিসার ফোর্সকে নির্দেশ দিয়ে ছিলাম কোনো অবস্থাতেই মেসির সাথে ছবি বা অটোগ্রাফ নেওয়া যাবে না। আমি ওনার নির্দেশ সেই ভাবেই পালন করেছিলাম। সেদিন কতো সুন্দর ভাবে সমস্ত ফুটবল প্রেমীরা মনোরম পরিবেশে সেই খেলাটি উপভোগ করেছিল। কোথাও এতটুকু গন্ডগোল বা কেউ প্রশাসনের কড়া কড়িতে অসন্তুষ্ট হয় নি। খাবার জল বিক্রি করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিলো, হকাররা খুব বেশি হলে ৪/৫ টাকা বেশিতে বাদাম, পটেটো চিফস... বিক্রি করতে পারতো। কোন superior officer বা নেতা মন্ত্রীদের কাউকে ছবি তুলতেও দেখিনি, কারণ আমাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মেসি সহ সমস্ত প্লেয়ারদের এবং দর্শকদেরও safety ও সিকিউরিটি। হায় আজ কি দেখলাম! মেসি নির্ধারিত সময়ের আগেই হয়তো কিছুটা বিরক্ত হয়েই মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই যে ফুটবল প্রেমীরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে আজ মেসিকে চোখের দেখা একবার দেখার জন্য এসেও ফিরে গেল এই ব্যর্থতা ও লজ্জা কার? মেসিকে সারা মাঠে একবার অন্তত খোলা গাড়িতে প্রদক্ষিণ করাবার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সহযোগিতায় করতে পারলেন না? আসলে যাদের দায়িত্বে এ সব ছিল তারা তো মেসির সাথে মিষ্টি হাসি হেসে সবাই ছবি তোলাতেই ব্যস্ত ছিল, ফলে যা হবার তাই হয়েছে। এই বাংলার মুখ শুধু লন্ডনেই পোড়ে নি, মেসির এই ঘটনায় সারা পৃথিবী আজ জানতে পেরেছে এই বাংলার প্রশাসনিক ব্যর্থতা। শুনলাম মাননীয় DG & IGP সহ আরও হাই অফিসিয়াল ওখানে গিয়েছেন। হয়তো সিট্ বা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। করলে কি হবে? যা মুখ পোড়ার পুড়ে কদর্য রূপ বেরিয়ে পড়েছে। এর আগে কিন্তু এই কলকাতায় পেলে, মারাদোনা, কপিল দেব সহ আরও কত না পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড় এসেছিলেন, কোনো দিন এমন প্রশাসনিক ব্যর্থতা শুনেছি বলে মনে পরে না।

কলকাতা পুলিশের একজন প্রাক্তন কর্তার বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ফেসবুকে। সেইখান থেকেই এই বক্তব্যের প্রকাশ হয়েছে। বাংলার ফুটবল সম্মান কতখানি হানি হল তা কিন্তু হিসাব বহির্ভূত ব্যাপার।

ভোটের আগে ক্রমেই বাড়াচ্ছে শক্তি?

এবার মুর্শিদাবাদে অধিকার যাত্রা করবে মিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ ডিসেম্বরঃ ছাব্বিশের ভোটের আগে নজর মুর্শিদাবাদ-মালদহ। কারণ, মিম যে বাংলায় ঢুকে গেছে আর ভোটের আগে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আবহের মধ্যেই এবার মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে শুরু হচ্ছে এআইএমআইএম-এর অধিকার যাত্রা। জানা যাচ্ছে, এই 'অধিকার যাত্রার' মাধ্যমে মানুষের ন্যায্য দাবি,বঞ্চনা ও অধিকারকে সামনে রেখে শক্তিশালী আন্দোলনের বার্তা দেওয়া হবে। এই ঐতিহাসিক যাত্রায় উপস্থিত থাকবেন এআইএমআইএম-এর রাজ্য সভাপতি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি আসাদুল শেখ। নেতৃত্বের এই শক্তিশালী উপস্থিতি অধিকার যাত্রাকে আরও বলিষ্ঠ ও গতিশীল

করবে। প্রসঙ্গত, মালদহে সম্প্রতি খবরে আসে যে সন্ধে নামলেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে মিম। এতদিন পর্যন্ত যে দলের নামই হয়ত শোনেননি অনেকে, সেই দলই হাজির হচ্ছে বাড়িতে। তারপর থেকেই জোরাল হচ্ছে তবে কি বাংলায় মিমের হাওয়া বইছে। প্রসঙ্গত, সদ্য শেষ হওয়া বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচ আসনে জয়ী হয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন'। আর তারপরই পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে তারা। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে একাধিক জেলায়। মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি মালদহেও প্রচুর মানুষ যোগদান করেছেন মিমে। এর আগে কোনও নির্বাচনে এত সক্রিয়তা নজরে পড়েনি। মালদহের ১২টি বিধানসভার প্রত্যেকটিতেই প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছে মিম। এর মধ্যে সাতটি বিধানসভায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে, টার্গেটে রয়েছে মুর্শিদাবাদও। আগেই হুমায়ুন কবীর জানিয়েছে মিমের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়বেন। এর মধ্যেই এই অধিকার যাত্রা, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

পর্যটনের ভরা মরশুমে বন্ধ ভিস্তা ডোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ১৪ ডিসেম্বরঃ ডুয়ার্স ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তা ডোম। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত এই ট্রেনের যাত্রাপথে দেখা যায় প্রকৃতির অনন্যসুন্দর রূপ। ট্রেনের কামরা, ছাদ কাঁচ দিয়ে তৈরি। এতে পর্যটকরা ট্রেনে বসেই ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন, থুরি পারতেন, গত বুধবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন! তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শায়নি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। তবে সূত্রের দাবি, পর্যটনের ভরা মরশুমেও বুকিং তলানিতে এসে ঠেকায় ট্রেনটি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনএফআর। কতদিন বন্ধ থাকবে? তা-ও স্পষ্ট করেননি রেলকর্তারা। তবে এনএফআরের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, পরের সপ্তাহে ফের চালু করা হবে ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তা ডোম। এ দিকে শীতে কাঁপছে গোটা উত্তরবঙ্গ। পাল্লা দিয়ে উত্তরের নানা প্রান্তে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। পর্যটন বিজ্ঞান মানলে এই সময়ে ভিস্তা ডোমের বুকিং কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। অন্যবার এতটা খারাপ পরিস্থিতি না-হলেও

এ বারে আশ্চর্যজনক ভাবে বুকিং তলানিতে। তা হলে কি পর্যটকরা ডুয়ার্স থেকে মুখ ফিরিয়েছেন? হোটেল, রিসর্ট কিংবা হোম-স্টেগুলির বুকিং কিন্তু সে কথায় সিলমোহর দিচ্ছে না। তা হলে ভিস্তা ডোমে চড়তে পর্যটকদের অনীহা কেন? এনএফআর সূত্রে খবর, ট্রেনটি সকালে এনজেপি থেকে ছেড়ে আলিপুরদুয়ার জংশনে যায়। তার পরে ফের ওই রুটেই এনজেপিতে বিকেল-সন্ধে নাগাদ ফিরে আসে। এই ট্রেনটি চলে সিঙ্গল লাইনে। ওই সময়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন এবং অজস্র মালগাড়ি ওই পথে যাতায়াত করে। ফলে থেকেই থেকেই সিগন্যাল লাল হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। নিউ মাল জংশনে কখনও আধঘণ্টা, কখনও ৪৫ মিনিটও ভিস্তা ডোমকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাঞ্চনকন্যা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেন পাস করানো হয়। বেড়াতে এসে এই অনন্ত অপেক্ষায় বিরক্ত হন পর্যটকরা। ফলে দ্বিতীয়বার তাঁরা এই ট্রেন-মুখো হন না। মুখে মুখে পর্যটকদের এই অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ায় ট্রেনটির 'বদনাম'-ও হয়ে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। বিরতিতে আদিবাসী লোকনৃত্য পরিবেশনের কথা ঘোষণা করেছিল রেল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা দেখতে পাননি পর্যটকরা। এ ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়। যেখানে কাঞ্চনকন্যার মতো ট্রেনে এসি কামরায় ১১০০-১২০০ টাকায় কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে চলে আসা যায়, সেখানে ভিস্তা ডোমে এনজেপি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ভাড়া নেওয়া হয় ৮৮০ টাকা। পর্যটন মহলের প্রশ্ন, এত টাকা খরচ করেও যদি ঠিক করে পরিষেবা না-পাওয়া যায়, তা হলে কেন এই ট্রেনে চড়বে কেউ? প্রশ্নটি যে অমূলক নয়, তা স্বীকার করছেন এনএফআর-এর অনেক কর্তাই। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে কিছু বলতে নারাজ। প্রশ্ন উঠেছে, ২০২১-এ চালু হওয়া এই ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন কি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে? দেবেন্দ্র অবশ্য সাফ বলেছেন, ''ভিস্তা ডোম সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তার মানে এটা নয় যে ট্রেনটি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।'' তিনি আশাবাদী, আগামী সপ্তাহেই ফের চালু হয়ে যাবে ভিস্তা ডোম।

'পুলিশের হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর), ১৪ ডিসেম্বরঃ পুলিশকে বেলাগাম আক্রমণ বিজেপি বিধায়কের। সমস্ত ওসির একটা হাত একটা পা ভেঙে দেওয়া হবে। ল্যাংড়ার মত ওরা চলতে থাকবেন। বাঁচার চেষ্টা করবে অতএব তৃণমূলকে ওরা বাঁচাতে যাবে না। মাইক হাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই বললেন বিজেপি বিধায়ক। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটালে 'পরিবর্তন সভা' আয়োজিত হয়েছিল। সেখান থেকেই বিস্ফোরক ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শিতল কপাট। ছাব্বিশের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক আধিকারিকদের তীব্রভাবে হুঁশিয়ারি। তিনি বলেন, ''নির্বাচনে পুলিশের ভেঙে দেওয়া হবে হাত-পা। পুলিশ বলবে আমাদের বাঁচতে দিন, নির্বাচনে থাকবে না কোনও তৃণমূল বিডিও-এসডিও। এমনকি ছাব্বিশের নির্বাচনে থাকবে না কোনও তৃণমূলের চোর নেতারা।'' আর বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে তুমুল জল্পনা। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, ''বিজেপি দিবা স্বপ্ন দেখছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে শীতলবাবুর হাত-পা অসাড় হয়ে শীতলতম হয়ে যাবে। ফাস্ট রাউন্ড থেকে কাউন্টিং শুরু হয়ে যাবে। এই জেলা সাতটা সিটি তৃণমূল জিতবে।'' প্রসঙ্গত পুলিশকে আক্রমণ নতুন কোনও ঘটনা নয়। এ রাজ্যে বিজেপি-তৃণমূলের বহু নেতা পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। কয়েকদিন আগেই বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশকে আক্রমণ করেছিলেন। যদিও, অনুব্রতর দাবি ছিল, এটি এআই দিয়ে করা হয়েছে। সেই নিয়েও বিস্তর জলঘোলা হয়।

পতাকা তুলে দিলেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ১৪ ডিসেম্বরঃ ভোট এগিয়ে আসতেই বাংলার জেলায় জেলায় রাজনৈতিক দল বদলের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন হুমায়ুন কবীর। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে রাজনৈতিক মহলে। এরই মধ্যে বড় পদক্ষেপ বিজেপির। দীর্ঘদিন বাদে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর শহরে তৈরি হল সংখ্যালঘুদের কমিটি। সেই সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিলেন একাধিক সংখ্যালঘু মহিলা। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় বিজেপির। খড়্গপুর শহরের এক নম্বর মন্ডলে এই কমিটি গঠন বিজেপির কাছে একটি আলাদা মাত্রা বলেই দাবি প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। শনিবার রাতে এক কর্মসূচিতে খড়্গপুর শহরের এক নম্বর মন্ডলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ দিলীপ ঘোষের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন। আর সেখানেই নতুন করে সংখ্যালঘু কমিটি তৈরি হওয়ায় জমি আরও শক্ত হল বিজেপির। এই যোগদানকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। খড়্গপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ওই এলাকার ২-৩টি ওয়ার্ডে মুসলিমের সংখ্যা বেশি আছে। তিনি বলেন, ''ওই ওয়ার্ডগুলোতে আমরা ভোট পাই না, সেখানে বুথ কমিটিও ছিল না। বিএলএ নেই। সেখানে এবার বুথ কমিটি তৈরি হয়েছে। এসআইআর-এ কাজও হয়েছে। সেখান থেকে বেশ কয়েকজন যোগ দিয়েছেন। মুসলিমরাও বুঝেছে বিজেপিই বিকল্প।''

ছেলের ওষুধ আনতে গিয়ে বাঁশের সেতু থেকে নিচে পড়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ ডিসেম্বরঃ গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তায় পড়ে শালী নদী। সেই নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির জন্য বারেবারে আবেদন নিবেদন করেছেন গ্রামের মানুষ। অভিযোগ, কিন্তু পাকা সেতু না হওয়ায় গ্রামের মানুষের হাতে তৈরি নড়বড়ে বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকো দিয়েই চলে পারাপার। এবার সেই সাঁকোতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। নদীর দুকূল ছাপিয়ে বেগে বইতে থাকে জল। ভগবতীপুর গ্রাম থেকে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তার উপরেই এই শালী নদী থাকায় নদী পারাপারের জন্য গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি একটি পাকা সেতু। হাজার আবেদন নিবেদনের পরে শালী নদীর ওই এলাকায় মাটি পরীক্ষার কাজ হয়। কিন্তু ব্যাস সেটুকুই। আজো পাকা সেতু নির্মাণের কোনও উদ্যোগ পেরিয়ে ওষুধ আনতে রসুলপুর বাজারে যান। সেখান থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নড়বড়ে সাঁকো থেকে কোনওভাবে বাইক সহ নদীগর্ভে পড়ে যান সঞ্জয়। পরে নদীগর্ভে থাকা বালির মধ্যে সঞ্জয়কে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর জানার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা নদী গর্ভে ছুটে এসে দেখেন ঘটনাস্থলেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে।

গেল এক গ্রামবাসীর। অসুস্থ ছেলের জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উঁচু বাঁশের সাঁকো থেকে নদীগর্ভে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল স্থানীয় এক ব্যক্তির। ঘটনা বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার ভগবতীপুর এলাকায়। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার ভগবতীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে শালী নদী। সারা বছর সেই নদীর গর্ভ শুকনো থাকলেও বর্ষায় সেই নদীই চোখে পড়েনি। অগত্যা গ্রামের মানুষ বছরভর গভীর নদীখাত পারাপারের জন্য অস্থায়ী নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো তৈরী করেন। এবার সেই সাঁকোতেই ঘটে গেল ভয়াবহ দূর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভগবতীপুর গ্রামের বছর ৩৪ বয়সী বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ গতকাল রাতে নিজের অসুস্থ শিশু সন্তানের জন্য বাইক নিয়ে সাঁকো খবর পেয়ে ইন্দাস থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় একদিকে যেমন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে, তেমনই ফের একবার শালী নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি প্রশাসন পাকা সেতু তৈরিতে উদ্যোগী হলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না।

বাবাকে খুঁজতে এসে দশ বছরের মেয়েকে গুলি দুষ্কৃতিদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বরঃ শীতের সন্ধ্যা। রাতের খাওয়া সেরে লেপ গায়ে চাপিয়ে খাটে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বছর দশেকের মেয়েটা। সে সময় বাবা গিয়েছিলেন কোনও এক কাজে। মা অন্য ঘরে ছিলেন। আচমকাই ঘরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিলেন কয়েকজন। নাবালিকার বাবার নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন। কিন্তু নাবালিকার ঘুম তাতে ভাঙেনি। আচমকাই গুলি! নাবালিকাকে লক্ষ্য করে গুলি! ছররা বন্দুকের গুলি ফুঁড়ে যায় নাবালিকার বুক। মেয়ের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন মা! বিছানা তখন রক্তে ভেজা, রক্তাক্ত মেয়ে। আততায়ীরা ততক্ষণে চম্পট দিয়েছেন। ভয়ঙ্কর ঘটনা উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ওস্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার এক বাসিন্দার জমি নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। জানা যাচ্ছে, ১ শতক জমি দখলকে কেন্দ্র খোঁজ করতে এসে তাঁকে না পেয়ে মেয়েকে লক্ষ্য করেই গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাতেই মৃত্যু হয় নাবালিকার। এই ঘটনার পর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। কেন বাবাকে না পেয়ে মেয়েকে গুলি? নাকি নাবালিকার ওপরেই পুরনো কোনও আক্রোশ ছিল, সে বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং সর্বসাধারণের জন্য নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড (''ব্যাংক'')-এর নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ঋণ/সিকিউরিটিজের বিপরীতে ওভারড্রাফট জাতীয় ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজগুলো বিক্রি করা হবে।
চুক্তি অনুযায়ী ঋণ/সুবিধার শর্তানুযায়ী বকেয়া পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলোকে অনাদায়ী সম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধক কার্যকর করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলোর সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, অন্যথায় ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই বন্ধক রাখা জামানত বিক্রি করার অধিকার রাখবে।
ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধে অবহেলা ও ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাংক ঋণচুক্তি অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের কাছে ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ২২শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার পরে জামানতগুলো বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ অনুসারে এটিকে একটি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ারবাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে এই বিষয়ে কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে দেবে। বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রির অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা থাকে, তার পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১১ই ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৬৮,৭৬৪.৭৭	১৯-নভেম্বর-২৫
২	XXXXXXXXXX১২৩৮	বিজয় কৃষ্ণ চন্দক	১৮,৫৩,৬৭৬.৫৫	১৯-নভেম্বর-২৫
৩	XXXXXXXXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৬৯,৭১৮.৬৩	০৫-ডিসেম্বর-২৫
৪	XXXXXXXXXX০৩৬৭	জয় মুখার্জী	৩,৯৯,৯৩৬.৯৯	০৫-ডিসেম্বর-২৫

তারিখঃ ১৫.১২.২০২৫ স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ভারত সরকারের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/ এন.ই.রেলওয়ে/লোকো শেড গোন্ডা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন উন্মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও বিবরণ

ক্রমিক নং-০১, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ LS-GD-2025-Ovh-Aux-Conv, কাজের বিবরণঃ ''লোকো শেড, গোন্ডায় প্রচলিত বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের অক্সিলিয়ারি মোটরগুলির মেরামত ও ওভারহোলিং (০১ বছরের জন্য)।'' আনুমানিক ব্যয় (টাকায়)ঃ টাকা ৪৮,২৬,৩৪৬.৪৮, কাজ সম্পন্ন করার সময়কালঃ ১২ মাস। আর্নেস্ট মানি (টাকায়)ঃ ৯৬,৫০০/-,
◆ টেন্ডারদাতারা ০৩-০১-২০২৬ তারিখ দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব আপলোড করতে পারবেন। ◆এই ই-টেন্ডার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ। ◆টেন্ডারদাতাদের তাদের প্রস্তাব আপলোড করার আগে ওয়েবসাইটে এই ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত কোনো সংশোধন/শুদ্ধিপত্র দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
দ্রষ্টব্যঃ-(১) এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব পেলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **(২)** সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য, অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, অর্থাৎ **http://www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিইইটি/আরএস, লোকো শেড, গোন্ডা
সিপিআরও/বিদ্যুৎ-২১৪

ছাদ ও ফুটবোর্ডে কখনো ভ্রমণ করবেন না।

NOTICE
TO WHOM IT MAY CONCERN

Notice is hereby given to the public in general and also to inform you that My client Meharia Consortium LLP having their Office at 9, Old Post Office Street, Ground Floor, P.S Hare Street, Kolkata 700001 have been lost the following original Deeds whilst in transit.

1. Bengali Cobala dated 2nd June 1960 registered with the Sub-Registrar, Alipore Sadar in Book No. I, Volume No. 85 at pages 110 to 112 being Deed No. 4846 for the year 1960 between Vidyasagar Ojha as Cobala Data and Basanti Rani Roy as Cobala Grahitri.
2. Bengali Deed of Gift dated 9th January 1985 registered with D.R. Alipore in Book No. I, Volume No. 7 at pages 70 to 75 being Deed No. 309 for the year 1985 between Basanti Rani Roy as Donor and Arup Roy as Donee.
3. Bengali Deed of Gift dated 9th January 1985 registered with D.R. Alipore in Book No. I, Volume No. 6 at pages 285 to 290 being Deed No. 310 for the year 1985 between Basanti Rani Roy as Donor and Anup Roy as Donee.
4. Bengali Deed of Rectification dated 10th September 1987 registered with D. R. Alipore in Book No. I, Volume No. 286 at pages 80 to 85 being Deed No. 13797 for the year 1987.
5. Bengali Deed of Rectification dated 10th September 1987 registered with D. R. Alipore in Book No. I, Volume No. 286 at pages 74 to 79 being Deed No. 13796 for the year 1987.

We have also lodged a General Diary with the Officer-in-charge of Hare Street Police Station vide G. D. Entry No. 1011 on 12-12-2025.

Anybody knowing the whereabouts of the said original Deeds and/or having any claim of any nature whatsoever in respect of the above-mentioned property may inform in writing to the undersigned with documentary evidence in support of such claim within 15 days from the date of this Notice. No claim will be entertained thereafter.

JOYJIT ROY CHOUDHURY
ADVOCATE
High Court, Calcutta
Chamber: Delta House
4, Govt. Place (N),
9th Floor, Room No 918,
Kolkata 700001.
Mob: 9874933559
Email: joyjit.advocate@gmail.com

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন
(ভারত সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা)
নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ, বসন্ত কুঞ্জ, নতুন দিল্লি-১১০ ০৭০
ফোন নম্বরঃ ০১১-২৯৫৮-১০০০১০৫০, ওয়েবসাইটঃ www.aicte.gov.in

পাবলিক নোটিশ

বিষয়ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের এআইসিটিই অনুমোদনের অবস্থা যাচাই প্রসঙ্গে।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) সংসদের একটি আইন (১৯৮৭ সালের ৫২ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেকোনো কারিগরি প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এআইসিটিই-এর কাছ থেকে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

লক্ষ্য করা গেছে যে, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীদারেরা প্রায়শই প্রতিষ্ঠানগুলোর এআইসিটিই অনুমোদনের অবস্থা নিশ্চিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই বিষয়টি সহজ করার জন্য, অংশীদারদের এআইসিটিই-এর ওয়েবসাইট www.aicte.gov.in-এর মাধ্যমে সরাসরি অনুমোদনের বিবরণ যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এআইসিটিই আইন, ১৯৮৭ এবং ভারত সরকারের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের ভারতীদাসন বিশ্ববিদ্যালয় বনাম এআইসিটিই মামলার রায় অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য এআইসিটিই-এর পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অধিভুক্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং পিজিডিএম প্রোগ্রাম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এই ধরনের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।

এআইসিটিই বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকাও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই তালিকাটি এআইসিটিই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

অননুমোদিত কোর্স পরিচালনা করতে দেখা যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে অবহিত করে নিয়মিতভাবে গণবিজ্ঞপ্তি এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানানো হয় এবং তাদের এআইসিটিই-এর অনুমোদন চাইতে বা এই ধরনের প্রোগ্রাম বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলোকেও এই ধরনের ভুলকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিস্তারিত গণবিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে www.aicte.gov.in-এ এআইসিটিই-এর ওয়েবসাইট দেখুন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি জনসাধারণ এবং সকল অংশীদারদের তথ্য ও স্বার্থের জন্য জারি করা হলো।

বিজ্ঞাপন নং. (প্রফেসর শ্যামা রথ)
Regulation Bureau/AICTE/12(01)/2025 মেম্বার সেক্রেটারি এআইসিটিই
cbc21300/12/0011/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/044/APAS/25/2025-2026
Name of work : **Thorough repairing of road surface at Chatawala Gully from X-ing of Black Burn Ln. to 32 Chatawala Gully in Ward No. 44 (PS-25)**; Estimated Cost : ₹ **4,92,754.87 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.01.2026 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **05.01.2026 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 (5 pm)**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/044/030/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer appurtenance at 17, 28 Ratu Sarkar Lane, 1, 2 Srinath Babu Lane, 12, 19, 45 Phears Lane in Ward No. 44**; Estimated Cost : ₹ **4,95,141.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **08.01.2026 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **10.01.2026 - 11 am**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/040/30/2025-2026
Name of work : **Repairing and restoration of footpath and passage at Ramanath Muzumder Street and adjacent area in Ward No. 040. V**; Estimated Cost : ₹ **4,30,482.53 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2026 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **13.01.2026 - 11 am**. ;The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 & 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/128/07
Name of work : **Improvement of latrines from 4 to 10 DL Khan Road in Ward No. 071 (APAS/01/159/128/0007)**; Estimate Amount : ₹ **1,49,144.94 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/120/02
Name of work : **Improvement of concrete passages at 30, 31, Madan Paul Lane and surrounding areas in Ward No. 071 (APAS/01/159/120/0002)**; Estimate Amount : ₹ **2,99,052.14 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/118/02
Name of work : **Improvement of paver block footpath at Beninandan Street in Ward No. 071 (APAS/01/159/118/0002)**; Estimate Amount : ₹ **3,83,066.70 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/117/02
Name of work : **Improvement of footpath at near 62 Harish Mukherjee Road and sourrounding concrete passages in Ward No. 071 (APAS/01/159/117/0002)**; Estimate Amount : ₹ **3,91,504.09 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/115/02
Name of work : **Improvement of footpath paver block near 19 Harish Mukherjee Road and surrounding areas in Ward No. 071 (APAS/01/159/115/0002)**; Estimate Amount : ₹ **3,96,538.96 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/116/04
Name of work : **Improvement of footpath paver block at Chowringhee Terrace and surrounding areas in Ward No. 071 (APAS/01/159/116/0004)**; Estimate Amount : ₹ **3,98,458.13 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

(7) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/128/02
Name of work : **Improvement of paver block footpath and passages near 4A DL Khan to 10 DL Khan Road in Ward No. 071 (APAS/01/159/128/0002)**; Estimate Amount : ₹ **3,97,315.73 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/116/06
Name of work : **Improvement of footpath paver block at Gokhale Road and surrounding areas in Ward No. 071 (APAS/01/159/116/0006)**; Estimate Amount : ₹ **3,94,207.80 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 1 to 8)**; Last date and time of submission of bid : **22.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8)**; Tender will be opened on : **24.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8)**; The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/132/029/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Repairing of Community Toilets at different places of D. H. Road (Slum Area) under Booth No.-46 in Ward No. 132**; Estimated Cost : ₹ **4,81,272.11 (Incl. GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/XIV/132/030/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Improvement of C.C. passage at D.H. Road bye lane (Slum Area) near Pr. No. 34/6, 36/6 etc. in Ward No. 132**; Estimated Cost : ₹ **3,40,383.10 (Incl. GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **25 Days (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/XIV/131/10/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of concrete passage near Pr. No. 40/39, U.B. Road in Ward No. 131 (Part No. 12)**; Estimated Cost : ₹ **3,40,991.54 (Incl. GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/XIV/132/018/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer by providing catchpith and their connection at 19, 18/1, Mayadasi Road bye lane etc. in Ward No. 132**; Estimated Cost : ₹ **3,39,942.79 (Incl. GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/XIV/132/019/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Construction of U/G sewer and improvement of C.C. pasasage at Mayadasi Road bye lane near Pr. No. 17/2, 17/3, P-24/13 etc. in Ward No. 132**; Estimated Cost : ₹ **4,88,924.15 (Incl. GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 3 to 5)**; Last date of submission of bid : **29.12.2025 upto 5 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; Tender will be opened on : **31.12.2025 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://etenders.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/XVI/APAS/325/125/059/25-26
Name of work : **Imp. of road at Paschimpara bye lane near Pre. 22/23 in Ward No. 125**; Estimated Cost : ₹ **1,93,643.23 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.01.2026 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **03.01.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (5 pm)** from the website **https://etenders.wb.nic.in** 1700/25-26

খাবারদাবার

স্বাদে বৈচিত্র আনুন ঃ ভাতের সঙ্গে পুর ভরা সিম ভাজা রান্নার সহজ রেসিপি

অতিথি আপ্যায়ন থেকে দৈনন্দিন খাবারের বৈচিত্র্য - পুর ভরা সিম ভাজা এক নতুন চমক! সিম, যা সাধারণত ভাজা, ভর্তা বা ঝোলেই বেশি ব্যবহৃত হয়, সেই সিমের রূপও কিন্তু হতে পারে চমকপ্রদ। ভাতের সঙ্গে একঘেয়ে খাবারের পাশাপাশি যদি নতুন কিছু চাও, তাহলে এই পুর ভরা সিম ভাজা হতে পারে আপনার পরবর্তী ডিশ। টাটকা সিমের মধ্যে পুর ভরে ভাজা হয়ে উঠবে গরম ভাতের সঙ্গে মজাদার এক নতুন সংযোজন। বাইরের দিকে দেখতে কিছুটা বেগুনি বলে মনে হলেও, কামড় দিলেই উঠে আসবে এক নতুন স্বাদ, যা আপনার রোজকার খাবারের ধরনকে বদলে দিতে পারে।

উপকরণঃ ৫-৬টি তাজা সিম, ৩ টেবিল চামচ নারকেল বাটা, ১ টেবিল চামচ সর্ষে-পোস্ত বাটা, ১ চা-চামচ কালো জিরে, ১ চা-চামচ কাঁচালঙ্কা বাটা, স্বাদমতো নুন, আধ চা-চামচ হলুদ, ৪ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো, স্বাদমতো চিনি

আধ চা-চামচ বেকিং পাউডার বা খাওয়ার সোডা, তেল (ভাজার জন্য),

প্রণালীঃ প্রথমে সিমগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর সিমের দুই প্রান্ত কেটে, ছুরি দিয়ে সেগুলোকে লম্বালম্বি ফালা করে নিন। সিমের ভিতর থেকে বীজ বের করে নিন। চামচ বা ছুরির সাহায্যে সিমের ভিতরের অংশটি পরিষ্কার করে নিন। এতে করে সিমের মধ্যে একটা পকেটের মতো তৈরি হয়ে যাবে, যাতে পরে পুর ভরা যাবে। এরপর, সিমের উপর অল্প নুন ও তেল মাখিয়ে, সিমগুলোকে ভাপিয়ে নিন। একটি বড় পাত্রে পানি গরম করে, তার উপর ঝাঁঝরির ওপর সিমগুলো রেখে মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে দিন। এইভাবে সিম হালকা সেদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু একদম নরম হবে না।

এবার পুর তৈরির কাজ শুরু করুন। একটি পাত্রে নারকেল বাটা, সর্ষে-পোস্ত বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, স্বাদমতো নুন এবং সর্ষের তেল দিয়ে ভালোভাবে মেশান। সিমের ভিতরে এই পুরটি ঠেসে ঢুকিয়ে দিন। সিমের পকেটগুলো পূর্ণভাবে ভরে নিন যাতে স্বাদ সম্পূর্ণভাবে সিমের মধ্যে চলে যায়। এবার সিমের বাইরের আস্তরণ তৈরির জন্য একটি পাত্রে বেসন, চালের গুঁড়ো, খাওয়ার সোডা, নুন, স্বাদমতো চিনি, হলুদ এবং কালো জিরে দিয়ে ভালো করে মেশান। এতে মসৃণ মিশ্রণ তৈরি হবে। মিশ্রণটি ভালোভাবে ফেটান, যাতে বাইরের আস্তরণটি সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে। আপনি চাইলে পোস্ত দানাও যোগ করতে পারেন, যা সিমের বাহ্যিক স্বাদ বাড়াবে। এখন পুর ভরা সিমগুলো বেসনের মিশ্রণে ডুবিয়ে, গরম তেলে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে সেগুলো তুলে নিন এবং অতিরিক্ত তেল শুষে নেওয়ার জন্য কিচেন টাওয়েল বা টিস্যু পেপারে রেখে দিন। কীভাবে পরিবেশন করবেন? পুর ভরা সিম ভাজা গরম ভাতের সঙ্গে দারুণভাবে চলে। বিকেলের সন্ধ্যায়, সান্ধ্য চা-আড্ডায়, বা অতিথি আপ্যায়নে এই সিম ভাজা এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। আপনি যদি একঘেয়ে ভাজাভুজি খাবারের বাইরে কিছু নতুন খেতে চান, তবে এই রেসিপি আপনার জন্য আদর্শ। বাড়ির ছোটোদের জন্যও এটি হতে পারে একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। এই ভাজা সিম খেতে যে কতটা সুস্বাদু হতে পারে, তা একবার খেলে বুঝতে পারবেন। প্রতিদিনের রান্নার রুটিনে স্বাদের বৈচিত্র আনতে এই নতুন পদটি মিস করবেন না। স্বাদে বৈচিত্র আনুন, পুর ভরা সিম ভাজা এখন আপনার রান্নাঘরে!

শীতের সন্ধ্যায় বাঁধাকপির রোল ঃ স্ন্যাক্স হিসেবে নতুন রেসিপি

শীতের সন্ধ্যায় আদ্যোপান্ত নিরামিষ স্ন্যাক্স তৈরির খোঁজে আছেন? বাঁধাকপি দিয়ে বানানো রোল হতে পারে আপনার পরবর্তী স্ন্যাক্স! মাংস বা চিংড়ির পুর ছাড়াও, শুধুমাত্র বাঁধাকপি এবং সহজ কিছু উপকরণ দিয়ে একেবারে নতুন স্বাদে রোল বানানো যায়। শীতকালীন মরসুমের সবজি দিয়ে এই রোল তৈরি করলে, তা না শুধু নতুনত্ব আনবে, বরং পরিবার এবং অতিথিদের মনও জয় করবে। যে সমস্ত পদ আমরা সাধারণত জানি - ভাজা, ভর্তা বা ঝোল - তার বাইরে এক অন্যরকম স্বাদের রোলের পেছনে রয়েছে বাঁধাকপির অদ্ভুত যাদু। চলুন, জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সহজেই এই সুস্বাদু বাঁধাকপির রোল তৈরি করা যায়! উপকরণঃ(১০টি রোলের জন্য)- ১টি টাটকা বড় বাঁধাকপি, ২টি টম্যাটো, ৪-৫টি কাঁচালঙ্কা, ১ টেবিল চামচ ধনেপাতাকুচি পরিমাণমতো সর্ষের তেল, ১ চা-চামচ ভাজা মশলা (জিরে, পাঁচফোড়ন, ধনে, শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেওয়া), ৫টি পনির (অথবা আপনি আমিষ খাবার পছন্দ করলে চিংড়ি বা চিকেন কিমা ব্যবহার করতে পারেন),, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, হলুদগুঁড়ো, বেকিং পাউডার, স্বাদমতো নুন।

প্রণালীঃ প্রথম ধাপঃ রোলের পুর তৈরি-প্রথমে রোলের পুর তৈরি করতে হবে। পনিরটি ছোট ছোট টুকরো করে গ্রেট করে নিন। একটি কাইতে সামান্য তেল গরম করুন। তারপর সেখানে অল্প কালোজিরে (নিরামিষ চাইলে পেঁয়াজকুচিও যোগ করতে পারেন) ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ না দিলে, সরাসরি পনির ঢেলে দিন। এবার, পনিরের সাথে ট্যমাটো কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, ধনেপাতাকুচি, এবং ভাজা মশলা দিয়ে দিন। সামান্য হলুদগুঁড়ো, নুন এবং চিনিও মিশিয়ে দিন। সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে একটি এক ধরনের মাখা মাখা মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণটি ধীরে ধীরে কষাতে থাকুন, যতক্ষণ না তেল ছেড়ে দেয়। এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এছাড়া, পনিরের বদলে আপনি আলু সেদ্ধ করেও এই পুর ব্যবহার করতে পারেন। যদি মাংস বা মাছ যোগ করতে চান, তবে আপনি চিংড়ি মাছ বা চিকেন কিমাও দিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে আগে চিংড়ি বা মাংস ভালোভাবে ভেজে নিয়ে বেটে নিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপঃ রোলের মোড়ক বা শিট তৈরি করা। এবার, রোলের মোড়ক তৈরি করতে হবে। একটি বড় পাত্রে গরম জল নিয়ে সেখানে স্বাদমতো নুন যোগ করুন। বাঁধাকপির বাইরের দু'টি পাতা ফেলে দিয়ে, একটি একটি করে পাতাগুলি ছড়িয়ে নিন। এরপর, সেগুলো নুন-জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই যথেষ্ট। এই ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে পাতাগুলো ছিঁড়বে না এবং রোল মুড়াতে সুবিধা হবে। এখন, পাতাগুলি জল থেকে তুলে নিয়ে কিছুটা জল ঝরিয়ে দিন। এরপর, এক একটি পাতার এক প্রান্তে তৈরি করা পুর দিয়ে ধীরে ধীরে মুড়িয়ে নিন। এইভাবে যতগুলি রোল বানাবেন, ততগুলি বাঁধাকপির পাতা ছড়িয়ে নিন এবং প্রতিটি রোল তৈরি করে এক একটি রোল ব। থালায় সাজিয়ে রেখে দিন। তৃতীয় ধাপঃ ব্যাটার তৈরি করা-এবার রোলের বাইরের আস্তরণ বা ব্যাটার তৈরি করতে হবে। ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার, নুন মিশিয়ে ভালোভাবে শুকনো করে নিন। তারপর, ধীরে ধীরে জল যোগ করে একটি মসৃণ ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারটি না খুব ঘন হবে, না খুব পাতলা। এটি যেন মাঝারি ঘনত্বের হয়, সেইভাবে জল দিয়ে ব্যাটারটি মিশিয়ে নিন। ব্যাটার তৈরি হয়ে গেলে, মিনিট দুয়েক ঢাকা দিয়ে রাখুন। চতুর্থ ধাপঃ রোল ভাজা-এখন কড়াইতে তেল গরম করুন। কড়াইয়ের চারপাশে হাতা দিয়ে তেল মাখিয়ে নিন। এক এক করে রোলগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে, তেল গরম হওয়া শুরু হলে একে একে রোলগুলো তেলে ছেড়ে দিন। মোড়কের শেষ প্রান্তটি কড়াইয়ের তলায় রাখুন, যাতে রোল খুলে না যায়। বেকিং পাউডারের সাহায্যে রোলের বাইরের আস্তরণ ফুলে যাবে এবং ক্রিস্পি হয়ে উঠবে। ধীরে আঁচে রোলগুলো ভাজতে থাকুন, যেন সেগুলি পুরোপুরি সোনালি রঙের হয়। মাঝেমাঝে উল্টে উল্টে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে, রোলগুলো তুলে নিয়ে কিচেন টাওয়েল বা টিস্যু পেপারে রেখে অতিরিক্ত তেল শুষে নিতে দিন। পরিবেশনঃ এই গরম গরম বাঁধাকপির রোলগুলো পরিবেশন করতে পারেন শীতকালীন সবজির সাথে। গাজর, শসা, বা পেঁয়াজ কুচি করে পাশে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আপনি চাইলে, উপরে অল্প ট্যমাটো সস ছড়িয়ে পরিবেশন করতে পারেন। এমনকি একটু পেঁয়াজের রায়তা বা ঠান্ডা দইয়ের সঙ্গে পরিবেশন করলে, তা আরও স্বাদ বাড়িয়ে দেবে। এটি হয়ে উঠবে এক আদর্শ স্ন্যাক্স ঃ শীতের সন্ধ্যায় এক কাপ চা বা কফির সঙ্গে এই বাঁধাকপির রোল খেতে আরও মজা। সান্ধ্য আড্ডায়, পার্টি বা অতিথি আপ্যায়নে এটি একটি নতুন এবং সুস্বাদু অপশন হতে পারে। বাঁধাকপির এমন নতুন রূপ আপনার খাওয়ার অভ্যাসে বৈচিত্র্য আনবে এবং বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হয়ে উঠবে। নতুন রেসিপি, নতুন স্বাদ - শীতের সন্ধ্যায় বাঁধাকপির রোলের সঙ্গে ঝরঝরে স্ন্যাক্সের আনন্দ উপভোগ করুন!

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের শেষ কোথায়? তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এয়ারডোয়ানের আশাবাদ, তবে শান্তি আসবে কি?

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে চলছে এক তীব্র সংঘাত, যা এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়। প্রায় ১১ মাস ধরে চলা এই যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে বিশ্বের সকলেই চিন্তিত। দুই দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক মহল উভয়েই উদ্বেজিত, এর কারণ- শান্তির সন্ধান এখনও অধরা। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব একাধিকবার চেষ্টা করেছেন এই সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য, তবে এখনও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এই সংঘাতের অবসান বিষয়ে নতুন আশার আলো দেখালেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইপ এয়ারডোয়ান। গত কয়েক দিন আগে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি ঘোষণা করেছেন, শান্তি আর বেশি দূরে নেই। এমন বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সংঘাতের অবসান নিয়ে কিছুটা আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে কি সত্যিই শান্তি আসছে? রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে বিশ্বের আলোচনার শেষ কোথায়?

তুরস্কের শান্তির প্রচেষ্টা- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই তুরস্ক একাধিকবার মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে শান্তি আলোচনার জন্য তুরস্ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে, গত বছর তুরস্ক রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে তুরস্কে শান্তি বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকে কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

নামখানা ব্লকে পালিত হলো সুন্দরবন উৎসব

নামখানা ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও পালিত হল সুন্দরবন উৎসব। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি এবং নামখানা ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর নামখানা বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো সু ন্দরবন উৎসব ২০২৫। সকাল দশটায় সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ বর্ণাঢ্য পদযাত্রা আরম্ভ হয় মদনগঞ্জ বাস স্টপেজ হতে মূল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন অব্দি। এই পদযাত্রায় পায়ে পা মেলান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মজুমদার, ছিলেন নামখানা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত মল্লিক, উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস,উদ্যান পালন বিভাগের আধিকারিক মলয় কুমার দাসসহ নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সকল কর্মাধ্যক্ষ তথা সমস্ত সদস্য সদস্যবৃন্দ, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ধীরেন দাস থেকে শুরু করে এনসিসি ক্যাডেট সহ শতাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে নামখানা চক্রের অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। যেমন রবীন্দ্র সংগীত, লোকনৃত্য, আবৃত্তি, বসে আঁকো ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ টি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী স্টল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বনদপ্তর, কৃষি দপ্তর,উদ্যান পালন দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, কাগজের দেশ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির ছাত্রছাত্রী প্রদত্ত মডেল সমাহারে স্টুডেন্ট কর্নার। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক হাতের কাজ এবং খাবারের স্টল দিয়েছিলেন সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নামাঙ্কিত বিভিন্ন স্বনিচর্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। সুন্দরবন বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সেমিনার প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ কুইজ প্রতিযোগিতা, সান্ধ্যকালীন বিভিন্ন সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত ছিল এই অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর হতে প্রেরিত এক লোকশিল্পীর লোকগীতি এক অকৃত্রিম ভালোলাগার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ ই ডিসেম্বর নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি এবং নামখানা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা পরিক্রমা ২০২৫ আয়োজিত হয়েছিল। তার চূড়ান্ত স্থানাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেরা প্রতিমা। সেরা মন্ডপ ও আলোকসজ্জা এবং সেরা পরিবেশ ভিত্তিক শারদ সম্মান। পাশাপাশি এই পর্বেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় শারদ সম্মান ২০২৫ সেরার সেরা সম্মাননা এবং নগদ ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় বকখালি পল্লী সমাজের হাতে। এই উৎসবে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের একটি পুস্তিকা মো।ক - উন্মোচন করা হয়। যাতে ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত কাজের বিবরণ দেওয়া রয়েছে।একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান মঞ্চ যেমন মাতিয়ে রেখেছিলেন ঐকতান কলা ভবন তেমনই সুরের ছোঁয়ায় গুণমুগ্ধ করে তুলেছিলেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শ্রীমতি সোমা বেরা এবং তুলসী মাইতি। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি এবং নামখানা ব্লক প্রশাসনের সম্মিলিত অনুমতিক্রমে সু ন্দরবন উৎসব পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্থাৎ নোডাল অফিসার হিসেবে সামগ্রিক দায়িত্বভার প্রদান করা হয় উদ্যান পালন বিভাগের আধিকারিক মলয় কুমার দাসকে।

পশ্চিমবঙ্গে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে রেল স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ রাজ্যসভায় .জানিয়েছেন যে, রেল মন্ত্রক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাহায্যে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প চালু করেছে। আজ রাজ্যসভায় সাংসদ শ্রী শমিক ভট্টাচার্য উত্থাপিত এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে রেলমন্ত্রী জানান যে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত ১০১-টি রেল স্টেশনের প্রতিটির বর্তমান অগ্রগতির অবস্থা, যার মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া কাজের শতাংশ, এই প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে যে সাতটি স্টেশনে উন্নয়ন কাজ এখনও শুরু হয়নি সেগুলির নাম ও তার কারণ, অবশিষ্ট স্টেশনগুলিতে কাজ শেষ হওয়ার প্রত্যাশিত সময়সীমা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য মন্ত্রকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং এই স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা, প্রবেশযোগ্যতা ও আন্ত ঃ-মাধ্যমের সংহতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কী কী মূল পরিকাঠামো উন্নয়ন ও যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে - সেই সব প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য সেগুলিকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা। এই মাস্টার প্ল্যানিং-এর অন্তর্ভুক্ত হলঃ স্টেশনে প্রবেশাধিকার এবং সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন সাধন,শহরের উভয় দিকের সঙ্গে স্টেশনের সংহতিকরণ স্টেশন ভবনের উন্নতিসাধন, অপেক্ষাগার, শৌচালয, বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের বুথের উন্নতিসাধন,যাত্রী চলাচলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজএয়ার কনকোর্স স্থাপন, লিফট এসকালেটরর্যাম্প (ঢালু পথ) নির্মাণ করা। প্ল্যাটফর্মের তলদেশ ও প্ল্যাটফর্মের উপর আচ্ছাদনের উন্নতিব্যবস্থা করা।‘ স্টেশন এক পণ্য’ -এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের বিপননের জন্য ছোট দোকান স্থাপন,পার্কিং এলাকা, বহুমাধ্যমের সংহতিসাধন (বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার সংযোগ)। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধা।উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা। প্রতিটি স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক মিটিং-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান, পরিবেশের সৌন্দর্যবর্ধন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান যে, এই প্রকল্পে প্রয়োজন, পর্যায়ক্রম এবং সম্ভাব্যতা অনুসারে পরিবেশবান্ধব ও স্থিতিশীল সমাধান, ব্যালাস্ট হীন ট্র্যাক ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনটিকে একটি সিটি সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রী বৈষ্ণব জানান যে, এখন পর্যন্ত অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মোট ১৩৩৭-টি স্টেশন উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১০১-টি স্টেশন রয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Mamata Begam (old name) residing at Puratan line , Suri, Suri, Dist- Birbhum, Pin-731101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAMATA BEGAM to MAMATA BEGUM and henceforth I shall be known as MAMATA BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/12/2025. MAMATA BEGAM and MAMATA BEGUM both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurul Huda Layek (old name) residing at Puratan line , Suri, Suri, Dist- Birbhum, Pin-731101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NURUL HUDA LAYEK to NURUL HUDA and henceforth I shall be known as NURUL HUDA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/12/2025. NURUL HUDA LAYEK and NURUL HUDA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asok kumar Chakraborty (old name) residing at Bagdahar, Jiaganj, Jiaganj, Dist- Murshidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASOK KUMAR CHAKRABORTY to ASHOK CHAKRABORTY and henceforth I shall be known as ASHOK CHAKRABORTY (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 14/12/2025. ASOK KUMAR CHAKRABORTY and ASHOK CHAKRABORTY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SK JIYAUDDIN,S/o-SK Sajahan, Vill- Paschim Panchla,P.O- Dhunki,P.S- Panchla, Dist- Howrah,PIN-711322, That Sk Jiyauddin,S/o- SK sajahan and Sk Jiauddn S/o- Sajahan, and Sk Sajahan and Sk. sahajahan are the same and one identical person.(That my mother orginal name is Johra Begam)Johra Begam and Johura Begam same person. Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah.

CHANGE OF NAME

I, Harish Sharma (Old name) son of Mahaveer Prasad Sharma, residing at 8th floor, Flat-8B, Block -4, Natural City Lake Town, 1204, Dakshindari Road, Dist - 24 Parganas(North), Pin-700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Harish Kumar Sharma (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/12/2025.Harish Sharma (Old name) and Harish Kumar Sharma (New name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Molla Samiulla (old name) son of Mollah Md Sahidullah, residing at Vill & P.O – Akuni, Kazipara, P.S –Chanditala-1, Dist: Hooghly, Pin: 712701, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Molla Samiullah (new name) as declared before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate Serampore, Hooghly vide affidavit No.14913 dated 12/12/2025. Molla Samiulla (old name) and Molla Samiullah (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samiran Sanfui (Old Name) W/o Raosan Sanfui Residing at Vill - Rajakgohalia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Samiran Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Samiran Sanfui (Old Name) and Samiran Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rawsan Sanfui (Old Name) S/o Ziyad Sanfui Residing at Vill - Rajakgohalia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Raosan Sanfui (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Rawsan Sanfui (Old Name) and Raosan Sanfui (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, S K Sanwar Ali (Old Name) S/o Saukat Ali Residing at Makaltala, Jagadishpur, Howrah, District - Howrah, Pin - 711114, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Sanwar Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. S K Sanwar Ali (Old Name) and Sekh Sanwar Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, S K Shoaib Ali (Old Name) S/o Sekh Sanwar Ali Residing at Makaltala, Jagadishpur, Howrah, District - Howrah, Pin - 711114, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Shoaib Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. S K Shoaib Ali (Old Name) and Sekh Shoaib Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarfaraj Mullick (Old Name) S/o Jakir Hussain Mullick Residing at Gopalpur, Maheshtala (M), P.o - Sarkarpool, District - South 24 Parganas, Pin - 700143, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sarfaraz Mullick (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 12-12-2025. Sarfaraj Mullick (Old Name) and Sarfaraz Mullick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Akram Ali Khan S/o Late Hyder Ali Residing at Premises no. 99/E/1, Cossipore Road, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin- 700002, West Bengal India that my deceased father who previously known as Haidar Ali (Old Name) shall henceforth be known as Hyder Ali (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 10478 dated 13-10-2025. I declare that my deceased father Haidar Ali (Old Name) and Hyder Ali (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajoy Porey (old name) son of Late Nandalal Porey, residing at Vill: Ghoshpur, P.O – Benyajola, Hooghly –712613, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Porey (new name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Arambagh, Hooghly, vide affidavit No. 15233 dated 25/11/2025. Ajoy Porey (old name) and Ajay Porey (new name) both are same and one identical person.

তাইল্যান্ড-কাম্বোডিয়া সংঘর্ষবিরতি আলোচনা ভেস্তে গেল

সংবাদ সংস্থা, ১৪ ডিসেম্ভর ঃব্যাংকক, থাইল্যান্ড,১৪ ডিসেম্বরঃ থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘর্ষের অবসান আসছে না। শনিবার থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাইক স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, থাইল্যান্ড সীমান্তে সেনা অভিযান চালিয়ে যাবে এবং সংঘর্ষবিরতি চুক্তি সই হয়নি। এর ফলে, দুটি দেশের মধ্যে নতুন করে সংঘাতের আগুনে ঝাঁপিয়ে প।ার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। গত ২৬ অক্টোবর, মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এক চুক্তিতে থাইল্যান্ড এবং কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা স্থায়ী সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্তে সই করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক চুক্তি সাক্ষী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, খুব দ্রুতই চুক্তিটি স্থগিত হয়ে যায়, এবং দুই দেশ আবার সংঘাতে জ।ায়ে পড়ে। এর মধ্যে, মালয়েশিয়ার উদ্যোগে থাইল্যান্ড এবং কাম্বোডিয়া সংঘর্ষবিরতির আলোচনায় বসে, কিন্তু কোনো রফাসূত্র বের হয়নি, জানিয়ে দেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম সংঘর্ষবিরতির জন্য আশা প্রকাশ করেছিলেন এবং শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন। তবে, বাস্তবে তা ঘটেনি। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ওয়েচায়াচাইক জানিয়ে দিয়েছেন, থাইল্যান্ড সেনা অভিযান চালিয়ে যাবে এবং যুদ্ধের অবসান এখনই সম্ভব নয়। তবে, কাম্বোডিয়া শান্তি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে, এবং তারা যে কোনো থাই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে তাদের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে। গত ১০ নভেম্বর, সীমান্তে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে দুই সেনা গুরুতর আহত হওয়ার পর থাইল্যান্ড কাম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর থেকেই নতুন করে সংঘাতের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়। সংঘর্ষে ইতিমধ্যে দুই দেশের বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হয়েছেন। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছে এবং মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, থাই-কাম্বোডিয়া সংঘর্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়ে বলেন, আমি এই পরিস্থিতি নিয়ে থাইল্যান্ড এবং কাম্বোডিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলব। কে জানে, হয়তো আমার ফোন কলের পর যুদ্ধ থেমে যেতে পারে! তবে, ট্রাম্পের ফোন কল আদৌ দুই দেশের সরকারের কাছে পৌঁছেছে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এছাড়া, ভারতও এই সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং দুই দেশের শান্তি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। তবে, পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে, বিশেষ করে হাজার বছরের পুরনো মন্দিরের ক্ষতির কারণে। থাইল্যান্ড এবং কাম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ পান্না ত্রিভুজ অঞ্চলটি, যা থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া ও লাওসের সীমান্তবর্তী এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের দখল নিয়ে তীব্র বিরোধ চলছে। ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) এই অঞ্চলের মালিকানা কাম্বোডিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিল, তবে থাইল্যান্ড তা মেনে নেয়নি। চলতি বছরের মে মাসে, কাম্বোডিয়া সেখানে সেনা শিবির ও পরিখা নির্মাণ শুরু করে, যা নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে সরাসরি সংঘর্ষের মধ্যে দুই দেশের সেনাবাহিনী জ।ায়ে প।লে, সংঘাতে একাধিক সেনা ও অসামরিক নাগরিক হতাহত হয়। অক্টোবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি হলেও, তা এখন শুধুই কাগজে-কলমে রয়ে গেছে। এছাড়া, এই সীমান্ত সংঘর্ষের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় ঘটছে। থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পালাচ্ছে। মানবিক সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি তপর হলেও, সংঘাতের প্রভাব ভয়াবহ এবং মানুষের জীবনে যে ক্ষতি হচ্ছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। তথ্যপ্রমাণ এবং বিভিন্ন সংকটের মধ্যে, সংঘর্ষবিরতি চুক্তি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে তীব্র অমিল সৃষ্টি হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আরও বড় সংকট তৈরি করতে পারে। একদিকে থাইল্যান্ড যেখানে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চায়, অন্যদিকে কাম্বোডিয়া শান্তি আলোচনা চালাতে ইচ্ছুক। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ এবং মিডিয়ার মনোযোগ দুই দেশকে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে বাধ্য করতে পারে, তবে তা সহজ হবে না।থাইল্যান্ড-কাম্বোডিয়া সীমান্তে সংঘাতের পরিস্থিতি, বিশেষত পান্না ত্রিভুজের দখল নিয়ে উত্তেজনা এবং আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে, কিভাবে শান্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় তা সময়ই বলবে।

ট্রাম্পের ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ স্কিমে নাগরিকত্ব বাণিজ্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক

সংবাদ সংস্থা, ১৪ ডিসেম্ভর ঃ আন্তর্জাতিক অভিবাসননীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মার্কিন ভিসা ব্যবস্থাকে লাভজনক পথে এগোতে হবে। অবশেষে সেটি বাস্তবায়িত করলেন ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ নামে এক নতুন ইমিগ্রেশন স্কিম চালু করে। লঞ্চ ইভেন্টে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, এই প্রোগ্রাম আমেরিকার কোষাগার ফুলেফেঁপে তুলবে-এবং তাঁর কথায় পরিষ্কার, এ বার অভিবাসন শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং পকেটের গভীরতার ওপরও নির্ভর করবে। নতুন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিদেশি আবেদনকারী যদি একবারে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার-অর্থা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯ কোটি টাকা-বিনিয়োগ করতে পারেন, তবে তিনি সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক অধিকার পেতে পারেন। এটি গ্রিন কার্ডের মতো হলেও ট্রাম্প দাবি করছেন, গোল্ড কার্ডের সুবিধা আরও বেশি, সময় কম লাগে, আর নিরাপত্তা কঠোর। এমনকি এই স্কিমের জন্য বিশেষ একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও চালু করা হয়েছে যেখানে ইতিমধ্যেই অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। নতুন স্কিমের অন্যতম আকর্ষণ হল দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ। তবে এর প্রতিটি ধাপে রয়েছে অর্থনৈতিক চাপ। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী- গোল্ড কার্ডের ব্যক্তিগত আবেদন করতে ১৫,০০০ ডলার প্রসেসিং ফি জমা দিতে হবে। আবেদন বাতিল হলেও এই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না। কাগজপত্র, ভেরিফিকেশনের পর অনুমোদন মিললে জমা দিতে হবে ১০ লক্ষ ডলার। রুলবুকে বলা হয়েছে, বিনিয়োগ অবশ্যই মার্কিন অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে এমন ক্ষেত্রেই করতে হবে, তবে তা ফেরতযোগ্য নাকি চিরস্থায়ী-এ বিষয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, এটি কার্যত নাগরিকত্ব বিক্রির পথ খুলে দিয়েছে। গোল্ড কার্ড শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, কর্পোরেট সংস্থার জন্যও চালু করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী- কোনও কোম্পানি যদি বিদেশি কর্মী স্থায়ীভাবে আমেরিকায় রাখতে চায়, প্রতি কর্মীর জন্য ১৫,০০০ ডলার প্রসেসিং ফি লাগবে। যাচাই শেষে দিতে হবে ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার-যা ব্যক্তিগত গোল্ড কার্ডের দ্বিগুণ। তবে কোম্পানি যদি নতুন কর্মী আনে, তখন আবার ২০ লক্ষ ডলার দিতে হয় না-শুধু ১৫,০০০ ডলারের প্রসেসিং ফি দিলেই হবে। এতে স্পষ্ট-বিশাল আর্থিক পরিকাঠামো থাকা কোম্পানিগুলোর হাতে অভিবাসী কর্মী নির্বাচন ও ধরে রাখার ক্ষমতা আরও ব্যাপকভাবে চলে যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই

ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি কর্মী ভিসার ফি বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। সে সময় ট্রাম্প সাফ জানিয়েছিলেন-আমেরিকার নাগরিকেরা যেন বিদেশি কর্মীদের কারণে চাকরি না হারান। কিন্তু গোল্ড কার্ড চালুর পর অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে এই স্কিমের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে বিদেশিদের স্থায়ীভাবে আমেরিকায় থাকার অনুমতি দিচ্ছেন না? সমালোচকদের মতে, এই প্রকল্প ঘোষণার আগেই ট্রাম্প তার নিজের লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলেন-রাষ্ট্রের আয় বা।ানো। আবার সমর্থকদের মতে, এতে আমেরিকায় বিনিয়োগ বাড়বে এবং প্রযুক্তি-বাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব মেটাবে। লঞ্চ ইভেন্টে ট্রাম্প জানান, প্রযুক্তি খাতে অভিবাসন অনিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে অ্যাপলের সিইও টিম কুকই তাঁকে প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন। ট্রাম্পের দাবি-দীর্ঘদিন ধরে ভারত, চিন, ইউরোপের অসংখ্য প্রতিভাবান স্নাতক ভিসার অনিশ্চয়তার জন্য আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতেন। এখন কোম্পানিগুলো তাদের প্রিয় দক্ষ কর্মীদের স্থায়ীভাবে আমেরিকায় ধরে রাখতে পারবে। ট্রাম্প আরও বলেন, গ্রিন কার্ড পদ্ধতির ধীরগতি বা প্রশাসনিক জটিলতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর নিয়োগব্যবস্থাকে সমস্যায় ফেলত। গোল্ড কার্ডের মাধ্যমে তিনি সেই দীর্ঘসূত্রিতা কাটাতে চাইছেন।

কিন্তু কী বলছে আমেরিকার জনমত? স্কিমটি ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সমর্থকরা বলছেন-আমেরিকার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। বিনিয়োগ বা।বে, চাকরির সুযোগ তৈরি হবে।প্রযুক্তি ও গবেষণায় প্রতিভা ধরে রাখা সহজ হবে।

বিরোধীরা বলছেন- মার্কিন নাগরিকত্ব এখন টাকা দিয়ে কেনা যাবে-এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে। অভিবাসননীতির মূল নীতি-যোগ্যতা ও মূল্যবোধ-উপেক্ষিত। মধ্যবিত্ত বিদেশিদের নাগরিকত্ব পাওয়া আরও কঠিন হয়ে গেল।এটি ধনী দেশগুলোর ‘ ইমিগ্রেশন’ নীতি। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন-এতো কোটি টাকা কি সাধারণ দক্ষ অভিবাসী দেবেন? তাহলে এই স্কিম কাদের জন্য? ট্রাম্পের বার্তা স্পষ্ট-মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থার প্রবেশদ্বার আরও সঙ্কুচিত হবে, কিন্তু যাঁদের পকেট গভীর, তাঁদের জন্য পথ হবে আরও মসৃণ। এই নীতি ভবিষ্যতে আমেরিকার বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সব জায়গাতেই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ নিঃসন্দেহে অভিবাসননীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। কেউ একে টাকার বিনিময়ে নাগরিকত্ব বিক্রি বলছেন, কেউ একে বলছেন নতুন অর্থনৈতিক দিশা। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়-এই নীতির ফলে আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারায় বড়সড় পরিবর্তন আসছে, এবং তার ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রভাব আগামী বছরগুলোতে আরও স্পষ্ট হবে।

জেলারখবর

দেশি মদকে রাশিয়ান ভদকা ভেবে দেদার পান! ফরাসি পর্যটকের কাণ্ডে তোলপাড় আলিপুরদুয়ার

সংবাদসংস্থা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ দেশি মদকে রাশিয়ান ভদকা ভেবে একের পর এক গ্লাস উজাড় করে পান করেছিলেন তিনি। তার পর নেশার ঘোরে যা ঘটালেন, তাতে আলিপুরদুয়ারে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল। জেলা প্রশাসন, পুলিশ থেকে শুরু করে হাসপাতাল- সবাইকে নাজেহাল করে ছাড়লেন বছর ৪৫-এর ফরাসি নাগরিক অগাস্টভ। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর খোঁজ মিলল একটি হোটেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় কুড়ি দিন আগে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে মন্টি নামে এক যুবকের বাড়িতে আসেন অগাস্টভ। সোশ্যাল

মিডিয়ায় আলাপ মন্টি র সঙ্গে। বন্ধুর জন্মদিন উদ্যাপন করতেই ফ্রান্স থেকে ভারতে আসেন তিনি। তবে ভারতে পৌঁছেও প্রথমে মন্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি অগাস্টভ। মন্টির মোবাইল বন্ধ থাকায় দিশাহারা হয়ে পুলিশের দ্বারস্থও হন তিনি। চার দিন পর অবশেষে মন্টির খোঁজ পান অগাস্টভ। সোজা তুফানগঞ্জে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হন। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে মন্টির হাতে তুলে দেন একটি দামি আইফোন। এরপর বেশ কয়েক দিন তুফানগঞ্জেই ছিলেন ওই ফরাসি নাগরিক। সব কিছুই তখন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাত ন'টার পর পরিস্থিতি হঠাৎই বদলে যায়। ঘুরতে ঘুরতে আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিশা এলাকায় হাজির হন অগাস্টভ। সেখান থেকেই শুরু হয় বিতর্কিত অধ্যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, বারোবিশার একটি মদের দোকানে ঢুকে গ্লাসের পর গ্লাস দেশি মদ পান করতে থাকেন তিনি। অগাস্টভের ধারণা ছিল, তিনি খুব রাশিয়ান ভদকা খাচ্ছেন। দেদার মদ্যপানের পর নেশা চড়তেই আচরণে আমূল পরিবর্তন আসে। হইহট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন তিনি। শীতের রাতে বারোবিশা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে যান সিভিক ভলান্টিয়াররা। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বরং আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন অগাস্টভ। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতেও শান্ত হননি ওই বিদেশি নাগরিক। উল্টে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় পুলিশ তাঁকে কামাখ্যাগুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেনেন্দদ্র নিয়ে যায়। কামাখ্যাগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক রাজা ভট্ট জানান, নেশার মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, তার ধারে কাছে যাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করতে বাধ্য হই। স্থানীয় বাসিন্দা ও ওষুধ ব্যবসায়ী শোভাশঙ্কর শীল বলেন, মদের ঘোরে কেউ যে এমন ভয়ংকর আচরণ করতে পারে, আগে দেখিনি। পুলিশ দেখেও ভয় পাননি, বরং আরও খেপে উঠেছিলেন। তবে পুরো নাটক এখানেই শেষ নয়। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকেও রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যান অগাস্টভ। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ থেকে কখন তিনি পালিয়ে গেলেন, কেউ টেরই পাননি। জেলা হাসপাতালের সুপার প্রতিতোষ মণ্ডল বলেন, আমরা চিকিৎসা শুরু করার আগেই তিনি পালিয়ে যান। এমনকি হাসপাতালের খাতায় নাম নথিভুক্ত করারও সুযোগ পাইনি। পরে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে জানতে পারে, ওই রাতেই আলিপুরদুয়ারের একটি হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন অগাস্টভ। বিষয়টি নিশ্চিত করে আলিপুরদুয়ারের এসপি খণ্ডবাহলে উমেশ গণপত বলেন, হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর আমরা আবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। যেহেতু তিনি বিদেশি নাগরিক, তাই তাঁকে তাঁর এজেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেশি মদকে বিদেশি ভদকা ভেবে পান করে এক বিদেশি পর্যটকের এমন কাণ্ডে এখনো চর্চা চলছে আলিপুরদুয়ার জুড়ে। প্রশাসনের একাংশের মতে, পর্যটকদের ক্ষেত্রে নজরদারি ও সচেতনতা আরও বাড়ানো জরুরি, নইলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ফের ঘটতে পারে।

আলিপুরদুয়ার বইমেলায় বিশৃঙ্খলা, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের বইমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, যা জেলার সাংস্কৃতিক মহলে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বইমেলার একদিন পর আচমকা মাইক বন্ধের নির্দেশ আসে, এবং এরপর কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় মেলা। তবে, মন্ত্রী উদয়ন গুহর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়, এবং মেলা পুনরায় শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বইমেলা চলবে, তবে মেলা শুরুর এই বিশৃঙ্খলা নিয়ে নানা মহলে সমালোচনা চলছে। গত বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে শুরু হয় ১২ তম জেলা বইমেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, যিনি মেলার সূচনা করেন। উদ্বোধনের পর মন্ত্রী একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, জেলা সদরে বইমেলা না করে ব্লক স্তরে আয়োজন করা উচিত। এই মন্তব্যের পরেই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এদিকে, শুক্রবারই বইমেলার মধ্যেই ঘটে যায় আরেকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। জেলা প্রশাসন ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর বইমেলায় মাইক বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। এর পরেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়। বইমেলায় আসা প্রকাশকরা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তারা বইমেলার গেট আটকে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের বক্তব্য ছিল, যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হয়, তবে মেলা জমবে না এবং তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ফলে, বইপ্রেমীরা এসে মেলা বন্ধ পেয়ে হতাশ হন। প্রকাশকদের বিক্ষোভের পরই জেলা বইমেলা কমিটি পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিকে প্রশাসনের নির্দেশ, অন্যদিকে প্রকাশকদের দাবির মধ্যে চাপ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতি মেটাতে অবশেষে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক এবং মন্ত্রী উদয়ন গুহ হস্তক্ষেপ করেন। তিনি প্রকাশকদের আশ্বস্ত করেন যে, সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান চলবে, এবং মেলার কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হবে। মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, মেলার বিশৃঙ্খলা দূর করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মেলার সার্বিক উন্নতি এবং দর্শকদের আগমনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মন্ত্রী তাঁর কথা রাখেন এবং মেলার আয়োজন আবার শুরু হয়। মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার জানান, প্রশাসন থেকে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর মাইকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তাই আমরা অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলাম। কিন্তু বিধায়ক, মন্ত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপে আমরা মেলা পুনরায় চালু করেছি। আমরা বইপ্রেমী ও প্রকাশকদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সাংস্কৃতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই ধরনের বিশৃঙ্খলা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মতে, প্রশাসনের উচিত ছিল আরও সচেতনভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, যাতে মেলার পরিবেশে অশান্ত না হয়। বইমেলার মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমন অস্থিরতা একেবারেই অনুচিত, এবং এর ফলে শুধুমাত্র প্রকাশকরা নয়, পুরো শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে, মেলার মধ্যে কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণে উপস্থিত বইপ্রেমীরা হতাশ হয়ে ফিরে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, বইমেলার কার্যক্রম নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চালু হয়ে যায়। মেলা ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে, এবং বইপ্রেমীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটবে না। অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে বইমেলার পরিবেশও কখনো কখনো ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। তবে আলিপুরদুয়ারে এমন ঘটনা ঘটায়, সাধারণ প্রশাসন, প্রকাশক, এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে আরও সচেতন হতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বইমেলা এমন বিতর্কের শিকার না হয়। সামগ্রিকভাবে, আলিপুরদুয়ারের বইমেলা গত বছরের তুলনায় এই বছরের শুরুতে একটু দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত শুরু হতে পারায় আনন্দিত। তবে এবারের অনুষ্ঠানে যে বিশৃঙ্খলা ঘটেছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা চলছে এবং ভবিষ্যতে আরও সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হবে, এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের অর্থানুকূল্যে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নামখানা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৬টি ডবল সোলিং রাস্তা ও কংক্রিট রাস্তার মেগা উদ্বোধন হলো। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা বকখালি ও গঙ্গাসাগর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের বিডিও সুব্রত মল্লিক, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবায় এনএইচএম কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) ঃ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএম) কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায়। রবিবার আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) অনুমোদিত ন্যাশনাল হেলথ মিশন কর্মী সংঘের প্রথম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায় ন্যাশনাল হেলথ মিশন কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদক পীযূষ ভৌমিক, হেলথ মিশনের মিশন অধিকর্তা ডাঃ নূপুর দেববর্মা, বিএমএস-এর রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায় ও অন্যান্য অতিথিরা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে গ্রাম স্তরে ভিলেজ কমিটি, সাব সেন্টার ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত পরিষেবার পরিচালনায় এনএইচএম কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির পিছনে এনএইচএম কর্মীদের অবদান অপরিসীম বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিন ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক পীযূষ ভৌমিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এর আগে বিএমএস-এর রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই সহ অন্যান্য বক্তারাও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বৌভাতে অনাথ আশ্রমের শিশুদের আমন্ত্রণ, মালদায় এক নবদম্পতির মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদা, মমালদা, ১৪ ডিসেম্ভর ঃ মালদার ইংরেজবাজারের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নবদম্পতি সম্প্রতি একটি মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে নজির সৃষ্টি করেছেন। মালদার দু'টি অনাথ আশ্রমের শতাধিক শিশুদের জন্য নিজেদের বৌভাতে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা, যা সত্যিই আশ্চর্যজনক ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনা।

৫ ডিসেম্বর, ইংরেজবাজার ব্লকের ব্রাহ্মণপাড়া এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ কুমার ঝার সঙ্গে বিয়ে হয় রতুয়া ২ ব্লকের একবর্ণা গ্রামের ঋত্বিকা মিশ্রের। বিয়ের পর ছ'দিনের মাথায় এই নবদম্পতি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের বৌভাতে অনাথ আশ্রমের শিশুদের নিমন্ত্রণ জানাবেন, যাতে তারা দীর্ঘদিন পর পেটপুরে খেতে পারে এবং আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

বৌভাতের মেনুতে ছিল নানা ধরনের খাবার, যেমন গ্রিন স্যালাড, এগ ডেভিল, তন্দুরি, নান, পোলাও, কাতলা-কালিয়া, খাসির মাংস, চাটনি, মিষ্টি এবং আইসক্রিম। বিশেষ স্টার্টারে ছিল ভেজ এবং চিকেন পকোড়া, মোমো। অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য এমন আয়োজন শুধু খাদ্যসংকট মেটানোর জন্য নয়, বরং তাদের জীবনে আনেনেন্দর মুহূর্ত নিয়ে আসার একটি অসাধারণ উদ্যোগ। পুরাতন মালদার নিত্যানন্দপুর এলাকার একটি অনাথ আশ্রমের শিক্ষক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, অনাথ আশ্রমের শিশুরা সাধারণত ভালো খাবার পায় না। যে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়, তাতে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই ধরনের খাবারের অভিজ্ঞতা তাদের আগে কখনও হয়নি। ঝা দম্পতির এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়, এরকম

উদাহরণ যেন আরও দেখা যায়। কল্যাণ কুমার ঝার বাবা অলোক ভূমি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, এবং মা ফাল্গুনী গৃহবধূ। তাঁরা নিজেদের একমাত্র ছেলের বিয়েতে এই মহান উদ্যোগের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। মালদার অনাথ আশ্রমের শিশুদের কাছে বিশেষ দিনটি হয়ে উঠেছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। খাবারের পাশাপাশি, নবদম্পতি প্রত্যেক শিশুর হাতে ২০ কিলো চাল এবং এক মাসের রেশন সামগ্রী তুলে দেন, যাতে তাদের দৈনন্দিন খাবারের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়।

পাত্র কল্যাণ কলকাতায় আইটি সেক্টরে কর্মরত, এবং তিনি জানান, আমরা বৌভাতে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম, এবং সবার সঙ্গে মিলে বসে খাওয়ার এই অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত বিশেষ। আমাদের বিশ্বাস, যে শিশুদের অভাব-অনটনে জীবন কাটছে, তাদের জন্য এই ধরনের কিছু মুহূর্ত অন্তত সুখের হবে। প্রথমে মেনুতে যা ছিল, তা এতই আকর্ষণীয় যে, সকল শিশু অত্যন্ত খুশি হয়ে খেতে শুরু করে। বেশিরভাগ শিশু আগে কখনও এ ধরনের খাবার খায়নি। চিকেন পকোড়া, মোমো, খাসির মাংস, এগ ডেভিল- এসব খাবার ছিল তাঁদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ওরা পেটপুরে খেয়ে খুব আনিন্দত হয়েছে, যা দেখে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে, বলেন দেবাশিস চক্রবর্তী। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন ওই শিশুদের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, অন্যদিকে সমাজে মানবিকতা ও সহানুভূতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি হয়েছে। বর্তমান সমাজে যেখানে অনেকসময় স্বার্থপরতা ও অসহযোগিতা দেখা যায়, সেখানে কল্যাণ ও ঋত্বিকার মতো নবদম্পতিদের এই উদাহরণ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই সমাজে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। হয়তো অন্যরাও তাঁদের অনুসরণ করবে এবং কিছুটা হলেও তাদের মতো মানবিকতার দিকে নজর দেবে। যত বেশি মানুষ এই ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসবেন, তত বেশি অন্ধকারে আলো জ্বলবে, বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্তত এই একটি দিন, মালদার অনাথ আশ্রমের শিশুদের জীবনে, তাদের জন্য খাদ্য আর আনন্দের কোনো অভাব ছিল না। সেদিন তারা অনুভব করেছিল, সমাজে তাদেরও স্থান আছে, এবং তাদের হাসিমুখেই পরিপূর্ণ ছিল বৌভাতের সন্ধ্যা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ফ্রেইট আনলোডিং-এ৭.৯৫ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৪ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নভেম্বর ২০২৫-এ মাল আনলোডিংয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। এই মাসেমোট১,১১৪টি মালবাহীরেক আনলোড করা হয়েছে, যা আগের বছরের একইমাসে ১০৩২টি রেকের তুলনায় ৭.৯৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাসজুড়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআইচাল, চিনি, লবণ, ভোজ্যতেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটোমোবাইল, ট্যাঙ্কার এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই কনসাইনমেন্ট গুলি তার এখতিয়ারের বিভিন্ন গুডস শেডে দক্ষ তার সাথে আনলোড করা হয়। এইমালবাহী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সরবরাহ করা হয়। নভেম্বর ২০২৫-এ শুধু অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৬২৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২৪টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীলোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৮৭টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৩টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৮টি রেক, মণিপুরে ২৩টি রেক, মেঘালয়ে ১টি রেক ও মিজোরামে১২টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, নভেম্বর ২০২৫-এ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৮৩টি পণ্যবাহী রেকও বিহারে১৫৩টি অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর রেক আনলোড করা হয়। প্রয়োজনীয়ও অন্যান্য পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এই অঞ্চল জুড়ে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা টিকিয়ে রাখতে এবং অর্থনৈতিক গতিবিধিকে মজবুত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্তরে কার্যকর পর্যবেক্ষণের ফলে টার্ণ আউটের সময় কমানো ও পণ্য আনলোডিং-এর দক্ষতা উন্নত করতে সহায়ক হয়েছে।

ন্যায়বিচারের মাধ্যম নাগরিকের জন্য সময়োচিত সমাধান করার সুব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বরঃ মূল বিষয়সমূহঃ লোক আদালত হল একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ঘরোয়া মঞ্চ, যেখানে বিরোধ বিবাদের মাধ্যমে নয় বরং সহমতের ভিত্তিতে সমাধান করা হয়। জাতীয় স্তর থেকে শুরু করে তালুক স্তর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভারতজুড়ে সময়োচিত এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিরোধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করে। প্রতি বছর জাতীয় এবং ই-লোক আদালত লক্ষ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি করে, যা দ্রুত, সাশ্রয়ী উপায়ে সমাধান করে এবং আদালতের মামলার সংখ্যা কমায়। স্থায়ী লোক আদালতগুলি প্রয়োজনীয় পরিষেবা সম্পর্কিত বিরোধ মিটমাট এবং মীমাংসার মাধ্যমে পরিচালনা করে, যার ফলে নাগরিকরা সময়মতো ন্যায্য ফল পান। একটি ছোট জেলা শহরের আদালত চত্বরে শনিবার সকালে জমি বিবাদ, পারিবারিক দাবি এবং আর্থিক সমস্যা মেটাতে ভিড় করেছে সাধারণ মানুষ। এখানে কোনও কঠোর আইনি জটিলতা নেই আছে শুধু আলোচনা, আপোস এবং দ্রুত ন্যায় পাওয়ার এক সহজ সরল আশা। এটিই হল লোক আদালতের প্রাণ, যেখানে বিবাদের মাধ্যমে নয়, সহমতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয়। এই জন-কেন্দ্রিক মঞ্চটি একটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যা খরচ কমিয়ে এবং আদালতের চাপ কমিয়ে দ্রুত ও সহজলভ্য ন্যায় নিশ্চিত করে। এখানে কোনো খরচ বা জটিল পদ্ধতি নেই এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মঞ্চ যেখানে উভয় পক্ষ বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নিতে সাহায্য করে। ১৯৮৭ সালের আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের মাধ্যমে লোক আদালতগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ায়, ভারত ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী এবং মানবিক মডেল নিশ্চিত করেছে। এই আইনটি সকল নাগরিকের জন্য মর্যাদা সহকারে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সুসংগঠিত দেশব্যাপী ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এই আইনটি লোক আদালতের কাঠামো ও ক্ষমতা নির্ধারণ করে, নিশ্চিত করে যে, আপোসের মাধ্যমে হওয়া নিষ্পত্তিগুলি আদালতের রায়ের মতোই আইনি ক্ষমতা বহন করে। এই আইনি সমর্থন নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাস বাড়ায়। লোক আদালতে মামলা করলে কোনো কোর্ট ফি দিতে হয় না। বিভিন্ন স্তরে লোক আদালত প্রতিষ্ঠাঃ রাজ্য, জেলা, তালুক, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট স্তরে লোক আদালত স্থাপন করার ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি দেশব্যাপী, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত হয়েছে। মামলা রেফারঃ আদালতে বিচারাধীন বা মামলা দায়েরের আগেকার বিষয়গুলিকে লোক আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে, যাতে দীর্ঘ আইনি জটিলতা ছাড়াই দ্রুত নিষ্পত্তির বিকল্প পাওয়া যায়। আপস-মীমাংসার ভিত্তিতে কাজ ঃ লোক আদালতগুলি আপস-মীমাংসার মডেলে কাজ করে, যেখানে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়। কোর্ট ফি ফেরতঃ মামলা নিষ্পত্তি হলে, ইতিমধ্যে জমা দেওয়া কোর্ট ফি ফেরত দেওয়া হয়, যা মামলাকারীদের আপোসে উসাহিত করে এবং আর্থিক স্বস্তি দেয়। লোক আদালতের রায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক, যা দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির সমতুল্য এবং দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে এর বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যায় না। স্থায়ী লোক আদালত ঃ জন পরিষেবাগুলির জন্য স্থায়ী লোক আদালত স্থাপন ও সেগুলির আইনি এলাকা নির্ধারণ করার ফলে দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যঃ জাতীয় থেকে তালুক স্তর পর্যন্ত কাঠামো, লোক আদালতের চার-স্তরীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি নিশ্চিত করে যে এটি শুধু বড় শহর নয়, বরং জাতীয় স্তর থেকে তালুক স্তর পর্যন্ত শহরাঞ্চল, ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকা জুড়ে একটি কার্যকরী, সহজলভ্য ব্যবস্থা। এই কাঠামো প্রত্যেক নাগরিকের কাছে দ্রুত, কম খরচে এবং আপস-ভিত্তিক ন্যায়বিচার পৌঁছে দেয়। চার-স্তরীয় সাংগঠনিক কাঠামো ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (প্রধান বিচারপতির অধীনে)

নীতিগত নির্দেশনা, নিয়মাবলী তৈরি, জাতীয় লোক আদালতের ক্যালেন্ডার তৈরি, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করা। স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও কার্যনির্বাহী সভাপতির অধীনে) NALSA-র নীতিগুলি কার্যকর করা, লোক আদালত আয়োজন করা (হাইকোর্টের মামলা সহ), আইনি সহায়তা প্রদান এবং প্রতিরোধমূলক আইনি পরিষেবা দেওয়া। ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (জেলা ও দায়রা বিচারকের অধীনে) তালুক লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করা, জেলা স্তরের লোক আদালত আয়োজন করা, আইনি সহায়তা পরিচালনা করা এবং স্থানীয় স্তরে নীতি বাস্তবায়ন করা। তালুক লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটি (বরিষ্ঠতম বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অধীনে) তালুকামণ্ডল স্তরে লোক আদালত পরিচালনা করা, তৃণমূল স্তরে আইনি সহায়তা প্রদান এবং নাগরিকদের জন্য প্রথম প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এই কাঠামোর মাধ্যমে, সহজ, সময়োচিত এবং মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। আপনি কি জানেন? প্রতি বছর, একটি জাতীয় লোক আদালত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে। এতে সমস্ত আদালতে একই সময়ে লোক আদালত বসার তারিখগুলি আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এই নির্দিষ্ট তারিখগুলি আদালত, আইনজীবী, মামলাকারী এবং সরকারি বিভাগগুলিকে আগে থেকেই মামলা চিহ্নিত করা, ফাইল তৈরি করা এবং আপসে উৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়। জাতীয় লোক আদালত হল, একটি নির্দিষ্ট দিনে সারা দেশে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশেষ অধিবেশন, যা কম সময়ে প্রচুর সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি করে। উভয় পক্ষের সম্মতি বা আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী মামলাগুলি লোক আদালতে পাঠানো হয়। কোভিড-১৯ চলাকালীন ই-লোক আদালতের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হয়। বিচারক ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় হাজার হাজার বেঞ্চ একসঙ্গে কাজ করে, যা দ্রুত আপস-মীমাংসার মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দেয়। জাতীয় লোক আদালতের এই প্রয়াসগুলি অসাধারণ ফলাফল এনেছে। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, এটি দেখায় যে কীভাবে পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষতিগ্রস্তরা দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা মামলা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এই আদালত প্রমাণ করে যে, যখন বিচার ব্যবস্থায় সংবেদনশীলতা, ন্যায্যতা এবং দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তখন ন্যায়বিচার সহজলভ্য হয়। মামলা রেফারঃ ১৯৮৭ সালের আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে মামলাগুলি রেফার করা হয়। প্রাক-মীমাংসাঃ জাতীয় লোক আদালতের নির্ধারিত তারিখের আগে প্রাক-লোক আদালত বা প্রাক-মীমাংসা বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে আপোস-নিষ্পত্তির সুযোগ নিশ্চিত করা যায়।

ফর্ম পূরণ করা হয়নি, এসআইআরের আতঙ্কে মালদহে আবার মৃত্যু!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ডিসেম্বরঃ এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা হয়নি, এসআইআরের আতঙ্কে মালদহে আবার মৃত্যু! উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম আবুল কালাম। প্রৌঢ়ের বাড়ি বালুভোরট গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, অনেক বছর ধরে তিনি জযপুরে থাকতেন। সেখানে হোটেলে কাজ করতেন অবিবাহিত প্রৌঢ়। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মালদহে

এসআইআর আতঙ্কে দুই ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ। এ বার গলায ফাঁস লাগানো অবস্থায় ৫২ বছরের এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করলেন স্থানীয়েরা। শনিবার ভোরে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুভোরট গ্রামের ঘটনায় শোরগোল শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম আবুল কালাম। প্রৌঢ়ের বাড়ি বালুভোরট গ্রামে। স্থানীয সূত্রে খবর, অনেক বছর ধরে তিনি জয়পুরে থাকতেন। সেখানে হোটেলে কাজ করতেন অবিবাহিত প্রৌঢ়। জানা যাচ্ছে, বছরখানেক ধরে বাড়িতেই ছিলেন আবুল। তাঁর কাছে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড ছিল না। তাই এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারেননি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায তাঁর বাবা-মায়ের নামও ছিল না। ওই নিয়ে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। পরিচিত কয়েক জন আবুলকে ভয় দেখান, ডিটেনশন ক্যাম্প কিংবা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাঁকে। মনে করা হচ্ছে, ওই ভয়েই আত্মহত্যা করেছেন আবুল। এনুমারেশন ফর্মে অন্যের বাবাকে নিজের ঠাকুরদা বলে পরিচয়! বিপাকে তৃণমূলত্যাগী বিজেপি নেতা খগেশ্বর সকালে আবুলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতেই মালদহে বরকত শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তথ্যগত ত্রুটির কারণে বরকত চিন্তায় ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় কালিয়াচক বিডিও অফিসের বাইরে তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে বরকতের বাবার নাম রশুল শেখের পরিবর্তে শুধু শেখ লেখা ছিল। এই তথ্যগত ত্রুটি যুবককে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে রিয়াংয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি ২ নিহত, ৮ আহত

১৪ ডিসেম্বরঃ শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ফেরার পথে কালিম্পঙের রিয়াংয়ে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। সিকিম থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার সময়, একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি শুক্রবার রাতের দিকে ঘটে এবং তা স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকর্মীদের সহায়তায় দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হয়। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় জানা গেছে এবং আহতদের চিকিসা চলছে।ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ। সিকিম থেজ্বকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে, কালিম্পঙের রিয়াং এলাকায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায়। গাড়ির মধ্যে চালকসহ মোট ১০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তড়িঘড়ি এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন এবং পুলিশ ও জাতীয় স।ক উন্নয়ন সংস্থা-এর কর্মীদের খবর দেন। গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর দ্রুত উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীযরা বলেন, রাস্তাটি অত্যন্ত দুর্গম এবং সেখানে মোড় ছিল অনেক বেশি, যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। রাস্তার অবস্থা এবং আবহাওয়ার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারানো সম্ভব বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা জানান, দুর্ঘটনায় ময়নাগু।রি বাসিঃদা তুষার বর্মণ (৩৫) এবং বর্ধমানের বাসিন্দা সুমিত মালি (২৭) ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাদের মৃত্যু ঘটনাটিকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে। আহতদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের মধ্যে রয়েছেন রংপোর বাসিঃদা রাম বাহাদুর ছেত্রী, জলপাইগুড়ির গৌতম রায়, শিলিগুড়ির নির্মা শেরপা, সাগর শর্মা, গ্যাংটকের অনুজকুমার প্রসাদ, এবং বীরভূমের সবুজ কুমার ঘোষ। এই ঘটনায় আরও দু'জন আহত যাত্রীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে রম্ভি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, এবং চিকিৎসকরা তাদের বাঁচানোর জন্য সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনার পর পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কালিম্পং পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডে জানান, 'কারণ খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সঠিক কারণ জানা যায়নি, তবে রাস্তার অবস্থা এবং গাড়ির গতি নিয়েও তদন্ত করা হবে।'' পুলিশ পরিস্থিতি তদন্ত করে দেখবে, এবং দ্রুত অনুসন্ধান চালানোর কথা জানিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। তাদের সহায়তায় গা।রি মধ্যে আটকে পড়া যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। জাতীয় স।ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন এর কর্মীরাও দ্রুত উদ্ধার কাজে অংশ নেন, যাতে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো যায়। দুর্ঘটনার পর পুরো এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত জানা গেছে, গাড়িটি সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিল, যা একটি জনপ্রিয় পর্যটন রুট। কিন্তু, সিকিম ও কালিম্পঙের রাস্তা পাহাড়ি হওয়ায়, এখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল ছিল একটি বিপজ্জনক স্থান যেখানে রাস্তাটি সরু এবং মোড় ছিল অনেক বেশি। তারা জানান, দুর্ঘটনার সময় গা।টি খুব দ্রুতগতিতে চলছিল, ফলে গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর, শিলিগুড়ি এবং সিকিমের বাসিন্দারা নিরাপদ যাতায়াতের জন্য আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার পর জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য রম্ভি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হবে এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁ।নোর জন্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিবার অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষদের এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি

দুবাই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৫-এ ভারত ও পাকিস্তান এক ব্লকবাস্টার গ্রুপ এ সংঘর্ষের জন্য তৈরি। উভয় দলই তাদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছে। বৈভব সূর্যবংশীর ৫৬ বলের সেঞ্চুরির সুবাদে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ২৩৪ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আর পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলও জয়ের সূচনা করে, মালয়েশিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ২৯৭ রানে হারিয়ে। ভারত বনাম পাকিস্তান যুব ওয়ানডে মুখোমুখি রেকর্ড,ম্যাচ - ২৭, ভারত - ১৫, পাকিস্তান ১১, টাই - ১। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপঃ ম্যাচ - ১০, ভারত - ৪, পাকিস্তান ৫, টাই - ১।

রবিবার ভারতের টেনিস আইকন বিজয় অমৃতরাজের জন্মদিন

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ বিজয় অমৃতরাজ হলেন একজন কিংবদন্তি ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ মাদ্রাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেন প্রায় দুই দশক টেনিস খেলেছেন, এশিয়ার সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম হিসেবে তিনি। কেরিয়ারে ১৬টি সিঙ্গলস ও ১৪টি ডাবলস শিরোপা জয়ী তিনি। ১৯৭৩ সালে ইউএস ওপেন ও উইম্বলডনের কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছান। ১৯৭৪ ও ১৯৮৭ সালে ডেভিস কাপ ফাইনালে ভারতের হয়ে খেলেন। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক টেনিস হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৮৩ সালে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' লাভ করেন। জেমস বন্ডের 'অক্টোপসি' (১৯৮৩) এবং 'দি ভয়েজ হোম' (১৯৮৬) ছবিতে অভিনয় করেন। ফক্স স্পোর্টস ও স্টার-টিভি-এর জন্য একজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সালে সিঙ্গেলসে তিনি ক্যারিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছিলেন (বিশ্ব নং ১৬)। তিনি ২০০১ সালে শান্তির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তিনি ২০০৬ সালে বিজয় অমৃতরাজ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

রাফিনহার জোড়া গোল, ওসাসুনার বিরুদ্ধে বার্সিলোনা পেল সহজ জয়

বার্সেলোনা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ লা লিগায় ক্যাম্প ন্যুয়ে শনিবার রাতে ওসাসুনার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেল বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেছেন রাফিনহা। ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হারের পর, লিগে টানা সাত ম্যাচ জিতল বার্সেলোনা। ১৭ ম্যাচে ১৪ জয় ও এক ড্রয়ে কাতালান দলটির পয়েন্ট হলো ৪৩।শীর্ষস্থান তারা আরো মজবুত করল। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। ওসাসুনার বিপক্ষে প্রায় ৮০ শতাংশ বল পজেশনে রেখে গোলের জন্য ২৪টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। সফরকারীদের তিন শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। পরের ম্যাচে আগামী মঙ্গলবার কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে তৃতীয় স্তরের দল গুয়াদালাহারার মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগঃ জয়ের পথে ফিরে শীর্ষ চারে চেলসি

স্ট্যামফোর্ড, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে এঞ্জো মারেস্কার দল চেলসি। তাদের অন্য গোলটি করেন মালো গুস্তো। ম্যাচের ২১তম মিনিটে মালো গুস্তোর গ্রু বল ধরে বাঁ পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার পামার। আর ৪৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি ডিফেন্ডার গুস্তো। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার ম্যাচে জয়শূন্য থাকার পর জয় পেল চেলসি। ১৬ ম্যাচে আট জয় ও চার ড্রয়ে ২৮ পয়েঃট নিয়ে চার নম্বরে আছে চেলসি। তাদের চেয়ে ২ পয়েনন্ট বেশি নিয়ে তৃতীয় স্থানে অ্যাস্টন ভিলা, একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা।

প্রথমবার মতো উইমেন'স বিগ ব্যাশের শিরোপা জিতল হোবার্ট হারিকেন্স

হোবার্ট, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ লিজেল লির বিধ্বংসী ইনিংসে দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে প্রথমবারের মতো উইমেন'স বিগ ব্যাশের শিরোপা জিতল হোবার্ট হারিকেন্স। একাদশ আসরের ফাইনালে পার্থ স্কচার্সকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে হারিকেন্স।হোবার্টের ঘরের মাঠ বেলেরিভ ওভালে শনিবার ২০ ওভারে স্কচার্স করতে পারে ৫ উইকেটে ১৩৭ রান। সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন অধিনায়ক সোফি ডিভাইন। হারিকেন্স লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে পাঁচ ওভার বাকি থাকতেই। ৪৪ বলে ৭৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ফাইনালের সেরা লি। ১০ চার ও ৪ ছক্কায় গ।া দক্ষিণ আফ্রিকান ওপেনারের ইনিংসটি। উইমেন'স বিগ ব্যাশের ফাইনালে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস এটিই।

অ্যারন জর্জের লড়াইয়ে ভারতের সম্মান, বৈভবের ব্যর্থতায় পাকিস্তানে উৎসব

সংবাদ সংস্থা, ১৪ ডিসেম্ভরর ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রবিবার অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ম্যাচে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে ব।স। বিপর্যয় দেখা দেয়, বিশেষত তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী ব্যর্থ হওয়ার পর। তবে ভারতীয় দলের ' হয়ে আবির্ভূত হলেন কেরালার তরুণ ব্যাটার অ্যারন জর্জ, যিনি মাথায় আঘাত পেয়েও দলের আশা জ ডড্ডঝঞ্ঝছেন এবং চিত্তাকর্ষক ৮৫ রানের ইনিংস খেলেন। ম্যাচটি শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টির কারণে টস ৩০ মিনিট পিছিয়ে যায়, তবে ম্যাচ শেষে ভারতীয় দলের জন্য যেটি সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল তা হল বৈভব সূর্যবংশী'র ব্যর্থতা। মাত্র ১৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার, যিনি কিছুদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৯৫ বল খেলে ১৭১ রান করেছিলেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম সুযোগেই মাত্র ৬ বলে ৫ রান করে আউট হয়ে যান। বৈভবের আউট হওয়ার পর পাকিস্তান শিবিরে আনন্দের ঢল নামে। বোলার মহম্মদ সাইয়াম এই গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটি তুলে নিয়ে নিজের সতীর্থদের মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি করেন, এবং মেন্টর সারফরাজ আহমেদও উপলব্ধি করেন যে, ভারতের অন্যতম ফর্মে থাকা ব্যাটারকে আউট করা মানে ম্যাচে বড় সুবিধা পাওয়া। বৈভবের আউটের পর পাকিস্তানি দলের মধ্যে উসব ছিল স্পষ্ট, কারণ তাদের জন্য ম্যাচের ভবিষ্য বেশ কিছুটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

এম চিন্নাস্বামীতে আবার ফিরতে চলেছে ক্রিকেট

চেন্নাই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর কেটে গেছে ছয় মাস। দীর্ঘ দিন এই মাঠে ক্রিকেট বন্ধ ছিল। লম্বা সময় পর আবার এই মাঠে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। শনিবার এখানে খেলার অনুমতি দিয়েছে কার্নাটক সরকার।গত ৪ জুন আইপিএলের নতুন চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর শিরোপা উদযাপনের অংশ হতে এম চিন্নাসোয়ামি স্টেডিয়ামের চারপাশে হাজির হয় লাখো মানুষ। সেখানেই হুড়োহুড়িতে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারান ১১ জন এবং আহত হন অন্তত ৪৭ জন।ওই ঘটনার পর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরও কোনও শীর্ষ পর্যায়ের ম্যাচ হয়নি। গত আগস্টে অনুষ্ঠিত কার্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেএসসিএ) টুর্নামেঃট মহারাজা ট্রফি সরিয়ে নেওয়া হয় মাইশোরে। ফাইনালসহ উইমেন'স বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হারায় এম চিন্নাস্বামী। প্রায় ১৬ বছর পর ভারতের ঘরোয়া লিস্ট ' টুর্নামেঃট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু এই প্রতিযোগিতায় দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করবেন দেশটির ব্যাটিং গ্রেট। নিরাপত্তা ও লজিস্টিক চ্যালেঞ্জের কারণে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে সরিয়ে আনতে পারে কেএসসিএ।

মেসির সফর, কলকাতা আর হায়দরাবাদের কনট্রাস্টিং অভিজ্ঞতা, ফুটবলপ্রেমীদের আবেগের প্রতিফলন

সংবাদসংস্থা, ১৪ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসির ভারত সফর সম্প্রতি দুই শহরের মধ্যে বিশেষ এক তুলনা তৈরি করেছে। কলকাতা এবং হায়দরাবাদ-দুটি শহর, দুটি আলাদা অভিজ্ঞতা। কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসি যখন পৌঁছেছিলেন, সেখানকার অভ্যর্থনা ছিল অগোছালো এবং নিরাপত্তাহীন। বিপুল ভিড়ের কারণে সাধারণ মানুষও মেসিকে সঠিকভাবে দেখতে পারছিল না। অথচ তার ঠিক পরের দিন হায়দরাবাদে মেসির সফর ছিল নিখুঁত, সুশৃঙ্খল এবং আবেগে ভরা। কলকাতায় মেসি পৌঁছানোর আগে যে উত্তেজনা ছিল, তা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিল। বহু বছর ধরে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা মেসির দেখা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু বাস্তবতা ছিল একেবারে আলাদা। অতিরিক্ত জনসমাগম এবং নিরাপত্তার অভাবে মেসি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভক্তরা ছিলেন হতাশ, কেননা তাদের প্রিয় তারকাকে ঠিকভাবে দেখার সুযোগ মিলল না। অন্যদিকে, হাযদ্রাবাদে মেসির অভ্যর্থনা ছিল একেবারে অন্যরকম। পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা-সবকিছু ছিল পরিপূর্ণ। মেসি হায়দরাবাদে পৌঁছানোর পর সাধারণ ভক্তরা তাঁকে কাছ থেকে দেখতে পারলেন, এবং মেসি নিজেও পুরোপুরি আবেগের মধ্যে ভেসে গিয়ে ভক্তদের ভালোবাসা গ্রহণ করলেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেসি বললেন, আজ এবং সব সময় আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। তাঁর চোখেমুখে ছিল তৃপ্তির

ছাপ, যেন তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, এই ভালোবাসা তাঁর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মেসি আরও জানান, ভারতে আসার আগে তিনি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন তা তাঁর হৃদয়ে.গভীরভাবে বসে গিয়েছিল। বিশেষ করে কাতার বিশ্বকাপে ভারতীয় সমর্থকদের উন্মাদনা, রাত জেগে খেলা দেখা, এবং রাস্তায় রাস্তায় উদযাপন-এগুলি তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তিনি বলেন, এখানে আসার আগে থেকেই অনেক কিছু দেখেছি, সত্যি বলতে, এই ভালোবাসার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কথাগুলো প্রমাণ করে যে, মেসির ভারতের প্রতি সম্পর্ক শুধু মাঠের নয়, এটি আবেগের সম্পর্কও। হায়দরাবাদে মেসির সফর ছিল সত্যিই স্মরণীয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেসি তাঁর ভক্তদের দিকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন, খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করলেন, এবং কোথাও তাড়াহুড়ো বা অস্বস্তি ছিল না। বরং, পুরো পরিস্থিতি ছিল স্বস্তি, সম্মান, এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। এটা স্পষ্ট যে, মেসি ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, এবং ভারতের ফুটবল সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। এই দুই শহরের অভিজ্ঞতা ভারতের ফুটবল সংস্কৃতির একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে। আবেগের সাথে কি শুধুমাত্র ভালোবাসা প্রদর্শনই যথেষ্ট? নাকি তার সাথে দরকার শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং ভালো পরিকল্পনা? কলকাতার ঐতিহ্যগত ফুটবল শহর হিসেবে যা কিছু আশা করা হয়েছিল, তা পূর্ণ হতে পারেনি, এবং হায়দরাবাদ নতুনভাবে তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি তৈরি করেছে। মেসির কৃতজ্ঞতার বার্তা ছিল শুধু হায়দরাবাদের জন্য নয়, বরং গোটা ভারতের জন্য। এখানে মেসি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারতের ফুটবলপ্রেম এখন বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। তবে, এখন আমাদের দায়িত্ব-এই আবেগকে কীভাবে সম্মানের সঙ্গে ধরে রাখব, সেটা ভবিষ্যতের বড় প্রশ্ন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধের মাধ্যমে ভারতের ফুটবল সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা এখন অপরিহার্য।

কেকেআরের পক্ষে সমস্যায় পড়তে পারে অজি অলরাউন্ডারের নাম

সংবাদসংস্থা, ১৪ ডিসেম্বরঃ আইপিএল মিনি নিলাম ২০২৩-এর উন্মাদনা চলছে তুঙ্গে, এবং এবার আলোচনার কেঃদ্র রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। তাঁর ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে ২ কোটি টাকা, তবে এই নিলামে যে একটি ব। ধরনের ' হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। কেকেআরসহ কয়েকটি দল, বিশেষত কলকাতা নাইট রাইডার্স, যাদের হাতে এখনো অনেক টাকা রয়েছে, তাঁরা গ্রিনকে দলে নেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু গ্রিনের এই ভুল সিদ্ধান্ত আইপিএল নিলামের কৌশলকে কিছুটা পালটে দিতে পারে। আইপিএল মিনি নিলামের জন্য গ্রিনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তবে একটি ব। ভুল হয়েছে তার ম্যানেজারের পক্ষ থেকে। সাধারণত, অলরাউন্ডার হিসেবে ক্যামেরন গ্রিনের নাম থাকা উচিত ছিল, কারণ তিনি বোলিংও করেন। কিন্তু তার ম্যানেজার ভুল করে তাকে শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে নথিভুক্ত করেছেন। গ্রিন নিজেই জানিয়েছেন, ' জানি না, আমার ম্যানেজার এটা শুনে খুশি হবেন কিনা। তবে তাঁর তরফে একটা গন্ডগোল হয়েছে। মনে হচ্ছে উনি ভুল বক্সে টিক দিয়েছেন। আমি জানি না, উনি আমাকে শুধু ব্যাটার হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে।''এই ভুলের ফলে, গ্রিনের নাম এখন শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে নথিভুক্ত, যা নিলামের প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সাধারণত, অলরাউন্ডারদের নাম পরে আসতে থাকে, কারণ তাদের মূল্য অনেক বেশি থাকে। কিন্তু যদি গ্রিন ব্যাটার হিসেবে নথিভুক্ত থাকেন, তাহলে তার নাম নিলামের প্রথম দিকে উঠবে এবং দর কষাকষি দ্রুত শুরু হয়ে যাবে, যার ফলে তার মূল্য দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই ভুলের ফলে কেকেআর বা অন্য কোনো দল, যারা গ্রিনকে কিনতে আগ্রহী, তাদের জন্য কোন সমস্যা হবে কি না। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হাতে বর্তমানে ৬৪.৩ কোটি টাকা রয়েছে, যা তাদের জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে, কেকেআর যদি গ্রিনকে কিনতে চায়, তাহলে তাদের এই ' বিভাজন নিয়ে ভাবতে হতে পারে। গ্রিনের নাম ব্যাটার হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ায় তার দর কষাকষি শুরু হবে দ্রুত, এবং তা কেকেআরের বাজেটের জন্য কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, অনেক সময় ব্যাটারের জন্য দলের আগ্রহ বেশি থাকে, বিশেষত যদি সে ব। নামের খেলোয়া। হয়। গ্রিনের পারফরম্যান্সও অনেকের কাছেই প্রশংসিত, এবং এর ফলে তার দর খুব বেশি বাড়তে পারে।

যশস্বী জয়সওয়ালের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে মুম্বইয়ের জয়, নির্বাচকদের কাছে বার্তা

সংবাদ সংস্থা, ১৪ ডিসেম্ভরর ঃ ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল জানিয়ে দিলেন, তিনি কেন জাতীয় দলের জন্য উপযুক্ত। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তিনি নির্বাচকদের কাছে শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছেন। পুণের আম্বির ডিওয়াই পাতিল অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হরিয়ানার বিপক্ষে এই ম্যাচে যশস্বী তার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মুম্বইকে বিশাল জয় উপহার দেন। টি-টোয়েটি বিশ্বকাপের জন্য ভারতের দলে নির্বাচিত না হওয়া, এটি যে তাকে ক্ষুব্ধ করেছে তা অজানা নয়। তবে যশস্বী কোনভাবেই হতাশ হননি। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই মঞ্চে তিনি নিজের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তার খেলোয়া।ি মেধা জাতীয় দলের জন্য অপরিহার্য। মুম্বইয়ের প্রথম

ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে হারানোর পর এই ম্যাচে দলটি ফিরে আসে শক্তিশালী জয় নিয়ে। হরিয়ানার দেওয়া ২৩৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তারা পূর্ণ করে ১৫ বল বাকি থাকতেই। যশস্বীর বিধ্বংসী সেঞ্চুরিঃ মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করতে নেমে যশস্বী এক অসাধারণ ইনিংস খেলেন। ৫০ বলে ১০১ রানের বিস্ফোরক ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৬টি চার এবং একটি ছক্কায়। এটি ছিল তার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির অভিষেক শতরান, এবং পেশাদার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি। মুম্বইয়ের ২৩৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা হরিয়ানা প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ২৩৪ রান তোলে। তাদের হয়ে অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার করেন ৪২ বলে ৮৯ রান, এবং নিশান্ত সিন্ধু ৩৮ বলে ৬৯ রান করেন। তবে, যশস্বী আর সরফরাজ খানের বিধ্বংসী ব্যাটিং একাই এই লক্ষ্য পূরণ করে দেয়। তারা জুটিতে ৩৭ বলে ৮৮ রান যোগ করেন। সরফরাজ খানও ছিলেন ফর্মে, ২৫ বলে ৬৪ রান করে তিনি দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এদিনের ইনিংসে যশস্বী শুধু রানই করেননি, বরং এক নতুন রেকর্ডও গড়ছেন। তিনি মুস্তাক আলি ট্রফির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করার নজির স্থাপন করেছেন। এর আগে, ঝাড়খণ্ড তাদের ২৩৬ রানের লক্ষ্য পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তাড়া করে জয় পেয়েছিল। সরফরাজের ঝোড়ো ব্যাটিং ঃ আইপিএল মেগা নিলামে গতবার দল না পাওয়া সরফরাজ খানও এই ম্যাচে নিজের প্রমাণ রেখেছেন। ২৫ বলে ৬৪ রান করে তিনি শুধু নিজেকে দেখাননি, বরং আগামীর জন্য আরও একটি সুযোগ নিশ্চিত করতে শুরু করেছেন। ১৬ তারিখ আইপিএলের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবং সরফরাজের মারমুখী ব্যাটিং তার জন্য বড় সুযোগ এনে দিতে পারে। মুম্বইয়ের এই জয় দলের জন্য বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষত যখন তারা প্রথম ম্যাচে হেরেছিল। তাদের দলগত পারফরম্যান্সই শুধু নয়, যশস্বী এবং সরফরাজের পারফরম্যান্স ছিল এক বিশাল আত্মবিশ্বাসী মোমেন্টাম। শুভমান গিলের ওপর চাপঃ এদিকে, ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল সম্প্রতি টি-টোয়েঃটি দলে ওপেন করছেন। তবে গত ছ'টি টি-টোয়েঃটি ইনিংসে তার রান ছিল যথাক্রমে ০, ৪, ২৯, ৪৬, ১৫, ৫। ১৪ ইনিংসে তার রান ছিল মাত্র ২৬৩, গড় ২৩.৯০ এবং স্ট্রাইকরেট ১৪২.৯৩। গিল এখনও পর্যন্ত কোন হাফসেঞ্চুরি করতে পারেননি। এই পারফরম্যান্সের পর, যশস্বী জয়সওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে, তার দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ছে। নির্বাচকদের জন্য বার্তা-যশস্বী জয়সওয়ালের এই সেঞ্চুরি শুধু মুম্বইয়ের জয়ই নিশ্চিত করেনি, বরং নির্বাচকদের কাছে বড় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে তার এক ঝোড়ো পারফরম্যান্স তৃতীয়বারের মতো তাকে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য একটি দৃঢ় প্রমাণ তুলে ধরেছে। এটা স্পষ্ট, যশস্বী যে মুম্বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন তা শুধুমাত্র ঘরোয়া ক্রিকেটে নয়, বরং জাতীয় দলে তার জায়গা পাওয়ার জন্যও প্রস্তুত। তাঁর ব্যাটিং ক্ষমতা এবং মানসিকতা একযোগে তাকে ভারতের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার হিসেবে তুলে ধরেছে। এখন ক্রিকেটবিশ্বের নজর রয়েছে যশস্বী এবং তার ভবিষ্যত পারফরম্যান্সের দিকে। যশস্বী যে গতিতে নিজেকে প্রমাণ করছে, তাতে তার জন্য ভারতের জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেতে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

বেঙ্গল সুপার লিগে শিষ্য রবির বিরুদ্ধে গুরু বিশ্বজিৎ, উদ্বোধনী ম্যাচে উত্তেজনা ড়াতে প্রস্তুত

সংবাদসংস্থা, ১৪ ডিসেম্বরঃ বাংলা ফুটবলে নতুন এক যুগের সূচনা হতে চলেছে। কলকাতা লিগের পাশাপাশি এবার শুরু হচ্ছে বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল), যেখানে বিদেশি ফুটবলারদের খেলা হবে এবং ঘরোয়া ফুটবলকে নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এই লিগের প্রথম দিনেই দুটি শক্তিশালী দল মুখোমুখি হচ্ছে- জেএইচআর রয়্যাল সিটি এবং নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড। এদের মধ্যে রয়েছে একাধিক পরিচিত মুখ এবং নতুন চমক, বিশেষত কোচিং ডিগ্রিতে ' সম্পর্কের উত্তেজনা। বেঙ্গল সুপার লিগের বিশেষত্ব হলো এখানে স্থানীয় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলারদের অংশগ্রহণ। বাংলার ফুটবলাররা এই লিগে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি বড় মঞ্চ পাচ্ছেন। এই লিগের আয়োজন বাংলার ফুটবলে নতুন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন অনেকেই, বিশেষ করে ঘরোয়া লিগে যেখানে বিদেশি খেলোয়াড় খেলার সুযোগ ছিল না, সেখানে বিএসএলে তারা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। বিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে জেএইচচআর রয়্যাল সিটি এবং নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড। রয়্যাল সিটি এফসি, যেখানে রয়েছে কলকাতা লিগের পরিচিত মুখ প্রিয়ন্ত সিং, আমিল নঈম, এবং গতবারের সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলদাতা রবি হাঁসদা, তাদের কোচিংয়ের দায়িত্বে আছেন শাহিদ রমন। শাহিদের কোচিং অভিজ্ঞতা রয়েছে মহামেডান এবং ভবানীপুরের মতো নামী ক্লাবেও। তিনি জানিয়েছেন, ' ভট্টাচার্য এক ভালো কোচ, তবে আমরাও আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'' রয়্যাল সিটি এফসির দলে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার আলে জুনিয়র, অ্যাটাকিং মিডিও জোয়াও দে পাউলা এবং ডিফেন্ডার কুলুকে রয়েছেন। দলের কোচ শাহিদ রমন বলেছেন, ' সুপার লিগ তরুণ ফুটবলারদের জন্য ভালো প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে। বাংলার স্থানীয় ফুটবলাররা সুযোগ পাবে এই লিগে।'' অন্যদিকে, নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসির দায়িত্বে রয়েছেন কিংবদন্তি কোচ বিশ্বজি ভট্টাচার্য। তাঁর সহকারী কোচ সুলে মুসা। নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের দলে রয়েছে পরিচিত মুখ, যেমন- রাজা বর্মন (গোলকিপার), অমিত চক্রবর্তী (অধিনায়ক), রোহিত তামাং এবং রূপম পাল, যারা কলকাতা লিগে দীর্ঘদিন খেলেছেন। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ' একটু কম হয়েছে, তবে তরুণ ফুটবলারদের মধ্যে স্বপ্ন রয়েছে। এটাই সবচেয়ে ব। কথা।'' তিনি আরো যোগ করেছেন, ' আমাদের দলে দুজন বিদেশি ফুটবলারও রয়েছেন, দুজনেই ঘানার। আবদুল এবং কিংও প্রথম ম্যাচে নামার জন্য প্রস্তুত।'' এছাড়া, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের অধীনেই কলকাতা লিগে ফরোয়ার্ড রবি হাঁসদা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। রবির খেলার গতি এবং গোলের দক্ষতা তাকে প্রায় প্রতিটি ঘরোয়া ফুটবলপ্রেমীর কাছে পরিচিত করেছে। আজ, সেই গুরু এবং শিষ্য একে অপরের বিপক্ষে মাঠে নামছেন, এবং এটি লিগের প্রথম ম্যাচে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াবে। রবিবার মালদা স্টেডিয়ামে বিএসএল-এর উদ্বোধনী ম্যাচের আগে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান গাইবেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী দোয়েল গোস্বামী। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, শ্রাচী গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি, শ্রাচী স্পোর্টসের চেয়ারম্যান তমাল ঘোষাল, সিইও অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেক ফুটবলপ্রেমী। এছাড়া, লিগের নীতি এবং কাঠামোকে আরও কার্যকরী করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

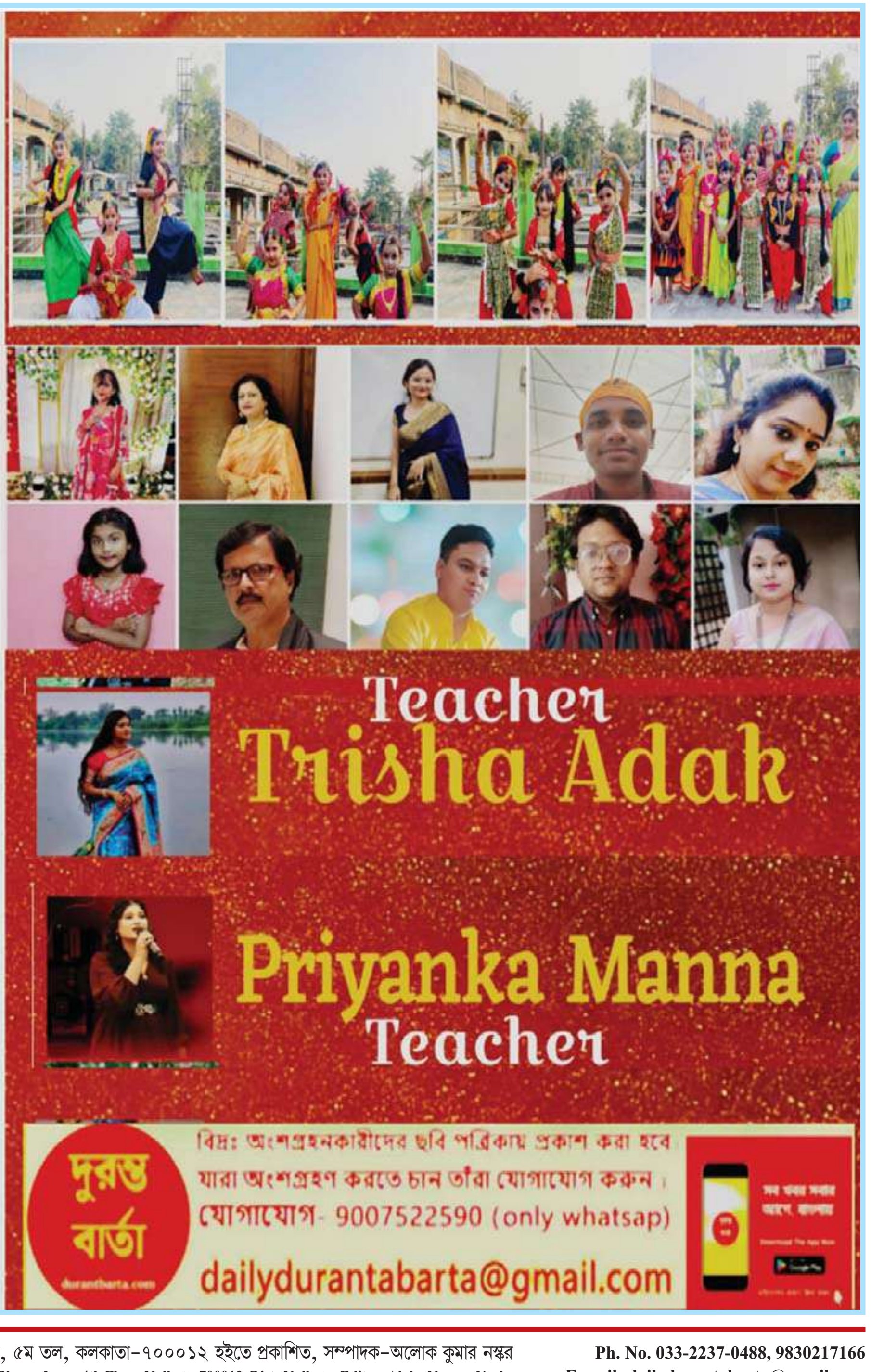

লিভারপুলের হয়ে মাঠে ফিরেই নজির গড়লেন মহম্মদ সালাহ, ভাঙলেন রুনির রেকর্ড

সংবাদ সংস্থা, ১৪ ডিসেম্ভরর ঃ লিভারপুলের হয়ে মাঠে ফিরেই নজির গড়লেন মহম্মদ সালাহ, ভাঙলেন রুনির রেকর্ডমহম্মদ সালাহ, লিভারপুলের সুপারস্টার, দীর্ঘ সময় পর মাঠে ফিরেই চমকপ্রদ এক নজির সৃষ্টি করেছেন। বেশ কিছুদিন ফর্মহীনতার কারণে এবং ক্লাবের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে তিনি মাঠে ছিলেন না। তবে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে লিভারপুলের ২-০ ব্যবধানে জয়ে অবদান রেখে, সালাহ প্রমাণ করলেন যে তার প্রতিভা ও প্রভাব দলের জন্য কতটা অপরিহার্য।এই ম্যাচে নিজের অসাধারণ খেলার মাধ্যমে তিনি শুধু লিভারপুলের জয় নিশ্চিত করেননি, বরং একেবারে নতুন এক রেকর্ডও গ।ছেন। তিনি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি ওয়েন রুনির একটি দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। মাঠে ফিরে নিজের ভূমিকা পালন করে তিনি আবারও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, যা লিভারপুলের ইতিহাসে এক বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।ম্যাচের শুরুঅ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে লিভারপুল প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। শুরু থেকেই ব্রাইটনের রক্ষণভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ম্যাচের প্রথম মিনিটেই তারা গোলের সুযোগ তৈরি করে। ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন হুগো একিতিকে। ব্রাইটনের রক্ষণভাগে পাস দেওয়া জো গোমেজের হেড থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ভলিতে ব্রাইটন গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন একিতিকে। এই গোলটি লিভারপুলের ইতিহাসে ২০১৯ সালের পর প্রথমবার ছিল, যখন তারা কোনো ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল করল।একিতিকে এই গোলের মাধ্যমে লিভারপুলের জয় যাত্রার সূচনা করেন। তার পরে দ্বিতীয় গোলটি আসে ম্যাচের ৬০ মিনিটে। এইবার গোলটি করেন একিতিকে আবারও, কিন্তু এবার আসল ভূমিকা ছিল মহম্মদ সালাহর। সালাহ একটি কর্নার থেকে বল পেয়ে বক্সে সুন্দরভাবে ক্রস করেন, যা একিতিকে হেড দিয়ে গোল করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। সালাহর দারুণ অ্যাসিস্টেই দলের জয় নিশ্চিত হয়। বিশেষ করে এই গোলটি আসে আট ম্যাচ পর সালাহর কোনো গোল বা অ্যাসিস্টে অবদান রাখার ফলে, যা তার এবং লিভারপুলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে দাঁড়ায়।সালাহর নতুন নজিরএই ম্যাচের মধ্যে সালাহর অর্জন ছিল আরও বিশেষ। ব্রাইটনের বিরুদ্ধে ম্যাচে তার অ্যাসিস্টের মাধ্যমে, তিনি লিভারপুলের ২৭৭টি গোলের মধ্যে নিজের ছোঁয়া রেখে দেন। এর মধ্যে, ১৮৮টি গোল তিনি নিজে করেছেন এবং ৮৯টি গোলের ক্ষেত্রে সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন। এই সংখ্যা, ইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোল অবদান রাখার রেকর্ড। এর মাধ্যমে সালাহ এখন সর্বকালের একক ক্লাবের জন্য সবচেয়ে বেশি গোল-অবদানকারী ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।এখন পর্যন্ত এই রেকর্ডটি ছিল ওয়েন রুনির দখলে। রুনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ২৭৬টি গোলের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। তিনি নিজে ১৮৩টি গোল করেছিলেন এবং ৯৩টি গোলের ক্ষেত্রে সতীর্থদের সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু সালাহর এই নতুন রেকর্ড রুনি এবং অন্যদের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। লিভারপুলের অবস্থানব্রাইটনের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর লিভারপুলের পয়েন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬, যা ১৬টি ম্যাচ শেষে তাদের অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে রাখে। যদিও লিভারপুল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ছিল, কিন্তু এই মৌসুমে তারা কিছুটা ছন্দ হারিয়েছিল। তবে সালাহর এই অসাধারণ পারফরম্যান্স লিভারপুলকে পুনরায় শীর্ষে ফেরানোর পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।এই ম্যাচটি শুধুমাত্র লিভারপুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং সালাহর পুনরায় ফিরে আসাও দলের জন্য একটি বড় ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সালাহ মাঠে ফিরে নিজের আক্রমণাত্মক খেলার মাধ্যমে দলের আক্রমণকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। তাঁর উপস্থিতি দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এবং পুরো দল এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মাঠে নেমেছে।ফর্মে ফেরার চ্যালেঞ্জফর্মে না থাকার কারণে এবং ক্লাবের সঙ্গে চলমান দ্বঃদ্বের কারণে সালাহ কিছুদিনের জন্য দলের বাইরে ছিলেন। তবে এই ম্যাচের মাধ্যমে তিনি তা সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। তার ফিরে আসা লিভারপুলের জন্য এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ভবিষ্যতে যদি সালাহ তার বর্তমান ফর্ম ধরে রাখতে পারেন, তাহলে লিভারপুলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করা খুব একটা কঠিন হবে না।এছাড়া, লিভারপুল এখনো পুরোপুরি শীর্ষস্থানে পৌঁছায়নি, তবে তাদের শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে তারা আরও ভালো ফলের আশা করতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com